সাধারণ ব্যবস্থা

গির্জা প্রতিষ্ঠা

প্রথম পাঠ - ১ পি ২:১-১৭

জীবন্ত প্রস্তরে গাঁথা সেই আত্মিক গৃহ

ভ্রাতৃগণ, তোমরা সমস্ত শঠতা ও সমস্ত ছলনা এবং কপটতা, যত ঈর্ষা ও যত পরনিন্দা ত্যাগ করে নবজাত শিশুর মত সেই অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও যা বাণীরই দুধ, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার, অবশ্য তোমরা যদি ইতিমধ্যে *আস্বাদন করে থাক, প্রভু কত মঙ্গলময়।*

মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বেছে নেওয়া ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার। কেননা শাস্ত্রে আমরা একথা পড়তে পারি যে, *দেখ, আমি সিয়োনে বেছে নেওয়া মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।* তাই বিশ্বাসী যে তোমরা, সেই প্রস্তর তোমাদের মূল্যবান করে তোলে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের পক্ষে *যে প্রস্তরটি গৃহনির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর, হোঁচটের একটা প্রস্তর, ও স্খলনের একটা শৈল।* সেই বাণীতে বিশ্বাস না রাখায় তারা হোঁচট খায়; এ ছিল তাদের জন্য পূর্বনিরূপিত দশা!

কিন্তু তোমরা, যারা *এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন জাতি যাকে ঈশ্বর নিজেরই জন্য কিনেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে* যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে *'জনগণ-নয়'*, এখন কিন্তু *ঈশ্বরের আপন জনগণ;* তোমরা ছিলে *দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন*, এখন কিন্তু *দয়া পেয়েই গেছ।*

প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: বিদেশী ও প্রবাসী ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে। বিধর্মীদের মধ্যে তোমাদের আচার-ব্যবহার উত্তম হোক, যারা এখন অপকর্মা বলে তোমাদের নিন্দা করছে, তোমাদের সৎকর্ম দে'খে তারা যেন প্রতিদানের দিনে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে।

প্রভুর খাতিরে তোমরা সমস্ত মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত থাক: প্রধান বলে রাজারই অনুগত হও, অপকর্মাদের শাস্তি দিতে ও সৎমানুষদের প্রশংসা করতে তাঁর প্রেরিতজন ব'লে প্রদেশপালদেরও অনুগত হও। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: সদাচরণ করতে করতে তোমরা নির্বোধ মানুষদের অজ্ঞতা স্তব্ধ করে দেবে। স্বাধীন মানুষের মতই ব্যবহার কর; কিন্তু শঠতা ঢেকে রাখার জন্য সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করো না, বরং ঈশ্বরের দাস বলে আচরণ কর। সকলকে সম্মান দেখাও, ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভালবাস, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর।

শ্লোক তোবিত ১৩:১৭; প্রত্যা ২১:১৯-২১ দ্রঃ

প্র হে যেরুসালেম, তোমার নগরপ্রাচীর হবে মূল্যবান রত্নার তৈরী,
উ তোমার মিনারগুলো হবে চমৎকার মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত (আল্লেলুইয়া)।
প্র তোমার বারোটা তোরণদ্বার হবে পন্না ও নীলকান্ত মণিতে নির্মিত।
উ তোমার মিনারগুলো হবে চমৎকার মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প (তপস্যাকাল)

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ৮:১-৪,১০-১৩,২২-৩০

মন্দিরে সলোমনের প্রার্থনা নিবেদন

সেসময়, সলোমন দাউদ-নগরী থেকে, অর্থাৎ সিয়োন থেকে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের প্রবীণদের ও সকল গোষ্ঠীপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলগুলোর প্রধান প্রধান সকলকে যেরুসালেমে রাজার সামনে একত্রে সমবেত করলেন। তাই এথানিম মাসে, অর্থাৎ সপ্তম মাসে, পর্বোৎসবের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সলোমন রাজার কাছে একত্রে সমবেত হল। ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা একবার এসে উপস্থিত হলে যাজকেরা মঞ্জুষাটিকে তুলে নিল; তারা প্রভুর মঞ্জুষা, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যে যত পবিত্র জিনিসপত্র, তা সবই তুলে নিয়ে গেল। যাজকেরা ও লেবীয়েরাই এই সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। তখন এমনটি ঘটল যে, যাজকেরা পরম পবিত্রস্থানের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসামাত্র প্রভুর গৃহ সেই মেঘে পরিপূর্ণ হল, এবং মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের সেবাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পারছিল না, কেননা প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তখন সলোমন বললেন: 'প্রভু বলে দিচ্ছেন, তিনি অন্ধকারময় মেঘের মধ্যেই বাস করবেন। আমি তোমার জন্য সত্যিই একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি; এমনই এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!'

তারপর সলোমন ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুর যজ্ঞবেদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার মত পরমেশ্বর কোথাও নেই, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গেও নেই, নিম্নে এই মর্তেও নেই। যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সামনে চলে, তোমার সেই দাসদের প্রতি তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা করেছ; নিজের মুখে যা কিছু বলেছিলে, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি সাধন করেছ, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। এখন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা কর; তুমি তো বলেছিলে, আমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না—অবশ্য, তুমি আমার সামনে যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরাও যদি আমার সামনে তেমনি চ'লে তাদের জীবন-পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এখন, হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা পূর্ণ হোক। কিন্তু পরমেশ্বর পৃথিবীতে বাস করবেন, একথা কি সত্য? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! তবু, হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস আজ তোমার কাছে যে ডাক ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন। তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যা বিষয়ে তুমি বলেছ: আমার নাম এইখানে অধিষ্ঠান করবে! যেন এই স্থান অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তা তুমি যেন শুনতে পাও। তোমার এই দাস ও তোমার জনগণ সেই ইস্রায়েল যখন এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, তখন তাদের মিনতি কান পেতে শোন—স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন: এবং শুনে ক্ষমাই কর।

শ্লোক মথি ১৮:১৯-২০; ২ বংশ ৭:১৫

℣ পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচ্না করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন।

℟ যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।

℣ এই স্থানে যে প্রার্থনা নিবেদিত হয়, তার প্রতি এখন আমার চোখ উন্মীলিত ও আমার কান মনোযোগী।

℟ যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।

বিকল্প (পাস্কাকাল)

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ২১:৯-২৭

স্বর্গীয় যেরুসালেম

যে সপ্ত স্বর্গদূতের কাছে সাতটা শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাছে এসো, আমি তোমাকে সেই কনেকে দেখাব যে মেষশাবকের নববধূ।' সেই স্বর্গদূত আমাকে আত্মায় নিয়ে গেলেন উচ্চ একটা মহাপর্বতের উপর, এবং আমাকে দেখালেন, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই ঈশ্বরের গৌরবে মণ্ডিতা হয়ে নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী যেরুসালেম। তার প্রভা যেন বহুমূল্য কোন রত্নেরই মত, যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ কোন সূর্যকান্ত মণিরই মত! নগরীটি বিশাল ও উচ্চ একটা প্রাচীরে ঘেরা; প্রাচীরে রয়েছে বারোটা তোরণদ্বার; দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন, এবং সেগুলোর উপরে কয়েকটা নাম লেখা আছে—ইস্রায়েল সন্তানদের বারোটা গোষ্ঠীর নাম। পুব দিকে তিন দ্বার, উত্তর দিকে তিন দ্বার, দক্ষিণ দিকে তিন দ্বার, ও পশ্চিম দিকে তিন দ্বার। নগরীর প্রাচীরটা বারোটা ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে বসানো, সেগুলির উপরে রয়েছে মেষশাবকের সেই বারোজন প্রেরিতদূতের বারোটা নাম।

আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে নগরটি ও তার দ্বারগুলি ও তার প্রাচীর মাপার জন্য সোনার একটা নল ছিল। নগরটি চতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে সমান। সেই স্বর্গদূত সেই নল দিয়ে নগরটিকে মেপে দেখলেন: বারো হাজার তীর—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, সবই সমান। তার প্রাচীরও তিনি মেপে দেখলেন: মানুষের, অর্থাৎ স্বর্গদূতের মাপকাঠি অনুযায়ী একশ' চুয়াল্লিশ হাত উচ্চ। প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্ত পাথরের, এবং নগরী নির্মল কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনার। নগরীর প্রাচীরের সমস্ত ভিত্তিপ্রস্তর সবরকম মণিমাণিক্যে অলঙ্কৃত: প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর সূর্যকান্তমণির, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা মরকতমণির, পঞ্চমটা বৈদূর্যমণির, ষষ্ঠটা রুধিরাখ্যমণির, সপ্তমটা হেমকান্তিমণির, অষ্টমটা ফিরোজা মণির, নবমটা পোখরাজমণির, দশমটা হেমহরিৎ মণির, একাদশটা সম্বুলমণির আর দ্বাদশটা রাজাবর্তমণির। বারোটা তোরণদ্বার ছিল বারোটা মুক্তা: এক একটা তোরণদ্বার এক একটা গোটা মুক্তা দিয়ে তৈরী; এবং নগরীর সদর রাস্তা স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী। সেই নগরীতে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলাম না; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির। তার মধ্যে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ। নগরীর সেই আলোতে সর্বজাতি চলতে থাকবে, এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন। নগরদ্বারগুলি দিনের বেলায় কখনও বন্ধ হবে না, কেননা সেখানে রাত আর কখনও নামবে না। আর জাতিসকলের ঐশ্বর্য ও ধন তার মধ্যে আনা হবে। অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

শ্লোক প্রত্যা ২১:২১; তোবিত ১৩:১৮,১৩ দ্রঃ

প্র হে যেরুসালেম, তোমার সদর রাস্তা হবে নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী, তোমার মধ্যে আনন্দগান ধ্বনিত হবে,
উ তোমার বাড়ি-ঘরে সকলে গেয়ে উঠবে, আল্লেলুইয়া।
প্র তুমি উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিতা হবে; পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী এসে প্রণিপাত করবে;
উ তোমার বাড়ি-ঘরে সকলে গেয়ে উঠবে, আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোশুয়া পুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৯:১-২**

জীবন্ত প্রস্তরের মত আমরা
ঈশ্বরের মন্দিরে ও যজ্ঞবেদিতে নির্মিত হচ্ছি

আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী, সকলেই 'জীবন্ত প্রস্তর' বলে অভিহিত, যেমনটি শাস্ত্র বলে: *তোমরা, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য*

দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার।

কিন্তু পার্থিব প্রস্তরের বেলায় আমরা যেমন দেখি যে, ভিত্তি হিসাবে সবচেয়ে শক্ত ও প্রভাবশালী প্রস্তর বসানো হয় যাতে যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে সেগুলোর উপরে গোটা নির্মাণকর্মের ভার রাখা যেতে পারে, তেমনি জীবন্ত প্রস্তরের বেলায়ও ঘটে যখন বিশেষ বিশেষ প্রস্তর আত্মিক নির্মাণকর্মের ভিত্তিতে বসানো হয়। ভিত্তিতে বসানো প্রস্তর কী কী? প্রেরিতদূতেরা ও নবীরা; কেননা পল ঠিক তাই শেখান: *তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরেই গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু।*

হে শ্রোতা, তুমি যেন এ নির্মাণকর্মে অধিক উপযোগী হতে পার ও প্রস্তর হিসাবে তুমি যেন ভিত্তির যত কাছাকাছি স্থান পেতে পার, জেনে নাও যে, যে নির্মাণকর্মের কথা আমরা বলছি স্বয়ং খ্রীষ্টই তার ভিত্তি। এবিষয়ে পল একথা বলেন: *যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট।* সুতরাং সুখী তারা, যারা তেমন উৎকৃষ্ট ভিত্তির উপরে ধর্মীয় ও পুণ্য গৃহ নির্মাণ করে।

কিন্তু মণ্ডলীর গৃহে যজ্ঞবেদিরও থাকবার কথা। তাই আমি মনে করি যে, জীবন্ত প্রস্তর যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রার্থনায় উপযুক্ত, ও দিনরাত ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতে প্রস্তুত, সে-ই তাদেরই একজন যাদের দিয়ে যীশু যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেন।

এখন কিন্তু লক্ষ কর যজ্ঞবেদির প্রস্তরের কেমন প্রশংসাবাদ করা হয়: সেই বিধানকর্তা মোশী আদেশ করেছিলেন যেন বেদি 'অক্ষুণ্ন' প্রস্তর দিয়ে, অর্থাৎ খোদাই না করাই প্রস্তর দিয়ে নির্মিত হয়। কারাই বা তেমন অক্ষুণ্ন প্রস্তর? এ অক্ষুণ্ন ও অকলুষিত প্রস্তরগুলো সম্ভবত হলেন সেই পুণ্যবান প্রেরিতদূতেরা, যাঁরা তাঁদের একাত্মতা ও মিলন গুণে সকলে মিলে এক-বেদি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। কেননা কথিত আছে যে, সকলে একত্র হয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করতে করতে বলছিলেন, *হে প্রভু, তুমি তো সকলের হৃদয় জান।*

অতএব, যাঁরা এককণ্ঠে ও একাত্মায় একমন হয়ে প্রার্থনা করতে পারলেন, তাঁরাই সকলে মিলে সেই একমাত্র বেদি হবার যোগ্য যার উপরে খ্রীষ্ট পিতার কাছে যজ্ঞ উৎসর্গ করেন।

তথাপি এসো, আমরাও সচেষ্ট থাকি যেন সকলে মিলে এক-কথা বলি ও একমন হই; প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা আত্মগর্বের মনোভাবে যেন কিছু না করি, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে একমন হই ও এক-কথা বলি, যেন আমরাও যজ্ঞবেদির প্রস্তর হতে পারি।

শ্লোক ইসা ২:২,৩; সাম ১২৬:৬ দ্রঃ

℟ পর্বতচূড়ায় নির্মিত হয়ে প্রভুর গৃহ যত উচ্চস্থানের ঊর্ধ্বে উত্তোলিত। সকল জাতি এসে বলবে:
℣ প্রভু, তোমার গৌরব হোক! (আল্লেলুইয়া)।
℟ প্রথমফসল বইতে বইতে তারা আনন্দের সঙ্গে এসে বলবে:
℣ প্রভু, তোমার গৌরব হোক! (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩৩৬:১,৬**

আমাদের অন্তরেই ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা

প্রার্থনা-গৃহ প্রতিষ্ঠাদিবস হল আমাদের এ স্থানীয় মণ্ডলীর পর্বোৎসব। সুতরাং এ হল আমাদের প্রার্থনা-গৃহ, আর আমরা নিজেরাই হলাম ঈশ্বরের গৃহ। আমরা নিজেরাই যখন ঈশ্বরের গৃহ, তখন এ যুগেই আমরা নির্মিত হচ্ছি যেন যুগান্তে আমাদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। গৃহনির্মাণ কালে পরিশ্রমই প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠাদিবসে আনন্দই ধ্বনিত।

এ গৃহ নির্মাণকালে যা ঘটছিল, তা এখনও ঘটে থাকে যখন খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা এখানে সমবেত হয়; কেননা তারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নির্মাণকর্মের উপযোগী দ্রব্যে পরিণত হয় ঠিক যেমনটি তখন ঘটে যখন বন থেকে গাছ, ও পাহাড় থেকে পাথর কাটা হয়। আর আসলে তারা যখন ধর্মশিক্ষা পায়, দীক্ষাস্নাত হয় ও গঠিত হয়,

তখন ঠিক যেন শিল্পী ও মিস্ত্রির হাতে তাদের ঘষা ও সমতল করা হয়।

তথাপি তারা তখনই মাত্র ঈশ্বরের গৃহ হয়ে ওঠে, যখন ভালবাসা দ্বারা তাদের সুসংবদ্ধ করা হয়। এ সমস্ত পাথর ও কাঠ যদি নিজেদের মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে ও সঠিকভাবে সংবদ্ধ না হত ও পরস্পরকে যদি ভাল না বাসত, তবে এ গৃহে কেউই প্রবেশ করত না। বাস্তবিকই তুমি যখন একটা নির্মাণকাজে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ প্রস্তর ও খুঁটি দেখতে পাও, তখন নিরাপত্তার সঙ্গে প্রবেশ কর, গৃহ হঠাৎ তোমার মাথায় খসে পড়বে, তখন এমন ভয় তোমার নেই। তাই খ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে ও বাসও করতে ইচ্ছা ক'রে নির্মাণকালে বলছিলেন, *আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি।* তিনি বললেন, 'নতুন আজ্ঞা।' তার মানে: তোমরা সকলেই বৃদ্ধ হয়ে গেছিলে, আমার জন্য কোন গৃহ নির্মাণ করছিলে না, তোমরা তোমাদের ধ্বংসস্তূপে শায়িত ছিলে। অতএব, তোমাদের ধ্বংসস্তূপের অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য পরস্পরকে ভালবাস।

সুতরাং তোমাদের এ ধরে নিতে হবে যে, এ গৃহ এখনও পৃথিবী জুড়ে নির্মিত হতে চলছে, যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কেননা প্রবাসের পরে যখন মন্দির পুনর্নির্মিত হচ্ছিল, তখন, যেমনটি একটা সামসঙ্গীতে লেখা রয়েছে, লোকে একথা বলত, *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী।* এ সামসঙ্গীতে যা 'নতুন গান' বলা হয়, প্রভু তা 'নতুন আজ্ঞা' বললেন; বাস্তবিকই নতুন আজ্ঞা ছাড়া নতুন গানের বৈশিষ্ট্য আর কী হতে পারে? যে ভালবাসে, গান করাই তার পরিচয়। তেমন গায়কের সুর হল পুণ্য ভালবাসার সদাগ্রহ।

সুতরাং, আমরা যা বাহ্যিক দিক দিয়ে এখানে দেওয়াল দেওয়া ঘর বলে দেখি, তা আত্মাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবে করা হোক; আর যা প্রস্তরে ও কাষ্ঠে গঠিত বলে দেখি, তা তোমাদের দেহে ঈশ্বরের অনুগ্রহে নির্মিত হোক।

অতএব এসো, সর্বপ্রথমে আমাদের সেই ঈশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যাঁর কাছ থেকে সমস্ত শুভ উপহার ও সমস্ত সূক্ষ্ম দান আগত; এসো, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়ে তাঁর মঙ্গলময়তার প্রশংসাবাদ করি, কেননা তিনি আপন ভক্তদের অন্তরকে এ প্রার্থনা-গৃহ নির্মাণের জন্য উদ্দীপিত করেছেন, তাদের ভালবাসা উদ্দীপ্ত করেছেন, ও সহায়তা দান করেছেন; যাদের তখনও ইচ্ছা ছিল না, তিনি তাদের ইচ্ছা করতে অনুপ্রাণিত করে তাদের সদিচ্ছার সমস্ত প্রচেষ্টায় সাহায্য দান করেছেন যাতে তারা কৃতকার্য হয়। সুতরাং, সেই ঈশ্বর যিনি *তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন,* তিনি নিজেই এ সমস্ত কিছু শুরু করেছেন, তিনি নিজেই তা সম্পন্নও করেছেন।

শ্লোক সাম ৮৪:২-৩,৫

প্র তোমার আবাসগৃহগুলো কতই না মনোরম, হে সেনাবাহিনীর প্রভু;
উ প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর (আল্লেলুইয়া)।
প্র সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে।
উ প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর (আল্লেলুইয়া)।

ধন্যা কুমারী মারীয়া

প্রথম পাঠ - ইসা ৭:১০-১৪; ৮:১০; ১১:১-৯

শান্তিরাজ সেই ইম্মানুয়েল

সেসময়, প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তাঁকে বললেন, 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচ্না কর, তা অধোলোক কিংবা উর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক।' কিন্তু আহাজ উত্তরে বললেন, 'আমি যাচ্না করব না; আমি প্রভুকে যাচাই করব না।' তখন তিনি বললেন,

'হে দাউদকুল, তোমরা একবার শোন:
মানুষের ধৈর্য যাচাই করতে তোমরা কি এখনও ক্ষান্ত নও যে,
এবার আমার পরমেশ্বরেরও ধৈর্য যাচাই করবে?
তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন।
দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।
মতলব আঁট, তবু তা ব্যর্থ হবে;
ঘোষণাপত্র প্রস্তুত কর, তবু তা নিষ্ফল হবে,
কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।'
যেসের মূলকান্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন;
তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন।
প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা,
সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা,
সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।
তিনি প্রভুভয়ে প্রীত হবেন।
তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না,
জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না;
বরং ধর্মময়তায় দীনহীনদের বিচার করবেন,
সততায় দেশের অত্যাচারিতদের পক্ষে নিষ্পত্তি করবেন;
তিনি নিজ মুখের লাঠি দ্বারা দেশ আঘাত করবেন,
নিজ ওষ্ঠের ফুৎকারে দুর্জনকে বধ করবেন;
ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস,
বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমরবন্ধনী।
নেকড়েবাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে,
চিতাবাঘ ছাগশিশুর পাশে শুয়ে থাকবে,
বাছুর, যুবসিংহ ও নধর পশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
একটি ছোট্ট বালকই তাদের চালনা করবে।
গাভী ও ভালুকী একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
তাদের বাচ্চা একসঙ্গে শুয়ে থাকবে।
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে।
দুধের শিশু কেউটে সাপের গর্তের উপরে খেলা করবে,
দুধ-ছাড়ানো বালক চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত ঢোকাবে।
তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই

অনিষ্ট বা ক্ষতিকর কিছুই আর ঘটাবে না,
কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ইসা ৭:১৪; ৯:৬; লুক ১:৩২,৩৩ দ্রঃ

℟ দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন :
℣ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর' (আল্লেলুইয়া)।
℟ তিনি দাউদের সিংহাসনে চিরসমাসীন থাকবেন :
℣ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর' (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - গা ৩:২২–৪:৭

বিশ্বাসগুণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান ও তাঁর উত্তরাধিকারী

ভ্রাতৃগণ, শাস্ত্র সবকিছুই পাপের অধীনে রুদ্ধ করেছে, যেন সেই প্রতিশ্রুতি যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা। তাই বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই; বাস্তবিকই তোমরা সকলেই খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রীষ্টযীশুতে এখন তোমরা সকলেই এক। আর তোমরা যখন খ্রীষ্টেরই, তখন তোমরাই আব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে উত্তরাধিকারী!

শোন, আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি: উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন সবকিছুর মালিক হলেও তবু ক্রীতদাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না; কিন্তু পিতার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে অভিভাবকদের ও ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। তেমনি আমরাও যখন নাবালক ছিলাম, তখন জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাসের মত ছিলাম। কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

শ্লোক গা ৪:৪-৫; এফে ২:৪; রো ৮:৩ দ্রঃ

℟ যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন,
℣ যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন (আল্লেলুইয়া)।
℟ ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন : তিনি পাপী এই আমাদের সদৃশ হয়ে মানুষ হলেন,
℣ যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প (তপস্যাকাল)

প্রথম পাঠ - ১ বংশ ১৭:১-১৫

দাউদের পুত্রসন্তান বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

যখন দাউদ নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি নাথান নবীকে বললেন, 'দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরের আড়ালে পড়ে রয়েছে।' নাথান দাউদকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।'

কিন্তু সেই রাতে পরমেশ্বরের বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, আমার আবাসের জন্য একটা গৃহ তুমিই আমার জন্য গাঁথবে এমন নয়। ইস্রায়েলকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, কিন্তু একটা তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ও একটা আচ্ছাদন থেকে অন্য আচ্ছাদনেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে আর গ্রাস না করে যেমনটি আগে করত যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি তোমার সকল শত্রুকে নত করব। তাছাড়া আমি তোমাকে এ কথাও বলেছি যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তখন আমি তোমার স্থনে তোমার একজন বংশধরের, তোমার সন্তানদেরই মধ্যে একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; কিন্তু তোমার আগে যে ছিল, তার কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; বরং তাকে আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে স্থাপন করব চিরকাল ধরে, ও তার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

শ্লোক লুক ১:২৮,৪৫ দ্রঃ

প্র কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা! তুমি যে বিশ্বস্রষ্টাকে গর্ভে ধারণ করলে।
উ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন তাঁকে তুমি জীবন দিলে: তুমি কুমারী হয়ে থাকবে চিরকাল ধরে।
প্র আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
উ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন তাঁকে তুমি জীবন দিলে: তুমি কুমারী হয়ে থাকবে চিরকাল ধরে।

বিকল্প (পাস্কাকাল)

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১১:১৯–১২:১৭

স্বর্গে নারীর সেই মহাচিহ্ন

ঈশ্বরের স্বর্গীয় পবিত্রধাম উন্মুক্ত হল, আর তাঁর মন্দিরের মধ্যে তাঁর সন্ধি-মঞ্জুষা দেখা গেল; এবং বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি, বজ্রনাদ, ভূমিকম্প ও প্রচন্ড শিলাবৃষ্টি দেখা দিতে লাগল।

এবার স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট। সে গর্ভবতী, ব্যথায় ও প্রসবযন্ত্রণায় জোর গলায় চিৎকার করছে। তখন স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল: দেখ, আগুনে-লাল রঙের বিরাট একটা নাগদানব—তার সাতটা মাথা, দশটা শিঙ ও সাতটা মাথায় একটা করে কিরীট; তার লেজ আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ তারানক্ষত্র টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিল। নাগদানবটা আসন্ন-প্রসবা সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়াল; অভিপ্রায় ছিল, নারী প্রসব করামাত্র সে তার সন্তানকে গ্রাস করবে। নারী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে যাঁর শাসন করার কথা; আর তার সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল; কিন্তু নারী মরুপ্রান্তরে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে তাকে যত্ন করা হয়।

তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, কিন্তু জিততে পারল না; এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না। সেই বিরাট নাগদানব—সেই যে আদিম সাপ, যাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, গোটা জগৎকে যে ভোলায়—তাকে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, এবং তার সঙ্গে তার দূতবাহিনীকেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। তখন আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল:

'আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।
তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
কিন্তু তোমরা, হে পৃথিবী ও সমুদ্র, তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন,
কারণ দিয়াবল তোমাদের ওখানেই নেমে গেছে;
সে মহা রোষে রুষ্ট,
কেননা সে জানে, তার সময় আর বেশি নেই।'

নাগদানবটা যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, তখন, পুত্রসন্তানকে প্রসব করেছিল যে নারী, সে তার পিছু পিছু ছুটে গেল। কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের ডানা দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে 'এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল' ধরে যত্ন করা হবে। তখন সাপটা মুখ থেকে নারীর পিছনে নদীর মত জলধারা উগরে দিল, যেন তাকে সেই জলস্রোতে ভাসিয়ে নিতে পারে। কিন্তু পৃথিবী নারীর সাহায্যে এল; নিজের মুখ খুলে নাগদানবের মুখ থেকে উগরে দেওয়া নদী গিলে ফেলল। তখন নাগদানব নারীটির উপরে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, ও তার বংশের সেই বাকি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে ও যীশুর সাক্ষ্য যাদের অধিকৃত সম্পদ।

শ্লোক ১ করি ১৫:৫৪,৫৭; প্রত্যা ১২:১

℣ এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে।

℟ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন! আল্লেলুইয়া।

℣ স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যাঁর বসন, চন্দ্র যাঁর পদতলে, যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

℟ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন! আল্লেলুইয়া।

পিতার আশীর্বাদ মারীয়ার মধ্য দিয়েই মানবজাতির উপর প্লাবিত হল

প্রণাম, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। হে কুমারী জননী, এ আনন্দের চেয়ে উৎকৃষ্ট কী থাকতে পারে? অথবা, এই যে অনুগ্রহ তুমি ঈশ্বর থেকে পেয়েছ, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতম কীবা থাকতে পারে? আবার, তেমন অনুগ্রহের চেয়ে মহত্তর ও চমৎকার কীবা কল্পনা করা যেতে পারে? তোমার মধ্যে যে আশ্চর্য কাজ দৃশ্য, তা থেকে সবকিছু দূরেই রয়েছে, সবকিছু তোমার অনুগ্রহের নিম্নেই রয়েছে; যা কিছু পবিত্রতম, তাও দ্বিতীয় স্থানেরই যোগ্য, আর সমস্ত কিছুর প্রভা তোমার প্রভার চেয়ে সম্পূর্ণরূপে গৌণ।

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। আর কেই বা তোমার প্রতিযোগী হতে সাহস করবে? ঈশ্বর তোমা থেকেই আগত; তবে কেইবা তোমার অগ্রাধিকার মেনে নেবে না, এমনকি সানন্দেই তোমার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে না? তাই তোমার এ উৎকৃষ্ট গুণাবলির দিকে তাকিয়ে, যা সকল সৃষ্টজীবের গুণাবলির চেয়ে অধিকতর উৎকৃষ্ট, আমিও মহাস্তুতিবাদের কণ্ঠে চিৎকার করে বলি: *প্রণাম, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।* কেননা আনন্দ তোমা থেকে কেবল মানুষের উপরে নয়, উর্ধ্বলোকের স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের উপরেও বর্ষিত হয়েছে।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা হবার অভিশাপ তুমি আশীর্বাদেই পরিণত করেছ, এবং যিনি ঐশঅভিশাপের পাত্র ছিলেন, তোমার মধ্য দিয়েই সেই আদম পুনরায় আশিসপ্রাপ্ত হলেন।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার জন্য পিতার সেই আশীর্বাদ মানবজাতির উপরে বর্ষিত হল ও প্রাচীন দন্ডাদেশ থেকে তাকে মুক্ত করল। নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার দ্বারাই তোমার পিতৃপুরুষেরা পরিত্রাণ পেলেন: তুমি সেই ত্রাণকর্তার জননী হবে যিনি তাঁদের কাছে ঐশপরিত্রাণ এনে দেবেন।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার কুমারীত্ব এমন ফল দান করল যা জগৎকে আশীর্বাদ দান করে ও তাকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে যে অভিশাপ কাঁটাই শুধু উৎপন্ন করত। নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা সাধারণ নারী হয়েও তুমি সত্যিই ঈশ্বরজননী হবে। বস্তুত, যিনি তোমার গর্ভে জন্ম নেবেন তিনি যদি বাস্তবেই মাংসধারী ঈশ্বর, তাহলে পূর্ণ ন্যায্যতা অনুসারেই ও সত্যিকারে তুমি ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা, কেননা তুমি সত্যিই ঈশ্বরকে জন্মদান কর।

হ্যাঁ, তোমার গর্ভের নিভৃতে স্বয়ং ঈশ্বর উপস্থিত, যিনি মাংস অনুসারে তোমার মধ্যে বাস করেন ও তোমা থেকে বরের মত উদ্গত হয়ে সকলের জন্য আনন্দ অর্জন করেন ও সকলের উপর দিব্য আলো বিকিরণ করেন।

কেননা, হে কুমারী, তোমার মধ্যে যেন নির্মলতম ও পবিত্রতম আকাশেই ঈশ্বর *আপন তাঁবু গাড়লেন* ও তোমা থেকে *বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন;* ও আপন জীবনে সেই বীরের দৌড় অনুকরণ করে তিনি সেই পথে দৌড়োন যা সকল জীবিতের পরিত্রাণ হওয়ার কথা; এবং স্বর্গের চূড়া থেকে সর্বোচ্চ স্বর্গ পর্যন্ত নিজেকে প্রসারিত ক'রে সবকিছুই দিব্য উত্তাপে ও একইসময়ে জীবনদায়ী জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করবেন।

শ্লোক

প্র নারীকুলে তুমি ধন্যা: হবার অভিশাপ তুমি আশীর্বাদেই পরিণত করেছ,
উ তোমার মধ্য দিয়েই মানবজাতি পিতার আশীর্বাদে প্লাবিত হয়েছে (আল্লেলুইয়া)।
প্র তোমার মধ্য দিয়েই আমাদের আদি পিতামাতা পরিত্রাণ পেয়েছেন:
উ তোমার মধ্য দিয়েই মানবজাতি পিতার আশীর্বাদে প্লাবিত হয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি
ধন্যা মারীয়ার জন্মতিথি, উপদেশ ২০

মারীয়া আমাদের মাতা

এসো, তাঁর কনের কাছে এগিয়ে যাই, তাঁর জননীর কাছে এগিয়ে যাই, তাঁর উত্তম দাসীর কাছে এগিয়ে যাই। এ সমস্তই তো ধন্যা মারীয়া!

কিন্তু আমরা তাঁর জন্য কী করব? কেমন উপহার তাঁকে অর্পণ করব? আহা, ঋণ হিসাবে যা আমাদের, কমপক্ষে তা-ই যদি তাঁকে দিতে পারতাম! আমাদের শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য, আমাদের সেবা তাঁর প্রাপ্য, আমাদের ভালবাসা তাঁর প্রাপ্য, আমাদের প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। আমাদের শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য, কেননা তিনি আমাদের প্রভুর জননী। বাস্তবিকই জননীকে যে শ্রদ্ধা করে না, সে পুত্রকে অশ্রদ্ধা করে। শাস্ত্রও বলে, *তুমি তোমার পিতা তোমার মাতাকে শ্রদ্ধা করবে।*

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, আমরা কী বলব? তিনি কি আমাদের মাতা নন? নিশ্চয়ই, তিনি সত্যিই আমাদের মাতা; কেননা তাঁর মধ্য দিয়েই আমরা সংসারের উদ্দেশে নয়, ঈশ্বরের উদ্দেশে জন্ম নিয়েছি। তোমরা তো ভাল করেই জান ও বিশ্বাসও কর যে, আমরা সকলে একসময়ে মৃত্যুতে, বার্ধক্যে, অন্ধকারে, চরম দুর্দশায় ছিলাম। মৃত্যুতে ছিলাম, কারণ আমরা প্রভুকে হারিয়েছিলাম; বার্ধক্যে ছিলাম, কারণ ক্ষয়শীলতার হাতে ছিলাম; অন্ধকারে ছিলাম, কারণ প্রজ্ঞার আলো হারিয়েছিলাম ও তার ফলে একেবারে হারানো অবস্থায়ই ছিলাম।

কিন্তু হবার চেয়ে আমরা ধন্যা কুমারী মারীয়ার মধ্য দিয়েই শ্রেয়তর জন্ম গ্রহণ করেছি, কেননা তাঁর গর্ভেই খ্রীষ্ট জন্ম নিয়েছেন। বার্ধক্যের স্থানে আমরা বরং ফিরে পেয়েছি নবীনতাই; ক্ষয়শীলতার স্থানে অক্ষয়শীলতাই, ও অন্ধকারের স্থানে আলো।

তিনি আমাদের মাতা, আমাদের জীবনের মাতা, আমাদের অক্ষয়শীলতার মাতা, আমাদের আলোর মাতা। আমাদের প্রভুর বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন: *তিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন প্রজ্ঞা, ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি।*

অতএব, যিনি খ্রীষ্টের মাতা, তিনি আমাদের প্রজ্ঞার মাতা, আমাদের ধর্মময়তার মাতা, আমাদের পবিত্রতার মাতা, আমাদের মুক্তির মাতা; এজন্য আমাদের দৈহিক মাতার চেয়ে তিনিই আমাদের পক্ষে অধিকতরভাবে মাতা। তাই তঁর কাছ থেকে আমরা শ্রেয়তর জন্ম লাভ করেছি, কারণ তাঁর কাছ থেকেই উদ্গত হয়েছে আমাদের পবিত্রতা, আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ধর্মময়তা, আমাদের পবিত্রীকরণ, আমাদের মুক্তি।

শাস্ত্রে বলে: *প্রভুর প্রশংসা কর তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে।* আমাদের প্রভু যখন সেই পবিত্রজনদের জন্যই প্রশংসনীয় যাঁদের মধ্য দিয়ে তিনি অপরূপ কাজ ও আশ্চর্য কীর্তিকলাপ সাধন করেন, তখন মহত্তর কারণে তিনি তাঁরই মধ্যে প্রশংসনীয়, যাঁর মধ্যে নিজেকে গড়লেন—তিনি যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট!

শ্লোক

প্র তুমি ধন্যা, হে পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়া; তুমি প্রশংসার যোগ্যা:
উ তোমা থেকেই উদিত হলেন ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রীষ্ট পরিত্রাতা (আল্লেলুইয়া)।
প্র হে কুমারী মারীয়া, আমরা তোমার পর্বোৎসব সানন্দে উদ্‌যাপন করি:
উ তোমা থেকেই উদিত হলেন ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রীষ্ট পরিত্রাতা (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান সর্বজাতির আলো ৬১-৬২

অনুগ্রহ-ব্যবস্থায় মারীয়ার মাতৃত্ব

ঐশবাণীর দেহধারণের অনাদিকালীন পূর্বনিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে কুমারী মারীয়া ঈশ্বরজননী বলে পূর্বনিরূপিতা

হলেন: ঐশবিধানের সঙ্কল্প অনুসারে তিনি এ পৃথিবীতে ঐশমুক্তিসাধকের মহাজননী, তাঁর সবচেয়ে উদার সহায় ও প্রভুর বিনম্র দাসী ছিলেন। খ্রীষ্টকে গর্ভধারণ করে, প্রসব করে, লালন-পালন করে, মন্দিরে পিতার কাছে তাঁকে উৎসর্গ করে ও ক্রুশে মুমূর্ষু আপন পুত্রের সঙ্গে সহদুঃখিনী হয়ে তিনি আত্মাদের ঐশ্বরিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আপন বাধ্যতা, বিশ্বাস, আশা ও জ্বলন্ত ভালবাসায় ত্রাণকর্তার কর্মে বিশেষ সহযোগিতা দান করলেন।

অনুগ্রহ-ব্যবস্থায় মারীয়ার এ মাতৃত্ব সেই সম্মতি থেকে—যা দূত-সংবাদকালে তিনি বিশ্বস্তভাবে দিয়েছিলেন ও ক্রুশের তলায়ও অবিচলভাবে রক্ষা করেছিলেন—সকল মনোনীতদের চিরকালীন গৌরবলাভ পর্যন্তই অবিরামভাবে উপস্থিত। বাস্তবিকই, স্বর্গে উন্নীতা হয়ে তিনি তাঁর এ পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা ত্যাগ করেননি, কিন্তু তাঁর বহুবিধ পক্ষসমর্থন দ্বারা আমাদের জন্য শাশ্বত পরিত্রাণের অনুগ্রহধারা এখনও নিশ্চিত করে যাচ্ছেন।

তাঁর মাতৃস্নেহে তিনি আপন পুত্রের এখনও প্রবাসী ও নানা বিপদ ও সঙ্কটের সম্মুখীন ভাইবোনদের প্রতি যত্ন দেখান, যতদিন না তারা ধন্য মাতৃভূমিতে চালিত হয়।

এজন্য মণ্ডলীতে প্রার্থনাকালে কুমারীকে সহায়িকা, সাহায্যকারিণী, সহায়তাদানকারিণী ও মধ্যস্থকারিণী নামে আহ্বান করা হয়। তথাপি বিষয়টা এমনভাবেই বুঝতে হবে যাতে অনন্য মধ্যস্থ সেই খ্রীষ্টের মর্যাদা ও কার্যকারিতায় কোন যোগ-বিয়োগ না ঘটায়।

কেননা দেহধারী বাণী ও মুক্তিসাধকের সঙ্গে কোন সৃষ্টজীবের তুলনা করা যায় না; কিন্তু খ্রীষ্টের যাজকত্বে যেমন পুরোহিতদের মধ্যে ও ভক্তবৃন্দেরও মধ্যে নানাভাবে সহভাগিতা রয়েছে, ও ঈশ্বরের অনন্য মঙ্গলময়তা যেমন সৃষ্টজীবদের মধ্যে বাস্তবরূপেই নানাভাবে সঞ্চারিত হয়ে থাকে, তেমনি মুক্তিসাধকের অনন্য মধ্যস্থতাও সকল সহযোগিতা বাতিল না করে বরং সৃষ্টজীবদের মধ্যে এমন নানাবিধ সহযোগিতা জাগিয়ে তোলে, যা সেই অনন্য উৎস থেকেই দান করা।

মণ্ডলী মারীয়ার তেমন সহকারী ভূমিকা ঘোষণা করতে দ্বিধা করে না, তারই নিত্য অভিজ্ঞতা করে ও বিশ্বাসীদের প্রশংসনীয় ভক্তি বলে তা চিহ্নিত করে, তারা যেন এ মাতৃসহায়তায় সুস্থির হয়ে সেই মধ্যস্থ ও ত্রাণকর্তাকে অধিক ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে।

শ্লোক লুক ১:৪২

℣ হে পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়া, আমরা তোমার কেমন প্রশংসা গান করব?
℟ আকাশমণ্ডল যাঁকে নিজের কোলে ধারণ করতে অক্ষম, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে (আল্লেলুইয়া)।
℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
℟ আকাশমণ্ডল যাঁকে নিজের কোলে ধারণ করতে অক্ষম, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে (আল্লেলুইয়া)।

ধন্যা কুমারী মারীয়া

শনিবারে স্মরণ

প্রথম পাঠ - চলতি শনিবারের ব্যবস্থা

দ্বিতীয় পাঠ - কনস্তান্তিনপলের ধর্মপাল সাধু প্রক্লের উপদেশাবলি **প্রভুর জন্ম, উপদেশ ১-২**

কুমারী-গর্ভে জন্ম নিয়ে মানুষের বন্ধু মানুষ হলেন

ঊর্ধ্বলোকে আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক, কারণ প্রভু আপন জনগণের প্রতি করুণা দেখালেন। হ্যাঁ, *ঊর্ধ্বলোকে আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক,* কারণ আকাশমণ্ডল আদিতে সৃষ্ট হতে হতে আদমও নিষ্কলঙ্ক মাটি থেকে গঠিত হয়ে ঈশ্বরের বন্ধু ও তাঁর আপনজন বলে আবির্ভূত হলেন। *ঊর্ধ্বলোকে আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক,* কারণ আমাদের প্রভুর দেহধারণ গুণে পৃথিবী এখন পবিত্রীকৃত হয়েছে ও মানবজাতি

অলীক প্রতিমা-পূজা থেকে মুক্তি পেয়েছে। *মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক*, কারণ মারীয়ার কুমারী পবিত্রতা গুণে ও তাঁর গর্ভে জাত মানবেশ্বর গুণে হবার ভুল মুছিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্ষমাও করা হয়েছে। প্রাচীন সেই অভিশাপের পরে আদম আজ সেই জঘন্য ও অন্ধকারময় দণ্ড থেকে মুক্তিলাভ করেছেন।

তবে খ্রীষ্ট সেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন যাঁর কাছ থেকে তিনি আপন সঙ্কল্প অনুসারে মাংস ধারণ করলেন: *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন*, আর এর ফলে কুমারী হলেন ঈশ্বরজননী। তবু তিনি এমন জননী যিনি প্রকৃত কুমারী, কারণ মানুষের সংসর্গ ছাড়াই তিনি দেহধারী বাণীকে প্রসব করলেন, ও আপন কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখলেন যাতে তাঁরই অলৌকিক জন্ম প্রকাশ পায় যিনি তাই ইচ্ছা করলেন। তিনি মানবস্বরূপ অনুসারে ঐশবাণীর জননী, কারণ ঐশবাণী তাঁর গর্ভেই মানুষ হলেন, তাঁর গর্ভেই মানব ও ঐশ স্বরূপের মিলন ঘটালেন, ও তাঁর গর্ভ থেকে বের হয়ে জগতের কাছে আবির্ভূত হলেন—এ সমস্ত কিছু তাঁরই প্রজ্ঞা ও ইচ্ছা অনুসারে ঘটল যিনি আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক। পলও এপ্রসঙ্গে বলেন, *পিতৃপুরুষদের কাছ থেকেই দেহধারী খ্রীষ্ট উদ্গত হলেন।*

আর তিনি যেরূপে এখন আছেন, সেইরূপে আগেও ছিলেন, আর সেরূপে হবেন ও সেরূপে হয়ে থাকবেন। তথাপি আমাদের জন্য তিনি মানুষ হলেন। আর মানুষের বন্ধু যে তিনি, মানুষ হলেন—এমন কিছু যা তিনি আগে ছিলেন না। তবু ঈশ্বর হয়ে থেকেও, বিনা পরিবর্তনেই তিনি মানুষ হলেন। অতএব তিনি আমার প্রতি প্রেমের খাতিরেই আমার সদৃশ হলেন, ও তা-ই হলেন যা আগে ছিলেন না—যা ছিলেন, তা কিন্তু তিনি রাখলেন। তিনি মানুষ হলেন ও আমাদের বর্তমান দুর্বলতা ধারণ করলেন যেন আমাদের দত্তকপুত্রত্বের যোগ্য করতে পারেন ও সেই স্বর্গরাজ্য দান করতে পারেন যা পাবার যোগ্যতা কৃপাময় ও করুণাশীল সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টই আমাদের দান করুন, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব, সম্মান ও কর্তৃত্ব কীর্তিত হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

শ্লোক সাম ৭২:৬,১৯; প্রত্যা ২১:৩

প্‌ তিনি নেমে আসবেন তৃণভূমির উপরে বর্ষার মত,
উ আর সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে।
প্‌ দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি হবেন 'তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর',
উ আর সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি   ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, উপদেশ ১

খ্রীষ্টের মাতা ও খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মাতা মারীয়া

মারীয়া একটিমাত্র সন্তানকে প্রসব করলেন যিনি স্বর্গস্থ পিতার পক্ষে যেমন অদ্বিতীয়, মর্তবাসী মাতার পক্ষেও তেমনি অদ্বিতীয়। আর সেই যে অদ্বিতীয়া কুমারী মাতা, যিনি পিতার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রসব করার গৌরবের অধিকারিণী, তিনি তাঁর সেই অদ্বিতীয় পুত্রকে তাঁর সকল অঙ্গের মধ্যে আলিঙ্গন করেন, ও যাদের মধ্যে তাঁর আপন খ্রীষ্টকে ইতিমধ্যে গঠিত ব'লে বা ভাবীকালে গঠিত ব'লে চিনে নেন, তাদেরই মাতা ব'লে অভিহিতা হতে কুণ্ঠিতা নন।

সেই প্রাচীন হবা, যিনি সন্তানদের জন্ম দেবার আগেও তাদের মধ্যে মৃত্যু সঞ্চার করেছিলেন বিধায় মাতার চেয়ে ছিলেন স্নেহহীনা সৎমাতা, তিনি *সকল জীবিতদের জননী* বলে অভিহিতা হয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জীবিতদের ঘাতকাই বলে বা মৃতদেরই জননী বলে অভিহিত করা উচিত, কারণ তাঁর জন্মদান কেবল মৃত্যুদানই ছিল। সুতরাং, 'হবা' নাম যে অর্থ বহন করে, যেহেতু হবা তা বিশ্বস্তভাবে পূর্ণ করতে পারেননি, সেজন্য মারীয়াই সেই রহস্য পূর্ণ করলেন, কারণ যারা জীবনের উদ্দেশে নবজন্ম গ্রহণ করে, তিনিই তাদের মাতা—ঠিক সেই মণ্ডলীর মত, মারীয়াই যার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যে জীবনে সকলে জীবিত, তিনি সেই জীবনের মাতা, কেননা জীবনকে জন্মদান করে তিনি একপ্রকারে তাদেরও জন্মদান করলেন, এ জীবন থেকেই

যাদের জীবিত হওয়ার কথা।

রহস্য-ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের ধন্যা মাতা নিজেকে খ্রীষ্টানদের মাতা বলে স্বীকার করেন বিধায় তাদের প্রতি মাতৃসুলভ যত্ন ও স্নেহ দেখান। তাদের সৎসন্তান বলে গণ্য করে তিনি তাদের প্রতি উদাসীনতা দেখান এমন নয়, কেননা একবারই মাত্র প্রসব করেও তবু তিনি সবসময়ই জননী ছিলেন, এমনকি আপন মাতৃস্নেহের ফলগুলো প্রসব করায় কখনও ক্ষান্ত হননি।

খ্রীষ্টের এক দাস যখন একথা বলতে পারেন যে, *তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট সম্পূর্ণরূপে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত* তিনি নিজ যত্ন ও স্নেহের ভিত্তিতে আপন সন্তানদের জন্মদান করে থাকেন, তখন কতই না মহত্তর কারণে খ্রীষ্টের স্বয়ং মাতাই তা বলতে পারবেন! আর শুধু তা নয়: পল তাদের জন্মদান করেছিলেন সেই সত্য-বাণী প্রচারের মাধ্যমে যে বাণী দ্বারা তারা নবজন্ম নিয়েছিল, কিন্তু মারীয়া স্বয়ং বাণীকে জন্মদান করায়ই তাদের দিব্যতর ও পুণ্যতর ভাবে জন্মদান করলেন। পলে আমি প্রচারকর্মের প্রশংসা করি বটে, তবু মারীয়াতে আমি অধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে জন্মদান-রহস্যেরই প্রশংসা করি।

খ্রীষ্টভক্তরাও মারীয়াকে মাতা বলে স্বীকার করেন, ও প্রকৃত সন্তানসুলভ স্নেহে উদ্দীপিত হয়ে মাতার কোলে শিশুর মত আশ্বাসভরে তাঁর নাম ক'রে সমস্ত প্রয়োজনে ও বিপদে তাঁর আশ্রয় নেয়। এজন্য আমি মনে করি, নবী দ্বারা যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল তা তাদেরই লক্ষ করে, তথা: *তোমার সন্তানেরা বাস করবে তোমার অন্তঃস্থলে* —যদিও এক্ষেত্রে একথা মেনে নিতে হয় যে, বাণীটা প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীকেই লক্ষ করে।

আর এখন আমরা যদি সত্যিকারে পরাৎপরের মাতার আশ্রয়ে বসবাস করি, তবে তাঁর সহায়তায় ঠিক যেন তাঁর পক্ষ-ছায়ায়ই বিশ্রাম করি, ও একদিন তাঁর গৌরবের সহভাগী হয়ে তাঁর কোলে লালিত-পালিত হব। তখন সকলেই মাতার উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলে একসুরে বলে উঠবে: হে পুণ্যময়ী ঈশ্বরজননী, *আনন্দপ্লুত এই আমাদের আবাস তোমারই অন্তঃস্থলে।*

শ্লোক মথি ১:২০,২১; মিখা ৫:৩-৪ দ্রঃ

প্র যাঁকে মারীয়া গর্ভধারণ করলেন, তিনি পবিত্র আত্মা থেকে আগত:
উ তিনি তাঁর আপন জনগণকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন।
প্র তিনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্তই মহান হবেন: তাঁর নাম হবে শান্তি!
উ তিনি তাঁর আপন জনগণকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **সমাধিস্থান ও ক্রুশ, উপদেশ ২**

আদম ও খ্রীষ্ট, হবা ও মারীয়া

তুমি কি সেই চমৎকার বিজয় দেখতে পেয়েছ? তুমি কি ক্রুশের উজ্জ্বল কর্মকীর্তি দেখতে পেয়েছ? আমি কি তোমাকে এর চেয়ে অপরূপ কথা বলতে পারব? লক্ষ কর তিনি কেমন করে জয়লাভ করলেন, তবে আরও বিস্মিত হবে। কেননা শয়তান যে উপায় দ্বারা জয়লাভ করেছিল, খ্রীষ্ট সেই একই উপায় দ্বারা তাকে পরাজিত করলেন; আর শয়তান যে অস্ত্র হাতিয়ার করেছিল, তিনি সেই একই অস্ত্র হাতিয়ার করেই তাকে পরাভূত করলেন। তা কেমন ঘটেছে, তা একটু শোন।

একটি কুমারী, একটি কাষ্ঠ ও মৃত্যুই ছিল আমাদের পরাজয়ের প্রতীক। কুমারীটি ছিলেন সেই হবা যিনি তখনও স্বামীর সঙ্গে ঘর করেননি; কাষ্ঠটা ছিল মঙ্গল-অমঙ্গলের সেই জ্ঞানবৃক্ষ; মৃত্যু ছিল আদমের দণ্ড। আর হঠাৎ দেখ, সেই কুমারী, সেই কাষ্ঠ ও সেই মৃত্যু যা ছিল পরাজয়ের প্রতীক, এখন তাঁরই বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠল। বাস্তবিকই হবার স্থানে মারীয়াই রয়েছেন, মঙ্গল-অমঙ্গলের জ্ঞানবৃক্ষের স্থানে ক্রুশবৃক্ষই রয়েছে, আদমের মৃত্যুর স্থানে খ্রীষ্টেরই মৃত্যু রয়েছে।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আগে যে বিজয়ী হয়েছিল, সে কেমন করে তার নিজেরই উপায় দ্বারা এখন পরাজিত হচ্ছে? সেই বৃক্ষের কাছে শয়তান আদমকে ভূপাতিত করেছিল, ক্রুশবৃক্ষের কাছে খ্রীষ্ট শয়তানকে পরাজিত

করলেন। আর সেই বৃক্ষ পাতালেই মানুষকে নিক্ষেপ করত, কিন্তু এ বৃক্ষ পাতাল থেকে সেই সকলকে ডেকে ফিরিয়ে আনে যারা সেখানে নেমে গেছিল। উপরন্তু, আর একটা বৃক্ষ পরাজিত ও বস্ত্রহীন মানুষকে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এ বৃক্ষ সকলের চোখের সামনে বস্ত্রহীন বিজয়ীকে প্রকাশ করে। আরও, সেই মৃত্যু তাদের সকলকেই আঘাত করেছিল যারা মৃত্যুর আবির্ভাবের পরে জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু এ মৃত্যু তাদেরও পুনরুত্থিত করে, যারা এ মৃত্যুর আবির্ভাবের আগেও জন্ম নিয়েছিল। *কেইবা প্রভুর কর্মকীর্তি বর্ণনা করতে পারে?* আমরা মৃত্যু দ্বারাই অমর হয়ে উঠেছি! এ তো ক্রুশের গৌরবময় কীর্তিকলাপ।

তবে তুমি কি বিজয়ের কথা উপলব্ধি করেছ? বিজয় যে কি প্রকার, তা উপলব্ধি করেছ? এখন একথা শিখে নাও, তথা, কেমন করে এ বিজয় আমাদের বিনা পরিশ্রমে ও বিনা শ্রান্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা তো অস্ত্র রক্তসিক্ত করিনি, সংগ্রামেও পা দিইনি, আহতও হইনি; এমনকি সংগ্রাম দেখতে পর্যন্ত পাইনি, অথচ জয়লাভ করেছি। সংগ্রাম হল প্রভুরই, জয়মালা আমাদের। সুতরাং যেহেতু বিজয় আমাদেরও, সেজন্য এসো, সৈন্যরূপে আমরাও আজ হর্ষধ্বনি তুলে বিজয়ের প্রশংসা ও স্তুতিগান করি। এসো, প্রভুর প্রশংসা করতে করতে বলে উঠি: *মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে। ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?*

এ সমস্ত কিছু হল ক্রুশেরই উজ্জ্বল অবদান: হ্যাঁ, সেই ক্রুশ, যে ক্রুশ হল শয়তানের বিরুদ্ধে উত্তোলিত লুট, পাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র, ও এমন খড়্গ যার আঘাতে খ্রীষ্ট সাপকে বিঁধিয়ে দিলেন; সেই ক্রুশ, যে ক্রুশ হল পিতার ইচ্ছা, অদ্বিতীয় পুত্রের গৌরব, পবিত্র আত্মার আনন্দ, স্বর্গদূতদের মর্যাদা, মণ্ডলীর সহায়তা, পলের গর্ব, পুণ্যজনদের রক্ষা, সমগ্র বিশ্বের আলো।

শ্লোক

প্র যিনি মানুষকে আদি মর্যাদায় নবীকৃত করেন, সেই ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে
উ কুমারী মারীয়া হবা থেকে যেন কাঁটা থেকে গোলাপফুলের মতই জন্ম নিলেন।
প্র ঈশ্বরের শক্তি যেন পাপ মুছিয়ে দেয় ও তাঁর অনুগ্রহ যেন আমাদের দণ্ড ধৌত করে, সেজন্য
উ কুমারী মারীয়া হবা থেকে যেন কাঁটা থেকে গোলাপফুলের মতই জন্ম নিলেন।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান সর্বজাতির আলো ৬৩,৬৫

মারীয়া মণ্ডলীর প্রতীক

যা দ্বারা তিনি মুক্তিসাধক পুত্রের সঙ্গে মিলিতা, সেই ঐশমাতৃত্বের দান ও বিশেষ অধিকার গুণে ও তাঁর বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ ও ভূমিকা গুণেও কুমারী মারীয়া মণ্ডলীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা। সাধু আম্ব্রোজ আগে থেকেও যেভাবে ঘোষণা করতেন, ঈশ্বরজননী হলেন মণ্ডলীর প্রতীক—বিশ্বাস ক্ষেত্রে, ভালবাসা ক্ষেত্রে, ও খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলন ক্ষেত্রে। কেননা কুমারী ও মাতার উজ্জ্বল ও বিশেষ আদর্শ দান ক'রে ধন্যা কুমারী মারীয়া সেই মণ্ডলী-রহস্যে যথেষ্ট অবদান রাখেন, যে মণ্ডলীও মাতা ও কুমারী বলে সঙ্গতভাবেই অভিহিতা। বিশ্বাস ও বাধ্যতা গুণে তিনি নবীনা হবার মত আদিম সাপের উপরে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের দূতের উপরেই সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস রেখে কোন পুরুষ না জেনেই বরং পবিত্র আত্মার ছায়ায় আশ্রিতা হয়ে পৃথিবীতে পিতার আপন পুত্রকে জন্ম দিলেন। তিনি সেই পুত্রকে প্রসব করলেন যাঁকে পিতা *বহুভ্রাতার মধ্যে* তথা সেই ভক্তদেরই মধ্যে *প্রথমজাত পুত্র রূপে* রাখলেন, যাদের জন্ম ও গঠন ব্যাপারে মারীয়া মাতৃস্নেহে সহযোগিতা দান করেন।

এখন, মারীয়ার রহস্যময় পবিত্রতা লক্ষ ক'রে, তাঁর ভালবাসার অনুকরণ ক'রে, ও পিতার ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে পূর্ণ ক'রে মণ্ডলীও ঈশ্বরের বাণী বিশ্বস্তভাবে গ্রহণ ক'রে তাঁর মধ্য দিয়ে মাতা হয়; কেননা বাণীপ্রচার ও দীক্ষাস্নান দ্বারা মণ্ডলী পবিত্র আত্মার প্রভাবে উদ্ভূত ও ঈশ্বর থেকে জাত তার সকল সন্তানকে নব ও অমর জীবনের উদ্দেশে জন্মদান করে। মণ্ডলীও এমন কুমারী, যে বরের প্রতি প্রতিশ্রুত বিশ্বস্ততাকে অক্ষুণ্ণ ও বিশুদ্ধ বলে রক্ষা করে, ও তার আপন ঈশ্বরজননীর অনুকরণ ক'রে পবিত্র আত্মার প্রভাবে সেও নিষ্কলঙ্করূপে বিশ্বাস

অক্ষুণ্ন, আশা দৃঢ় ও ভালবাসা অকপট বলে গেঁথে রাখে।

পরমধন্যা কুমারীর মধ্যে মণ্ডলী যদিও সেই সিদ্ধতা ইতিমধ্যে লাভ করেছে যা গুণে সে *বিনা কলঙ্ক ও বিনা বলিরেখায়* বিদ্যমান, তথাপি খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা এখনও প্রচেষ্টার পর্যায়েই রয়েছে যাতে পাপ জয় করে পবিত্রতায় বেড়ে ওঠে। এজন্য তারা সেই মারীয়ার দিকে চোখ তোলে যিনি মনোনীতদের গোটা সমাজের সামনে সদ্‌গুণাবলির আদর্শ রূপে উদ্ভাসিতা। তাঁর কথা ভক্তিভরে ধ্যান ক'রে ও মানবদেহধারী বাণীর আলোয় তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মণ্ডলী দেহধারণ-মহারহস্যের অধিক গভীরেই শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রবেশ করে, ও অধিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই আপন বরের অনুরূপ হয়ে ওঠে।

কেননা পরিত্রাণের ইতিহাসে গভীরভাবে উপস্থিত হওয়ায় মারীয়া বিশ্বাসের মহা মহা তত্ত্ব নিজের মধ্যে কেমন যেন সংযুক্ত করে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশও করেন, এবং সেগুলোকে প্রচার ক'রে ও উদ্‌যাপন ক'রে তিনি সকল ভক্তকে আপন পুত্রের দিকে, তাঁর আত্মবলিদানের দিকে ও পিতার প্রেমের দিকে আহ্বান করেন। তাই মণ্ডলী খ্রীষ্টের গৌরবের জন্য কর্মরত হয়ে তার আপন উৎকৃষ্ট প্রতীকের অধিক গভীরতরভাবে সদৃশ হয়ে ওঠে, বিশ্বাস আশা ও ভালবাসায় উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে অগ্রসর হয়, ও সবকিছুতেই ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্বেষণ ও পালন করে।

আপন প্রৈরিতিক কর্মেও মণ্ডলী তাঁরই দিকে সঙ্গতভাবে লক্ষ করে যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হয়ে কুমারী অবস্থায় খ্রীষ্টকে জন্ম দিলেন যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ভক্তদের হৃদয়েও তিনি জন্ম নিতে পারেন ও বেড়ে উঠতে পারেন। ধন্যা কুমারীই আপন জীবনে সেই মাতৃস্নেহেরই আদর্শ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ান, যে মাতৃস্নেহে তাদের সকলেরই অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত যারা মানুষকে নবজন্ম দেবার জন্য মণ্ডলীর প্রৈরিতিক কাজে সহযোগিতা দান করে।

শ্লোক

প্র হে কুমারী মারীয়া, তোমার মধ্য দিয়েই বিশ্বাসীদের কাছে আবির্ভূত হল জগতের পরিত্রাণ ;
উ তোমার পুণ্য জীবন মণ্ডলীর গৌরব।
প্র আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমার নাম স্মরণ করি :
উ তোমার পুণ্য জীবন মণ্ডলীর গৌরব।

প্রেরিতদূত

প্রথম পাঠ - *১ করি ১:১৮–২:৫*

প্রেরিতদূতগণ ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের কথা প্রচার করেন

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি।* প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা ঈশ্বরের প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে যখন জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, তখন ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রীষ্টযীশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।*

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

শ্লোক মথি ১০:১৮,১৯,২০

প্র তোমাদের যখন শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তোমরা চিন্তিত হয়ো না:
উ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে (আল্লেলুইয়া)।
প্র তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন:
উ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - *১ করি ৪:১-১৬*

এসো, প্রেরিতদূতের অনুকারী হই
তিনি নিজেই যেমন খ্রীষ্টের অনুকারী

ভ্রাতৃগণ, লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির ধনাধ্যক্ষ বলে মনে করে। এখন,

ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি যে তোমাদের দ্বারা বা মানবীয় কোন বিচার-সভা দ্বারা বিচারিত হই, তা আমার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার; এমনকি আমি নিজেও নিজের বিচার করি না; আমার বিবেক আমাকে ভর্ৎসনা করছে না, একথা সত্য; কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়: প্রভুই আমার বিচারকর্তা। তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছু বিচার করো না, যতদিন না প্রভু আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

ভাইয়েরা, এই সমস্ত কিছু আমি তোমাদের খাতিরেই আমার নিজের ও আপল্লোসের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছি, যেন আমাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা এই শিক্ষা পেতে পার যে, যা লেখা আছে, তার বাইরে যেতে নেই, এবং তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও। কারণ কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি? আর যখন পেয়েছ, তখন কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি? তোমরা, বুঝি, এর মধ্যে পরিতৃপ্ত, এর মধ্যে ধনী হয়েছ! আমাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজাই হয়ে গেছ! আহা, তোমরা যদি সত্যিই রাজা হতে! তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও রাজা হতাম। আসলে আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি। এই যে আমরা, খ্রীষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা দুর্বল, তোমরা বলবান; তোমরা সম্মানের পাত্র, আমরা অসম্মানের বস্তু। এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন হয়ে কষ্টে ভুগছি, আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবরের মত এদিক ওদিক ঘুরতে হচ্ছে, নিজ হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি; অপমান পেয়ে আশীর্বাদ করছি, নির্যাতিত হয়ে সহ্য করছি, অভদ্র কথার বিপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি: আমরা যেন জগতের আবর্জনা, বিশ্বের জঞ্জালই হয়ে রয়েছি—আজও পর্যন্ত!

তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, আমার প্রিয় সন্তান বলে তোমাদের চেতনা দেবার জন্যই আমি এই সমস্ত কিছু লিখছি। কেননা যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়, কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের অনুনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও!

শ্লোক যোহন ১৫:১৫; মথি ১৩:১১,১৬

℣ আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, বন্ধুই বলছি:
℟ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি (আল্লেলুইয়া)।
℣ স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে: তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়।
℟ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প **(পাস্কাকালে)**

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৫:১২-৩২

আদিমণ্ডলীতে প্রেরিতদূতগণ

সেসময়, প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত; তারা সকলে একমন হয়ে সলোমন-অলিন্দে মিলিত হত। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত; এমনকি লোকেরা রাস্তার ধারে ধারে অসুস্থদের এনে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখত, যেন পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই কারও কারও গায়ে পড়ে। আর যেরুসালেমের আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক জড় হতে লাগল, তারা অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত, আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত।

তখন মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদুকি সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের

দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, ‘যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছে এই জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।’ তা শুনে তাঁরা সকালবেলায় মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা এসে মহাসভা, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের সভা ডেকে সমবেত করলেন, এবং তাঁদের আনবার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন।

কিন্তু নিযুক্ত সেই লোকেরা কারাগারে গিয়ে সেখানে তাঁদের পেল না; তাই ফিরে এসে জানাল, ‘আমরা দেখলাম, কারাগার একেবারে ভাল করে বন্ধ করা আছে, দরজায় দরজায় প্রহরীরাও পাহারা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে ভিতরে কাউকে পেলাম না।’ তেমন কথা শুনে মন্দিরপাল ও প্রধান যাজকেরা দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী; ইতিমধ্যে কে যেন একজন এসে তাঁদের জানাল, ‘দেখুন, আপনারা যাদের কারাগারে রেখেছিলেন, সেই লোকেরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকলকে উপদেশ শোনাচ্ছে।’

মন্দিরপাল প্রহরীদের সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, কিন্তু বল প্রয়োগে নয়, কারণ তারা ভয় করছিল হয় তো জনগণ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে। তারা তাঁদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে দাঁড় করালে মহাযাজক তাঁদের জেরা করতে লাগলেন; তিনি বললেন, ‘আমরা এই নামকে কেন্দ্র করে উপদেশ দিতে তোমাদের স্পষ্টভাবেই নিষেধ করেছিলাম; তবু দেখ, তোমরা নিজেদের উপদেশে যেরুসালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং সেই লোকটার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের উপরে চাপাতে চাচ্ছ।’ পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, ‘মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত। একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক’রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপমুক্তি দান করতে পারেন। আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।’

শ্লোক শিষ্য ৪:৩৩,৩১ দ্রঃ

℗ প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন:
℟ তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।
℗ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন:
℟ তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠ বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে।

একাধিক সাক্ষ্যমর

প্রথম পাঠ - রো ৮:১৮-৩৯

খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে কিছুই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না

ভ্রাতৃগণ, আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বর-সন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বর-সন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। কারণ প্রত্যাশায় আমরা ইতিমধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।

একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন।

আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন, তাদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রীষ্টযীশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। তাই খ্রীষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে:

তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে;
আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য!

কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

শ্লোক লুক ৬:২৭; মথি ৫:৪৪-৪৫,৪৮

প্র তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর, যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,

উ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার (আল্লেলুইয়া)।

প্র এক্ষেত্রে তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে, যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই,

উ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার (আল্লেলুইয়া)।

***বিকল্প* (তপস্যাকাল)**

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৩:১-১৫

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল;
আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরত্বেই পরিপূর্ণ।
সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন,
তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।
ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।
যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।
কিন্তু ভক্তিহীনেরা তাদের ভাবনার জন্য শাস্তি পাবে,
কারণ তারা ধার্মিককে তুচ্ছ করেছে, প্রভুকে ত্যাগ করেছে।
হ্যাঁ, দুর্ভাগাই তারা, যারা প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞা করে,
তাদের প্রত্যাশা শূন্য, তাদের পরিশ্রম বৃথা,
তাদের যত কর্ম ফলহীন।
তাদের বধূরা নির্বোধ,
তাদের সন্তানেরা ধূর্ত,
তাদের বংশধরেরা অভিশপ্ত।
সুখী সেই বন্ধ্যা, যার কলুষ হয়নি,
পাপময় শয্যা যে জানেনি;
প্রাণদের পরিদর্শনের সেই দিনে সে তার আপন ফল পাবে।

সুখী সেই নংপুরুষ, যার হাত অপকর্ম করেনি,
প্রভুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ যার অন্তরে স্থান পায়নি ;
তার বিশ্বস্ততার জন্য সে বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হবে,
প্রভুর মন্দিরে তার থাকবে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় অংশের অধিকার।
কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়,
অক্ষয়ই সদ্বিবেচনার মূল !

শ্লোক এফে ৪:৫ দ্রঃ

℣ হে পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দ, তোমরা গৌরবময় রক্ত দান করেছ ; জীবনে খ্রীষ্টের অনুগামী হয়ে, মৃত্যুতেও তাঁর অনুসরণ করেছ :

℟ এজন্যই তোমাদের জয়মালা দেওয়া হয়েছে।

℣ এক-আত্মা তোমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, এক-বিশ্বাস তোমাদের সুস্থির করে রেখেছে :

℟ এজন্যই তোমাদের জয়মালা দেওয়া হয়েছে।

***বিকল্প* (পাস্কাকাল)**

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৭:৯-১৭

মনোনীতদের সেই বিরাট জনতা

আমি, যোহন, লক্ষ করলাম, আর দেখ, প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুর-পাতা হাতে করে তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছে: 'সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ।'

তখন যে সকল স্বর্গদূত সিংহাসন ঘিরে প্রবীণদের ও চার প্রাণীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন : 'আমেন ! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন !'

তখন প্রবীণদের একজন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল ?' আমি তাঁকে বললাম : 'প্রভু আমার, আপনিই তা জানেন।' তখন তিনি আমাকে বললেন : 'এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে ; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। *তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না ; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না*, কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই *হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবনজলের উৎসভূমিতে।* আর স্বয়ং ঈশ্বর *তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল।*'

শ্লোক প্রজ্ঞা ১০:১৭-২০ দ্রঃ

℣ প্রভু, তোমার পুণ্যজনেরা অপরূপ এক পথে চলেছেন ; তোমার বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে নিরাপদেই পেরিয়ে গেছেন :

℟ লালরক্ত সাগরে তাঁরা প্রতিশ্রুত দেশের দিকে নিরাপদ পথ পেয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

℣ তাঁরা এখন তোমার বিজয়ী পরাক্রমের স্তুতিগান করেন, ও তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করেন :

℟ লালরক্ত সাগরে তাঁরা প্রতিশ্রুত দেশের দিকে নিরাপদ পথ পেয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

খ্রীষ্টের সৈন্যের জন্য মৃত্যু নেই, জয়মালাই রয়েছে

প্রিয় ভাই, আমি আপনার কাছে আমার কোন লেখা সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাতে পারিনি, কারণ এ মণ্ডলীর যাজকবর্গের মধ্যে কেউই কোথাও যেতে পারছিলেন না, যেহেতু সকলেই নির্যাতনের ঝড়ের মধ্যেই ছিলেন—এমন নির্যাতন কিন্তু যা স্বর্গে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তীর্ণ হতে তাঁদের আন্তরিকভাবে অধিক প্রস্তুত পেয়েছে।

এখন আপনাকে জানাচ্ছি সেই সমস্ত খবরাখবর যা আমার হাতে রয়েছে। যে দূতদের আমি রোমে প্রেরণ করেছিলাম তারা যেন আমার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত—সেই সিদ্ধান্ত যে প্রকারেরই হোক না কেন—ভালমত জেনে তা আমাকে জানায়, (যাতে করে চারদিকে বিস্তারিত সেই সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত ধারণা ও কল্পনার সমাপ্তি ঘটে), সেই সকল দূত রোম থেকে ফিরে এসেছে। আর এবিষয়ে যথার্থভাবে প্রমাণিত সত্য এরূপ :

সম্রাট ভালেরিয়ানুস প্রবীণদের সভার কাছে নিজ জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন, যা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ধর্মপাল, পুরোহিত ও পরিসেবকদের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। উপরন্তু, প্রবীণদের সভার খ্রীষ্টান সদস্য, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব, ও তাঁরা যাঁদের উপাধি 'রোমীয় অশ্বারোহী', তাঁদের পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হোক, বাজেয়াপ্তও করা হোক। বাজেয়াপ্তির পরেও তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম স্বীকারে স্থির থাকলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। সম্ভ্রান্ত বংশের সকল খ্রীষ্টান মহিলাকে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া হোক। সাম্রাজ্যের যে সকল কর্মচারী খ্রীষ্টধর্ম আগেই স্বীকার করেছেন বা এখন স্বীকার করছেন, তাঁদেরও একইপ্রকারে বাজেয়াপ্ত করা হোক; তারপরে তাঁদের গ্রেপ্তার করার পর সাম্রাজ্যের নানা সম্পদে নিযুক্ত দাসের তালিকায় তাঁদের তালিকাভুক্ত করা হোক।

তেমন বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ভালেরিয়ানুস একটা পত্রও যুক্ত করেছেন যা তিনি প্রদেশপালদের কাছে পাঠিয়েছেন—পত্রটির বিষয়বস্তু এই আমি। আমি দিনে দিনে এ পত্রের অপেক্ষায় আছি, এমনকি বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত ও বলীয়ান হয়ে আমি আমার প্রত্যাশায় পত্রটি কেমন যেন দ্রুতগামীই করতে ইচ্ছা করি। সাক্ষ্যমরণের সামনে আমার সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট: আমি সাক্ষ্যমরণের প্রতীক্ষায় আছি এ আস্থায় পূর্ণ হয়ে যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও দানশীলতার কাছ থেকে আমি অনন্ত জীবনের জয়মালা গ্রহণ করব।

আপনাদের অবগত করছি যে, ৬ই আগস্টে সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গে চারজন পরিসেবক কবরস্থানের এলাকায় থাকাকালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছেন। রোম কর্তৃপক্ষ এ নিয়ম পালন করছে যে, যাদের খ্রীষ্টান বলে অভিযুক্ত করা হয়, তাদের বিচারদণ্ড ভোগ করতে হবে ও রাজ-তহবিলের উপকারিতায় তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। যাচ্‌না করি, যা কিছু জানিয়েছি তা যেন অন্য ধর্মপাল-সহভ্রাতাদের অবগতিতে আনা হয়, যেন তাঁদের চেতনা-বাণী দ্বারা আমাদের মণ্ডলীকে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উদ্দেশে অধিক উত্তমরূপে উৎসাহিত ও প্রস্তুত করা যেতে পারে। এ এমন উদ্দীপনা জাগাবে যাতে মানুষ মৃত্যুর চেয়ে অমরত্বেরই মঙ্গল অধিক শ্রেয় গণ্য করে, উদ্দীপ্ত বিশ্বাসে ও বীরসুলভ দৃঢ়তায় প্রভুর প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে, এবং নিজ বিশ্বাস-স্বীকারের চিন্তাকে ভয় করার চেয়ে বরং যেন ভালইবাসে। ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের সৈন্যেরা ভালমতই জানে যে, তাদের আত্মোৎসর্গ মৃত্যুর চেয়ে বরং জয়মালা।

শ্লোক ২ করি ৪:১১; সাম ৪৪:২৩ দ্রঃ

℟ আমরা যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,
℣ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।
℟ প্রভুর খাতিরেই তো আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য,
℣ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

প্রথম পাঠ - ২ করি ৪:৭–৫:৮

সাক্ষ্যমরদের মধ্যে ঈশ্বরের পরাক্রম প্রকাশিত

এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না; নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

তথাপি আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যা বিষয়ে লেখা আছে: *আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি,* আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি, সচেতন হয়ে যে, প্রভু যীশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন। হ্যাঁ, সবই তোমাদের জন্য, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরও অপর্যাপ্ত হয়ে উঠে বেশি বেশি মানুষের মুখে আরও বেশি ধন্যবাদ-স্তুতির কারণ হয়ে ওঠে—ঈশ্বরের গৌরবার্থে।

এজন্যই আমরা নিরুৎসাহ হই না; আর যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে। বস্তুত আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও অতি গুরুভার সঞ্চয় জমিয়ে রাখছে, যেহেতু আমরা দৃশ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।

আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত। বাস্তবিকই আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন এই বর্তমান দেহের উপরে স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি—অবশ্য যদি দেখা যায় যে, আমরা ইতিমধ্যে একেবারে বস্ত্রহীন না হয়ে বরং পরিবৃত অবস্থায়ই আছি। আর আসলে এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি, কারণ চাচ্ছি না, আমাদের এই সজ্জা ফেলে দেওয়া হোক, কিন্তু চাচ্ছি, তার উপরে ওই অন্য সজ্জাটা পরিয়ে দেওয়া হোক, যেন যা মরণশীল তা জীবনেই কবলিত হয়। এমনটি হবার জন্য ঈশ্বর নিজেই আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। তাই সর্বদাই গভীর ভরসা রেখে এবং একথা জেনে যে, যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

শ্লোক মথি ৫:১১,১২,১০

প্ তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে।
উ আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)।
প্ ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
উ আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প (তপস্যাকালে)

প্রথম পাঠ - সিরা ৫১:১-১২

ঈশ্বরের গুণকীর্তন, যিনি তাঁর আপনজনদের ক্লেশ থেকে উদ্ধার করেছেন

হে প্রভু, হে রাজন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব,
হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব ;
কারণ তুমিই হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়,
তুমিই বিনাশ থেকে, নিন্দাভরা জিহ্বার ফাঁদ থেকে,
মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ থেকে আমার দেহের মুক্তি সাধন করলে।
যারা চারদিকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
তাদের সামনে তুমি আমার সহায় হলে, আমার মুক্তি সাধন করলে
—তোমার মহাদয়া ও তোমার মহানামের খাতিরে—
তাদের কবল থেকে, যারা আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত ছিল,
তাদের হাত থেকে, যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল,
সেই বহু সঙ্কট থেকে, যাতে আমি ভুগছিলাম,
সেই শ্বাসরোধক অগ্নিশিখা থেকে, যা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
সেই আগুনের মধ্য থেকে, যা আমি জ্বালাইনি,
গভীরতম পাতাল-গর্ভ থেকে,
অশুচি জিহ্বা ও মিথ্যা অভিযোগ থেকে—
হ্যাঁ, রাজার কানে অন্যায়কারী জিহ্বার একটা অভিযোগ এসেছিল ;
আমার প্রাণ তখন ছিল মৃত্যুর সন্নিকট,
আমার জীবন ছিল পাতালদ্বারে উপস্থিত।
আমি সবদিক দিয়ে আক্রান্ত ছিলাম, আমার সহায়তা করতে কেউই ছিল না ;
সাহায্যের জন্য মানুষের দিকে তাকালাম—কেউই ছিল না !
প্রভু, আমি তখন তোমার বহুবিধ দয়ার কথা স্মরণ করলাম,
স্মরণ করলাম তোমার সেই সমস্ত কর্মকীর্তি, যা অনাদিকালীন,
কারণ যারা ধৈর্যশীল হয়ে তোমার উপর প্রত্যাশী, তাদের তুমি উদ্ধার কর,
ও শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ কর।
তখন এই পৃথিবীর বুক থেকে আমার মিনতি ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলাম ;
মৃত্যু থেকে নিস্তার যাচ্‌না করলাম।
আমি প্রভুকে ডাকলাম, আমার প্রভুর পিতাকে ডাকলাম,
সঙ্কটকালে, গর্বিতদের সেই দিনগুলিতে যখন আমরা অসহায়,
তিনি যেন আমাকে ছেড়ে না যান।
আমি অবিরত তোমার নামের প্রশংসা করব,
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব।
আমার মিনতি পূর্ণ হল ;
কেননা তুমি সর্বনাশ থেকে আমার পরিত্রাণ সাধন করলে,
সেই অশুভ কালের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলে।
তাই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, তোমার প্রশংসাগান করব,
এবং প্রভুর নাম ধন্য বলব।

শ্লোক সিরা ৫১:১-২; সাম ৩১:৮ দ্রঃ

প্রঃ হে প্রভু, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব:
উঃ তুমিই তো হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়।
প্রঃ আমি তোমার অনুগ্রহের জন্য অনুক্ষণ আনন্দ করব:
উঃ তুমিই তো হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়।

বিকল্প (পাস্কাকালে)

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৭:৯-১৭

মনোনীতদের সেই বিরাট জনতা

আমি, যোহন, লক্ষ করলাম, আর দেখ, প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুর-পাতা হাতে করে তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছে: 'সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ।'

তখন যে সকল স্বর্গদূত সিংহাসন ঘিরে প্রবীণদের ও চার প্রাণীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন: 'আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!'

তখন প্রবীণদের একজন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল?' আমি তাঁকে বললাম: 'প্রভু আমার, আপনিই তা জানেন।' তখন তিনি আমাকে বললেন: 'এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। *তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না,* কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই *হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবনজলের উৎসভূমিতে।* আর স্বয়ং ঈশ্বর *তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল।'*

শ্লোক প্রত্যা ২:১০,১১; সিরা ৪:২৮

প্রঃ তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব।
উঃ যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।
প্রঃ সত্যের পক্ষে মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম কর, তবে প্রভু ঈশ্বর তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন:
উঃ যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩২৯:১-২**

সত্যিই মূল্যবান সেই সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু
যা খ্রীষ্টের মৃত্যুমূল্যে কেনা হয়েছে!

যাঁদের জন্য মণ্ডলী সর্বত্রই প্রস্ফুটিত, সেই পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দের এতই গৌরবময় কর্মকীর্তির জন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কতই না সত্যাশ্রয়ী সেই বাণী যা আমরা এইমাত্র গান করেছি: *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু;* হ্যাঁ, সেই মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিতে মূল্যবান, তাঁরও দৃষ্টিতে মূল্যবান যাঁর নামের খাতিরে সেই মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু এ সমস্ত মৃত্যুর মূল্য হচ্ছে কেবল একজনেরই মৃত্যু। কতগুলো মৃত্যুই না কিনেছেন সেই একজনমাত্র,

যিনি নিজে না মরলে গমের সেই দানার বহুবৃদ্ধি হত না! তোমরা তাঁর সেই বাণী শুনেছ যা তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে যেতে যেতে, অর্থাৎ আমাদের মুক্তিকর্ম সাধনের দিকে যেতে যেতে উচ্চারণ করেছিলেন: *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।*

বাস্তবিকই তিনি ক্রুশের উপরে এক মহা ক্রয়কর্ম সাধন করলেন; সেই ক্রুশের উপরেই আমাদের পক্ষে মুক্তিমূল্য ব্যয় করলেন, কেননা তাঁর পাশ সৈন্যের বর্শার আঘাতে খুলে গেলে তা থেকে সারা বিশ্বের মুক্তিমূল্য নির্গত হল।

তখন ভক্ত ও সাক্ষ্যমর উভয়কেই কেনা হল, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হল: রক্তই তার সাক্ষী। তাঁদের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছিল, তাঁরা তা মিটিয়ে দিলেন, তাতে ধন্য যোহনের এ বাণী পূর্ণ করলেন: *খ্রীষ্ট যেমন আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, আমাদেরও তেমনি ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।*

অন্যত্র লেখা রয়েছে: *তুমি মহাভোজে আসন নিয়েছ; তোমার সামনে যা যা পরিবেশন করা হল, তা ভাল মত বিবেচনা কর, কেননা তোমাকেও সেরূপ ভোজের আয়োজন করতে হবে।* সেটিই হচ্ছে মহাভোজটি, যে ভোজে ভোজকর্তা নিজেই খাদ্য। এমন কেউই নেই যে নিজেকে দিয়েই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ান: খ্রীষ্ট প্রভু ঠিক তাই করেন, তিনিই নিমন্ত্রণকারী, আবার তিনিই খাদ্য ও পানীয়। সাক্ষ্যমরেরা জানতেন তাঁদের কী খেতে ও পান করতে হবে, যেন সেরূপ প্রতিদান দিতে পারেন।

কিন্তু প্রথমে যিনি মূল্য দিয়েছেন, তিনি যদি প্রতিদান দেওয়ার মত বস্তুটা না দিতেন, তবে কেমন করে তাঁরা সেরূপ প্রতিদান দিতে পারতেন? এজন্য আমরা যা গান করেছি *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু*, এই সামসঙ্গীতও দেওয়া বিষয়ে কী চেতনা দেয়?

প্রাচীনকালের মানুষ তা-ই বিচার-বিবেচনা করেছিল যা প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিল; অর্থাৎ সেই মানুষ সেই সর্বশক্তিমানের অসংখ্য অনুগ্রহদানগুলির দিকে চেয়ে দেখল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সে পথভ্রষ্ট হলে যিনি তার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, তার সন্ধান পেয়ে যিনি তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করেছিলেন, সে নিজ দুর্বল শক্তিতে সংগ্রাম করতে করতে যিনি তাকে সহায়তা করেছিলেন, সে বিপদে পতিত হলে যিনি নিজেকে ফিরিয়ে নেননি, তাকে জয়মালায় ভূষিত করেছিলেন ও পুরস্কার স্বরূপ নিজেকেই দান করেছিলেন। প্রাচীনকালের মানুষ এ সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে বলে উঠেছিল: *আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব? পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরব।*

কোন্ পাত্রের কথা বলা হচ্ছে? যন্ত্রণাভোগের সেই তিক্ত ও পরিত্রাণদায়ী পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে; সেই পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে যা চিকিৎসক প্রথম পান না করলে রোগপীড়িত মানুষ কখনও স্পর্শ করতে সাহস করত না! হ্যাঁ, সেই পানপাত্র ঠিকই তাঁর যন্ত্রণাভোগ; আর একথা আমরা স্বয়ং খ্রীষ্টের বাণীতেই প্রমাণিত দেখতে পাই, কেননা তিনি বললেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরিয়ে দাও।*

এ পাত্র বিষয়ে সাক্ষ্যমরেরা বললেন, *পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে আমি করব প্রভুর নাম।* আচ্ছা, তোমার কি ভয় হচ্ছে তুমি পারবে না? না, আমি সে ভয় করি না। কেন? কারণ আমি প্রভুর নাম করব। সাক্ষ্যমরেরা কেমন করে জয়ী হতে পারবেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই যদি না জয়ী হতেন যিনি বলেছেন, *আনন্দে মেতে ওঠ, আমি জগৎকে জয় করেছি?* স্বর্গরাজ তাঁদের অন্তর ও তাঁদের জিহ্বা চালিত করছিলেন, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শয়তানকে জয় করছিলেন ও স্বর্গে সাক্ষ্যমরদের মাল্যভূষিত করছিলেন। আহা, যাঁরা এভাবেই এ পাত্রে পান করেছেন, তাঁরা ধন্য! তাঁরা নিজেদের দুঃখকষ্টের সমাপ্তি দেখেছেন ও স্বর্গীয় সম্মান গ্রহণ করেছেন।

প্রিয়জনেরা, উদ্বুদ্ধ হও! চোখে যা দেখতে পাও না তা অন্তরে ও প্রাণে বিচার-বিবেচনা করে থাক, তবেই দেখতে পাবে যে, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।*

শ্লোক ২ তি ৪:৭-৮; ফিলি ৩:৮,১০ দ্রঃ

℟ আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছি:
℣ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

৵ খ্রীষ্টযীশুকে জানা, তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানা, আর এভাবে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হওয়া আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি:
৺ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

পোপ বা ধর্মপাল

প্রথম পাঠ - তীত ১:৭-১১; ২:১-৮

ধর্মপালের গুণাবলি ও কর্তব্য বিষয়ে
সাধু পলের বাণী

প্রিয়তম, ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক; আর এও আবশ্যক, তিনি যেন উদ্ধত স্বভাবের মানুষ না হন, উগ্র প্রকৃতির মানুষও নন, পানাসক্তও নন, হিংসাপরায়ণও নন, অর্থলোভীও নন; তাঁকে বরং হতে হবে অতিথিপরায়ণ, যা কিছু মঙ্গলকর তার সমর্থক, আত্মসংযমী, ধর্মপরায়ণ, পুণ্যবান, জীতেন্দ্রিয়; তাঁকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সেই বিশ্বাসযোগ্য বাণী আঁকড়ে ধরে থাকেন যা পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষার অনুরূপ, যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

কেননা অনেকে আছে, বিশেষভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে, যারা অদম্য ও বাচাল স্বভাবের মানুষ, এবং লোকদের মনও ভোলাতে সচেষ্ট। তেমন লোকদের মুখ বন্ধ করা চাই! কারণ হীন লাভের খাতিরে তারা অনুচিত শিক্ষা দিতে দিতে কতগুলো ঘর না একেবারে দিশেহারা করে তোলে।

তুমি কিন্তু যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও। বৃদ্ধদের মিতাচারী, শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য, আত্মসংযমী, ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও নিষ্ঠতায় স্থিতমূল হওয়া উচিত। তেমনি বৃদ্ধাদের আচার-ব্যবহার যেন ভক্তজনের যোগ্য হয়; তাঁরা যেন পরচর্চা না করেন, পানাসক্তির দাসী না হন, বরং সদাচরণ শেখাতে যোগ্য, যুবতী বধূদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসায় গড়ে তুলতে পারেন; আরও, বধূদের আত্মসংযতা, সচ্চরিত্রা, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী, সহৃদয়া ও স্বামীর অনুগতা হতে শেখান, এভাবে যেন ঈশ্বরের বাণী নিন্দার বস্তু না হয়।

তেমনি যুবকদেরও আত্মসংযত হতে চেতনা দাও; সবকিছুতে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও; ধর্মশিক্ষা দানে সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার যোগ্য হও; তোমার ভাষাও যেন যথার্থ ও অনিন্দনীয় হয়, যেন যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা সকলেই আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

শ্লোক শিষ্য ২০:২৮; ১ করি ৪:২

প্র আপনারা সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন,
উ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন (আল্লেলুইয়া)।
প্র ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,
উ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন (আল্লেলুইয়া)।

পোপ বা ধর্মপাল (তপস্যাকালে)

প্রথম পাঠ - ১ থে ২:১-১৩,১৯-২০

আমাদের শ্রমের কথা তোমাদের মনে আছে

ভাই, তোমরা নিজেরাই ভাল জান, তোমাদের মধ্যে আমাদের সেই যাওয়াটা ব্যর্থ হয়নি; বরং ফিলিপ্পিতে আগে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার ও অপমান ভোগ করার পর—কথাটা তোমরা জান—আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, যিনি আমাদের হৃদয় যাচাই করেন, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

তোমরা তো জান, আমরা তোষামোদের কোন কথা কখনও উচ্চারণ করিনি, স্বার্থপর লোভের চিন্তায়ও কখনও লিপ্ত হইনি—স্বয়ং ঈশ্বর একথার সাক্ষী। মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা পাবার চেষ্টাও করিনি, তোমাদের কাছ থেকেও নয়, অন্যদের কাছ থেকেও নয়, যদিও খ্রীষ্টের প্রেরিতদূত হিসাবে আমাদের অধিকারের ভার প্রয়োগ করতে পারতাম। বরং মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করেন, তোমাদের মধ্যে আমরা তেমনি স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম; তোমাদের প্রতি তেমন স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমরা ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম, কারণ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে!

ভাই, তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমাদের পরিশ্রম ও কষ্টের ভার: তোমাদের কারও বোঝা যেন না হই, আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। তোমরা নিজেরা ও স্বয়ং ঈশ্বরও এবিষয়ে সাক্ষী যে, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন পুণ্যময়, ধর্মসম্মত ও অনিন্দনীয় ছিল। তোমরা তো জান, পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি করেন, তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেককে চেতনা দিয়েছি, উৎসাহ দিয়েছি, সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়েছি, যেন তোমরা ঈশ্বরেরই যোগ্য জীবন আচরণ কর, যিনি নিজের রাজ্যে ও গৌরবে তোমাদের আহ্বান করছেন।

আর এজন্যই আমরা অবিরত ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি, কেননা আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে; তা ঈশ্বরেরই বাণী বটে, যে বাণী, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে সক্রিয়।

আসলে, আমাদের প্রভু যীশুর আগমনের সময়ে, তাঁর সাক্ষাতে, তোমরাই ছাড়া আমাদের আর কী প্রত্যাশা, কী আনন্দ, কী গর্বের মুকুট হতে পারবে? হ্যাঁ, তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ।

শ্লোক শিষ্য ২০:২৮; ১ করি ৪:২

℟ আপনারা সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন,
℣ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমন্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত
দ্বারা কিনেছেন।
℟ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,
℣ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমন্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত
দ্বারা কিনেছেন।

পোপ বা ধর্মপাল (পাস্কাকালে)

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২০:১৭:৩৬

এফেসস মণ্ডলীর প্রবীণবর্গের কাছে পলের চেতনা-বাণী

সেসময়, মিলেতস থেকে তিনি এফেসসে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে আনলেন। তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'আপনারা জানেন, এশিয়ায় আমার আসার প্রথম দিন থেকে আমি কিভাবে আপনাদের মধ্যে বরাবর দিন কাটিয়েছি: আমি সম্পূর্ণ মনের বিনম্রতায় ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে, ইহুদীদের পাতা ষড়যন্ত্রের নানা পরীক্ষার মধ্য থেকে প্রভুর সেবা করে এসেছি। আপনারা জানেন, যেন সকলের উপকার হয় আমি কোন কিছু করতে কখনও দ্বিধা করিনি; সকলের সামনে ও ঘরে ঘরে আমি প্রচার করেছি ও সদুপদেশ দিয়েছি; ইহুদী ও গ্রীক উভয়েরই কাছে আমি ঈশ্বরের দিকে মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখেছি। এখন দেখুন, আমি আত্মা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যেরুসালেমে যাচ্ছি; সেখানে আমার কি কি ঘটবে, তা জানি না। একথাই মাত্র জানি: পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, শেকল ও উৎপীড়ন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়তে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবা-দায়িত্ব প্রভু যীশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য

দেব না।

দেখুন, আমি জানি, যাদের মধ্যে আমি ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কথা প্রচার করে এসেছি, সেই আপনারা সকলে আমার মুখ আর দেখতে পাবেন না; এজন্য আমি আজ ঘোষণা করছি যে, কারও বিনাশের জন্য আমি দায়ী হব না, কারণ আপনাদের কাছে ঈশ্বরের গোটা সঙ্কল্প জ্ঞাত করায় আমি কখনও পিছিয়ে যাইনি। আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। আমি জানি, আমার চলে যাওয়ার পর শিকার-ললুপ নেকড়ে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তারা পালকে রেহাই দেবে না। আপনাদের মধ্য থেকেও কয়েকটা লোক উঠে শিষ্যদের নিজেদের পিছনে আকর্ষণ করার জন্য নানা বিরোধী কথা প্রচার করবে। সুতরাং জেগে থাকুন; মনে রাখুন, আমি তিন বছর ধরে দিনরাত প্রত্যেককে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চেতনা দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হইনি।

এখন আমি প্রভুর কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে আপনাদের সঁপে দিচ্ছি; তাঁর অনুগ্রহই তো আপনাদের গেঁথে তুলতে সক্ষম, ও সকল পবিত্রিতজনের মধ্যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করতেও সক্ষম। আমি কারও রুপো বা সোনা বা পোশাক পেতে কখনও আকাঙ্ক্ষা করিনি। আপনারা নিজেরাই তো জানেন, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমার এই দু'টো হাত কাজ করেছে। আমি যে কোন উপায়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে, এভাবে পরিশ্রম করেই দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে—সেই প্রভু যীশুর বাণী মনে রেখে, যিনি নিজে বলেছেন, পাওয়ার চেয়ে দেওয়ারই মধ্যে বেশি সুখ।'

একথা বলে তিনি সকলের সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক শিষ্য ২০:২৮; ১ করি ৪:২

প্ আপনারা সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন,
উ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন (আল্লেলুইয়া)।
প্ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,
উ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন (আল্লেলুইয়া)।

পুরোহিত

প্রথম পাঠ - ১ তি ৫:১৭-২২; ৬:১০-১৪

পুরোহিত ও ঈশ্বরের মানুষের শুভ সংগ্রাম

প্রিয়তম, যে প্রবীণেরা নিজেদের কর্মদায়িত্ব উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো উচিত; কারণ শাস্ত্র বলে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না,* আরও, *যে কর্মী, সে নিজের মজুরির যোগ্য। দু'জন বা তিনজন সাক্ষী* না থাকলে তুমি কোন প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করো না। যাঁরা অপরাধী বলে প্রমাণিত, সকলের সামনে তাঁদের ভর্ৎসনা কর, যেন অন্য সকলেও ভয় পান। ঈশ্বরের, খ্রীষ্টযীশুর ও তাঁর মনোনীত দূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তুমি এই সকল নিয়ম-বিধি নিরপেক্ষ ভাবেই পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না।

কারও উপরে হাত রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ো না, যেন পরের পাপের অংশী না হও। নিজের পুণ্যময়তা রক্ষা কর।

অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

কিন্তু তুমি ঈশ্বরের মানুষ বলে এই সবকিছু থেকে দূরে পালাও। ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠতা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য। বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক, যা পেতে তুমি আহূত হয়েছ ও যার খাতিরে অনেক সাক্ষীর সামনে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছিলে। সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পোন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রীষ্টযীশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের দিন পর্যন্ত তুমি আজ্ঞাটি কলঙ্কহীন ও অনিন্দনীয় রক্ষা কর।

শ্লোক ১ করি ৪:১-২; প্রবচন ২০:৬ দ্রঃ

প্র লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির ধনাধ্যক্ষ বলে মনে করে।
উ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।
প্র অনেকেই নিজ নিজ সাধুতার কীর্তন করে, কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?
উ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ১ পি ৫:১-১১

পালকদের ও ভক্তদের স্বীয় স্বীয় কর্তব্য

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

তেমনি ভাবে, হে যুবকেরা, তোমরা প্রবীণদের অনুগত হও। তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও, কারণ *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।*

তাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ, যেন যথাসময় তিনি তোমাদের উন্নীত করেন। *তোমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার* তাঁর উপরেই *ছেড়ে দাও*, কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে। বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তাকে প্রতিরোধ কর, একথা জেনে যে, জগৎসংসার জুড়ে তোমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘও একই রকম দুঃখযন্ত্রণা বহন করছে।

আর সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শ্লোক ১ করি ৪:১-২; প্রবচন ২০:৬

প্র লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির ধনাধ্যক্ষ বলে মনে করে।
উ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।
প্র অনেকেই নিজ নিজ সাধুতার কীর্তন করে, কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?
উ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্ট পিতরে যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা এখনও বলবৎ রয়েছে

প্রিয়জনেরা, আমরা অনুভব করছি যে, আমাদের সেবাকর্মের সম্পাদনে আমরা দুর্বল ও অপ্রতুল, কেননা যখন তৎপরতা ও সদাগ্রহের সঙ্গে কিছু করতে ইচ্ছা করি, তখন আমাদের নিজেদের স্বভাবের ভঙ্গুরতা দ্বারাই মন্থর হয়ে পড়ি। তথাপি যেহেতু আমাদের আছে সেই সর্বশক্তিমান ও সনাতন মহাযাজকেরই অবিরাম প্রসন্নতা, যিনি আমাদের সদৃশ ও পিতার সমতুল্য হওয়ায় ঈশ্বরত্বকে মানবতা পর্যন্তই নমিত করলেন ও মানবতা ঈশ্বরত্ব পর্যন্ত উন্নীত করলেন, সেজন্য তিনি যে ব্যবস্থা স্থির করেছেন, তাতে আমরা যোগ্যরূপে ও ধর্মসম্মতভাবে আনন্দ বোধ করি; কেননা যদিও তিনি আপন মেষগুলোর সেবাযত্ন বহু পালকের হাতে ন্যস্ত করেছেন, তবু প্রিয় পালের রক্ষার দায়িত্ব আদৌ ছেড়ে দেননি।

তাঁর সনাতন ও কার্যকর সহায়তা থেকে আমরা সেই প্রৈরিতিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পেয়েছি, যা তাঁর সহায়তা থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি; আর সেই ভিত্তির দৃঢ়তা যার উপরে গোটা মন্ডলী গেঁথে রয়েছে, তাও মন্দিরের ভারের দরুন কখনও অটল হয় না।

কেননা প্রেরিতদূতদের প্রধানের মধ্যে যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রশংসিত হয়েছে, তা চিরস্থায়ী; আর খ্রীষ্ট বিষয়ে পিতর যা বিশ্বাস করেছেন তা যেমন বলবৎ থাকে, খ্রীষ্ট পিতরে যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাও তেমনি বলবৎ থাকে। সুতরাং, সত্যের সুব্যবস্থা বলবৎ থাকে, ও ধন্য পিতর প্রস্তরের গৃহীত দৃঢ়তায় নিষ্ঠাবান হয়ে মণ্ডলীর যে হাল তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে তা ছাড়েন না।

বাস্তবিকই তিনি সকলের উপরে অধিষ্ঠিত হলেন যেন প্রস্তর বলে অভিহিত হওয়ায়, ভিত্তি বলে ঘোষিত হওয়ায়, স্বর্গরাজ্যের দ্বাররক্ষক পদে নিযুক্ত হওয়ায়, ও এমন রায়ের সঙ্গেই বেঁধে রাখা ও মুক্ত করার বিচারক হওয়ায় যা স্বর্গেও সর্বদাই স্বীকৃত, আমরা যেন স্বীকার করি যে, তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত।

তিনি এখন ন্যস্ত কাজ অধিক তৎপরতা ও কার্যকারিতার সঙ্গেই চালিয়ে যান, এবং যে ভূমিকায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই ভূমিকার বিবিধ দিক তাঁরই মধ্যে ও তাঁরই সঙ্গে সম্পাদন করে থাকেন যিনি তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন।

অতএব, আমরা যদি কোন কিছু উত্তমরূপে সাধন করি ও সঠিকভাবে নির্ণয় করি, ও আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনায় যদি ঈশ্বরের দয়া থেকে কিছু পাই, এসব কিছু তাঁরই কাজে ও তাঁরই পুণ্যে আরোপণীয়, তাঁর এ আসনে যাঁর ক্ষমতা জীবন্তই আছে ও যাঁর অধিকার সম্পূর্ণরূপে বলবৎ রয়েছে।

কেননা, হে প্রিয়জনেরা, এ হল সেই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির ফল যা পিতা ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিতদূতের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে মানবীয় মত-অভিমতের সমস্ত দ্বিধা অতিক্রম করেছে ও সেই প্রস্তরেরই দৃঢ়তা পেয়েছে যা কোন আঘাত দ্বারাও কখনও আলোড়িত হতে পারবে না।

সমগ্র মণ্ডলীতে পিতর প্রতিদিন বলেন: *আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র,* আর যে কোন জিহ্বা প্রভুকে স্বীকার করে, তা এ কণ্ঠ দ্বারাই উদ্দীপিত।

শ্লোক মথি ১৬:১৮; সাম ৪৭:৯

প্র যীশু পিতরকে বললেন: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব,
উ আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না (আল্লেলুইয়া)।
প্র ঈশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখেন চিরকাল:
উ আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না (আল্লেলুইয়া)।

স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা

প্রভু আপন নগরীকে নির্মাণ ও রক্ষা করেন

প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে। তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন। এ ঈশ্বরের সেই গৃহ ও এ ঈশ্বরের সেই মন্দির যা ঈশ্বরের ধর্মশিক্ষায় ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ; এমন আবাস, যা ঈশ্বরের হৃদয়কে ধারণ করতে সক্ষম, ও যার বিষয়ে সেই একই নবী বলেছেন: *তোমার মন্দির পবিত্র, ও ধর্মময়তার জন্য অপরূপ।* পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও মানব শুদ্ধতাই হল ঈশ্বরের মন্দির।

অতএব, এ গৃহ ঈশ্বর দ্বারাই নির্মিত হওয়ার কথা। কেননা মানুষের হাতে নির্মিত হলে অটল থাকে না, সংসারের শিক্ষার উপরেও নির্ভর করতে পারে না, আমাদের বৃথা পরিশ্রম ও তৎপরতার প্রচেষ্টা দ্বারাও সুরক্ষিত হতে পারবে না।

তেমন গৃহ অন্যভাবেই নির্মিত হওয়া চাই, অন্যভাবেই সুরক্ষিত হওয়া চাই: কাঁচা মাটির উপরে বা অস্থায়ী ও পিচ্ছিল বালুর উপরেও তার নির্মাণকর্ম শুরু করতে নেই, কিন্তু তার ভিত নবী ও প্রেরিতদূতদের উপরেই স্থাপিত হওয়া চাই।

গৃহটির উচিত জীবন্ত প্রস্তরের উপরেই উত্তোলিত হওয়া, সংযোগপ্রস্তর দ্বারা সুসংবদ্ধ হওয়া, খ্রীষ্টের দেহের পূর্ণমাত্রায় পরিপক্ক মানুষের উদ্দেশেই পারস্পরিক সাহচর্য দ্বারা বৃদ্ধিশীল হওয়া, এবং আত্মিক অনুগ্রহদানগুলোর সৌন্দর্য ও বিভায়ও অলঙ্কৃত হওয়া।

তাতে ঈশ্বর দ্বারা তথা তাঁর শিক্ষা দ্বারা নির্মিত হওয়ায় গৃহটি খসে পড়বে না। এ গৃহ এমনভাবেই বৃদ্ধিলাভ করবে, যে পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে ভক্তদের ভিন্ন ভিন্ন আবাসের জন্য নানা গৃহগুলো গঠিত না হয়—তাতে সেই ধন্য নগরীর সৌন্দর্য ও অলঙ্কারও বৃদ্ধি পাবে।

প্রভু নিজেই প্রাচীনকাল থেকে এ নগরীর রক্ষক হলেন: বাস্তবিকই তিনি আব্রাহামকে যাত্রাকালে রক্ষা করলেন, ইসায়াককে বলিদানের জন্য মনোনীত করলেন, আপন দাস যাকোবকে ধনবান করলেন, ভাইদের দ্বারা বিক্রীত সেই যোসেফকে উন্নীত করলেন, ফারাওর বিরুদ্ধে মোশীকে বলবান করলেন, সংগ্রামে যোশুয়াকে নেতারূপে বেছে নিলেন, দাউদকে সকল বিপদ থেকে মুক্ত করলেন, সলোমনকে প্রজ্ঞা দান করলেন, নবীদের সহায়তা করলেন, এলিয়কে স্বর্গে উপনীত করলেন, এলিসেয়কে মনোনীত করলেন, দানিয়েলের ক্ষুধা মিটিয়ে দিলেন, চুল্লিতে নিক্ষিপ্ত বালকদের মাঝে তিনজনের মধ্যে নিজেকেই চতুর্থ বলে উপস্থিত ক'রে তাঁদের শিশিরপাতে ঘিরলেন, দূত দ্বারা যোসেফকে জানিয়ে দিলেন যে কুমারী মারীয়া পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভধারণ করবেন ও মারীয়াকেও সুনিশ্চিত করলেন, যোহনকে পথদিশারী বলে প্রেরণ করলেন, প্রেরিতদূতদের বেছে নিলেন এবং পিতার কাছে প্রার্থনা করে বললেন, *হে পবিত্রতম পিতা, তাদের রক্ষা কর: আমি যখন তাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমিই তোমার নামে তাদের রক্ষা করতাম।* পরিশেষে স্বয়ং খ্রীষ্ট যন্ত্রণাভোগের পরে আমাদের চিরকালীন সহায়তা দান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়ে বললেন: *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।*

ঈশ্বরের যে নগরী সম্মিলিত বহু লোক নিয়ে ও আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে গঠিত, সেই ধন্য ও পবিত্র নগরী এভাবেই চিরকালীন রক্ষায় সংরক্ষিতা। অতএব, পূর্ণতা লাভ করার জন্য এ নগরীর ঈশ্বর দ্বারাই নির্মিতা হওয়া উচিত; কেননা নির্মাণকর্মের সূচনাই যে আবার তার সমাপ্তি এমন নয়; বরং নির্মাণ করতে করতেই পরমপূর্ণতা সাধিত।

শ্লোক ১ পি ২:৪-৫; সাম ১১৮:২১ দ্রঃ

প্‌ জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক আত্মিক গৃহ নির্মাণ কর:
উ তিনিই সেই প্রস্তর যার উপরে গৃহ স্থাপিত (আল্লেলুইয়া)।
প্ এক পবিত্র যাজক-সমাজ হয়ে যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ কর:

℟ তিনিই সেই প্রস্তর যার উপরে গৃহ স্থাপিত (আল্লেলুইয়া)।

স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা (বিশেষভাবে ধর্মপাল প্রতিষ্ঠাতা)

দ্বিতীয় পাঠ - রুস্পের ধর্মপাল সাধু ফুল্‌জেন্তিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ১**

সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ

প্রভু আপন জনগণের পরিচালনায় যাদের নিয়োগ করেছিলেন, সেই সেবকদের বিশেষ ভূমিকা দেখাবার উদ্দেশ্যে বললেন: *কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন, উপযুক্ত সময়ে সে যেন তাদের খোরাকের ব্যবস্থা করে? সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন।*

ভাইবোনেরা, এ প্রভু কে? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সেই খ্রীষ্ট যিনি আপন শিষ্যদের বললেন: *তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে ডাক, আর ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই।*

আর এ প্রভুর পরিবার কারা? তারাই তাঁর পরিজন, প্রভু শত্রুর কর্তৃত্ব থেকে যাদের মুক্ত করেছেন ও আপন সম্পদ রূপে কিনেছেন। এ পরিবার হল সেই পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী যা চমৎকার উর্বরতার সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করে ও আপন প্রভুর মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্তি পেয়েছে বলে গর্ব করে। কেননা তিনি নিজে এপ্রসঙ্গে বলেন, *মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।*

তিনি সেই উত্তম পালকও হলেন, যিনি আপন মেষগুলোর জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। তবে উত্তম পালকের মেষপালই হল মুক্তিসাধকের আপন পরিবার।

আর কেইবা হল সেই গৃহাধ্যক্ষ যার বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান হওয়া উচিত, একথা প্রেরিতদূত পল দেখান: নিজের বিষয়ে ও আপন সঙ্গীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন: *লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির ধনাধ্যক্ষ বলে মনে করে। এখন, ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।*

আর যেন কেউ মনে না করে যে, কেবল প্রেরিতদূতেরাই গৃহাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন ও একটা অলস দাস আধ্যাত্মিক সংগ্রামের দায়িত্ব ত্যাগ ক'রে অবিশ্বস্তভাবে ও নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে ঘুমোতে পারে, সেজন্য একথা দেখাতে গিয়ে যে, ধর্মপালেরাও হলেন গৃহাধ্যক্ষ, ধন্য পল একথা বলেন: *ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক।*

সুতরাং, আমরা হলাম গৃহস্বামীর দাস ও প্রভুর গৃহাধ্যক্ষ, এবং আমাদের হাতে খাদ্যের সেই নিরূপিত অংশ দেওয়া হয়েছে যা তোমাদের মধ্যে বিতরণ করা আমাদের কর্তব্য।

আর যদি আমরা খাদ্যের এ অংশ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই, তবে আবার সেই ধন্য পলও তা আমাদের দেখিয়ে বলেন: *ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, সেই অনুসারে* প্রত্যেকে পায়।

খ্রীষ্ট যা খাদ্যের অংশ বলে চিহ্নিত করেন, পল তা 'বিশ্বাসের পরিমাণ' বলে অভিহিত করেন, যেন আমরা উপলব্ধি করি যে, খ্রীষ্টবিশ্বাসের শ্রদ্ধাপূর্ণ সাক্রামেন্তই হল আমাদের আত্মিক খাদ্য। আমরা ঈশ্বরের নামে তোমাদের মধ্যে খাদ্যের এই অংশ ততবারই বিতরণ করি, যতবার আত্মিক অনুগ্রহদানে আলোকিত হয়ে সত্যবিশ্বাসের নিয়ম-কানুন অনুসারে তোমাদের কাছে কথা বলি; তোমরাও প্রভুর গৃহাধ্যক্ষদের হাত থেকে খাদ্যের সমান অংশ তখনই গ্রহণ কর, যখন প্রতিদিন ঈশ্বরের সেবকদের মুখ থেকে সত্যবাণী শ্রবণ কর।

শ্লোক মথি ২৫:২১,২০

℣ বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব:
℟ তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।
℣ আপনি আমার হাতে পাঁচশ' মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করেছি:

উ তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, পুরোহিতদের সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা

পৌরোহিত্য ৩:১২

সিদ্ধতার প্রতি পুরোহিতদের আহ্বান

অভিষেক সাক্রামেন্তের মাধ্যমে পুরোহিতেরা মাথার সেবকরূপেই যাজক-খ্রীস্টের অনুরূপ হয়ে ওঠেন যেন ধর্মপাল-শ্রেণীর সহকর্মী হিসাবে খ্রীস্টের সেই গোটা দেহকে তথা মণ্ডলীকে বৃদ্ধি ও নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর মত দীক্ষাস্নানের তৈলাভিষেকে এমন মহান আহ্বান ও অনুগ্রহের চিহ্ন ও দান গ্রহণ করেছেন যে, মানব দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁরা সিদ্ধতা লাভ করতে পারেন ও তা লাভ করতে আহূত—প্রভু যেভাবে বলেছিলেন: *তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধতামণ্ডিত, তোমরাও তেমনি সিদ্ধতামণ্ডিত হও।*

কিন্তু তেমন সিদ্ধতা লাভের লক্ষ্যে বিশেষভাবে পুরোহিতেরাই বাধ্য, কেননা অভিষেকের মাধ্যমে ঈশ্বর দ্বারা অভিনব রূপে তৈলাভিষিক্ত হয়ে তাঁরা সনাতন যাজক সেই খ্রীস্টের জীবন্ত মাধ্যম হয়ে উঠেছেন, যেন যুগ যুগ ধরে তাঁর সেই আশ্চর্য কাজ চালিয়ে যেতে পারেন যা গোটা মানবজাতিকে দিব্য কার্যকারিতার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

অতএব, যেহেতু প্রত্যেক যাজক নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে স্বয়ং খ্রীস্টের প্রতিনিধিত্ব বরণ করেন, সেজন্য বিশেষ একটা অনুগ্রহ দানেও তাঁকে ধনবান করা হয়, যেন তাঁর হাতে ন্যস্ত জনগণের সেবায় ও ঈশ্বরের গোটা জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়ে তিনি অধিক উপযুক্তভাবে তাঁরই সিদ্ধতার নাগাল পেতে পারেন তিনি যাঁর প্রতিনিধি; এবং মানব দেহের দুর্বলতাকে যেন তাঁরই পবিত্রতা সুস্থির করে যিনি আমাদের জন্য *পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক* মহাযাজক হলেন।

খ্রীস্ট, পিতা যাঁকে পবিত্রিত করেছেন, বা অন্য কথায় পবিত্রীকৃত করেছেন ও জগতে প্রেরণ করেছেন, তিনি আমাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, যেন সমস্ত পাপ থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, এবং নিজের জন্য এমন নিজস্ব জনগণকে শুচিশুদ্ধ করতে পারেন, যারা সৎকর্মে আগ্রহী, এবং এইভাবে তিনি যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে আপন গৌরবে প্রবেশ করেছেন; একই প্রকারে পুরোহিতেরা পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে পবিত্রীকৃত হয়ে ও খ্রীস্ট দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিজেদের দেহে দৈহিক গতি দমন করেন ও মানব সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন: তাতে তাঁরা খ্রীস্টে যে পবিত্রতায় ধনবান হয়েছেন, সেই পবিত্রতায় সিদ্ধপুরুষের মাত্রার দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

সুতরাং পরমাত্মার ও ধর্মময়তার সেবাকর্ম অনুশীলন ক'রে তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে সুস্থির হন, অবশ্য যদি তাঁরা সেই খ্রীস্টেরই আত্মার প্রতি বাধ্য থাকেন যিনি তাঁদের সঞ্জীবিত ও চালিত করেন। কেননা তাঁদের দৈনন্দিন পবিত্র কর্ম দ্বারাই ও ধর্মপালের সঙ্গে ও পুরোহিতবর্গের সঙ্গে যে গোটা সেবাকর্ম অনুশীলন করেন তারও দ্বারা তাঁরা সিদ্ধ জীবনের দিকে পরিচালিত হন।

উপরন্তু, নিজ সেবাকর্ম সফলভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পুরোহিতদের নিজেদের পবিত্রতাই যথেষ্ট অবদান রাখে: কেননা যদিও ঈশ্বরের অনুগ্রহ অযোগ্য সেবকদের মধ্য দিয়েও পরিত্রাণকর্ম সাধন করতে সক্ষম, তথাপি ঈশ্বর আপন আশ্চর্য কাজ তাঁদেরই মধ্য দিয়ে সাধারণত দেখাতে প্রীত, যাঁরা পবিত্র আত্মার উদ্দীপনা ও পরিচালনায় বাধ্য হয়ে উঠে খ্রীস্টের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়ে ও পুণ্যাচরণের মধ্য দিয়ে প্রেরিতদূতের সঙ্গে বলতে পারেন: *এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীস্টই জীবনযাপন করেন।*

শ্লোক ১ থে ২:৮; গা ৪:১৯ দ্রঃ

প্র তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমি ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের

কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম :

℟ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছ (আল্লেলুইয়া)।

℣ আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন :

℟ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছ (আল্লেলুইয়া)।

বাণীপ্রচারক

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, মণ্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা বিধর্মীদের কাছে ৪-৫

তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য কর

জগতের জন্য স্বেচ্ছায় আপন প্রাণ সঁপে দেবার আগে প্রভু যীশু এমনভাবে প্রৈরিতিক সেবাকর্মের ব্যবস্থা করলেন ও পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করতে প্রতিশ্রুত হলেন যাতে পরিত্রাণকর্মের সফলতা-সাধনে প্রৈরিতিক সেবাকর্ম ও পবিত্র আত্মা উভয়ই সর্বত্র ও সর্বক্ষণ পরস্পর সহযোগিতা করেন।

প্রাণরূপেই যেন পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঞ্জীবিত ক'রে ও ভক্তদের হৃদয়ে যার যার প্রেরণকর্মের জন্য সেই প্রেরণা সঞ্চার ক'রে যা দ্বারা যীশু নিজেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সর্বযুগ ধরে গোটা মণ্ডলীকে সহভাগিতা ও সেবাকর্মে একীভূত করে থাকেন এবং নানা প্রকার পদশ্রেণীবদ্ধগত ও অনুগ্রহগত দানে তাকে ভূষিত করে থাকেন। সময় সময় তিনি প্রৈরিতিক কর্মের পূর্বক্ষণেও প্রকাশ্যে ক্রিয়াশীলভাবে উপস্থিত; আবার তিনি নানাভাবে সেই কাজের পাশে পাশে যাত্রা করেন, কাজটা চালিতও করে থাকেন।

প্রভু যীশু শুরু থেকেই *যাদের ইচ্ছা করলেন তাঁদের কাছে ডাকলেন, আর বারোজনকে নিযুক্ত করলেন তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; তাঁদের তিনি প্রচার করতে প্রেরণ করলেন।* এভাবে প্রেরিতদূতেরা একাধারে হলেন নব ইস্রায়েলের বীজ ও পুণ্য পদশ্রেণীবদ্ধতার সূচনা। পরবর্তীতে, নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা নিজেরই মধ্যে পরিত্রাণের ও সার্বজনীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার রহস্যগুলি পূর্ণ করে প্রভু—স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার যাঁর প্রাপ্য—স্বর্গে আরোহণ করার আগে নিজ মণ্ডলীকে পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন ও নিজে যেমন একসময় পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন তেমনি নিজ প্রেরিতদূতদের সমগ্র জগতে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, *সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও।* এ থেকেই উদ্ভূত মণ্ডলীর কর্তব্য, তথা খ্রীষ্টবিশ্বাস ও খ্রীষ্টপরিত্রাণ বিস্তার করা—একদিকে সেই সুস্পষ্ট আদেশ গুণে যা ধর্মপাল-সম্প্রদায় পুরোহিতদের সহযোগিতায় ও মণ্ডলীর প্রধান পালক সেই পিতরের উত্তরাধিকারীর ঐক্যে প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে পেয়েছে; অপরদিকে সেই জীবন গুণে, যে জীবন খ্রীষ্ট নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চার করে থাকেন।

অতএব মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম এমন কাজেই সিদ্ধি লাভ করে, যা অনুসারে খ্রীষ্টের আদেশের প্রতি বাধ্যতা গুণে ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও ভালবাসায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী বাস্তবরূপে সকল মানুষ ও জাতির কাছে নিজেকে উপস্থিত করে, যেন জীবনাদর্শ, বাণীপ্রচার, সাক্রামেন্তগুলো ও অনুগ্রহের অন্যান্য উপায়ের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাস, তাঁর মুক্তি ও শান্তির কাছে তাদের চালিত করতে পারে; ফলত সে যেন খ্রীষ্ট-রহস্যে পূর্ণমাত্রায় অংশ নেবার জন্য তাদের পথ বাধামুক্ত ও নিরাপদ করতে পারে।

শ্লোক মার্ক ১৬:১৫-১৬; যোহন ৩:৫

℣ তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।

℟ যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে (আল্লেলুইয়া)।

℣ জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

℟ যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে (আল্লেলুইয়া)।

আচার্য

প্রথম পাঠ - সিরা ৩৯:১গ-১০

প্রজ্ঞাবান শাস্ত্রে বিজ্ঞ

প্রজ্ঞাবান সকল প্রাচীনদের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে,
নবীদের বচনগুলি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে।
সে প্রসিদ্ধ মানুষদের বচন অন্তরে গেঁথে রাখে,
রূপকের সূক্ষ্ম অর্থ ভেদ করে,
প্রবচনগুলির মর্মার্থ অনুসন্ধান করে,
রূপকের প্রহেলিকায় ব্যস্ত থাকে,
মহীয়ানদের মাঝেই তার সেবাকর্ম,
জননেতাদের সভায় সে উপস্থিত,
বিজাতিদের দেশে যাত্রা করে,
তাতে মানুষদের মধ্যে যা ভাল-মন্দ রয়েছে, সে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
খুব সকালে উঠে
সে তার নির্মাতা প্রভুর দিকে হৃদয় ফেরায়,
পরাৎপরের সম্মুখে মিনতি জানায়,
প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে,
নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।
মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে
সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে,
প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী বর্ষার মত ছড়িয়ে দেবে,
প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে।
সে সুমন্ত্রণা ও সদ্‌জ্ঞানে ন্যায়বান হয়ে উঠবে,
ঈশ্বরের রহস্যগুলি ধ্যান করবে।
সে আপন অর্জিত ধর্মশিক্ষার আলো ব্যক্ত করবে,
প্রভুর সন্ধির বিধানে গর্ববোধ করবে।
বহু বহু লোক তার সুবুদ্ধির প্রশংসাবাদ করবে,
তার কথা কখনও বিস্মৃত হবে না,
তার স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না,
যুগের পর যুগ জীবিত থাকবে তার নাম।
জাতিসকল তার প্রজ্ঞার কথা বলবে,
জনমণ্ডলী প্রচার করবে তার প্রশংসাবাদ।

শ্লোক সিরা ১৫:৫-৬; ৩৯:৬ দ্রঃ

প্র প্রভু জনমণ্ডলীর মধ্যে তাঁকে কথা বলার অধিকার দিলেন,
উ তাঁকে সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন।
প্র প্রভু তাঁকে মহা সুখ ও আনন্দ-মুকুট দান করলেন,
উ তাঁকে সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন।

বিকল্প (পাস্কাকালে)

প্রথম পাঠ - ১ করি ২:১-১৬

আমরা ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।* আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি। অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। কিন্তু আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন নয়। *কেননা কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?* কিন্তু আমরাই তারা, খ্রীষ্টের মন যাদের আছে!

শ্লোক ১ করি ১:২১,২৩,২৫

প্র ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন:
উ আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি। আল্লেলুইয়া।
প্র যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী:
উ আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু থেওদরসের মঠাধ্যক্ষ উইলিয়াম-লিখিত 'বিশ্বাসের দর্পণ'

পবিত্র আত্মাই বিশ্বাস বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন

হে খ্রীষ্টভক্ত, বিশ্বাসের গভীরতম মর্মসত্যের সামনে তুমি যদি একপ্রকারে দ্বিধাবোধ কর, সাহস ধর! তখন স্পর্ধার সঙ্গে নয়, বরং ভক্তিপূর্ণ বিনম্রতার সঙ্গে বল, এসব কিছু কী করেই বা হতে পারে? তোমার জিজ্ঞাসা একটা প্রার্থনাই হোক, হোক ভালবাসা, ভক্তি ও বিনম্র আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। ঈশ্বরত্বের শীর্ষস্থান ভেদ করতে চেষ্টা করো না, বরং আমাদের ত্রাতা ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী কর্মকীর্তিতেই পরিত্রাণের সন্ধান পাও।

তবেই ঈশ্বরের মহা-সুমন্ত্রণার দূত উত্তরে বলবেন, সেই সহায়ক, *সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে*

পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন ও পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। যেমন কোন মানুষ *একজন মানুষের অন্তরের কথা জানতে পারে না, একমাত্র সেই মানুষের অন্তরাত্মা ছাড়া, তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া আর কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানতে পারে না।*

সুতরাং পবিত্র আত্মার অংশভাগী হতে তৎপর হও! তুমি যখন তাঁকে ডাক, তখন তিনি তোমার সঙ্গে থাকেন; তিনি আগে থেকেই উপস্থিত বলেই তুমি তাঁকে ডাকতে পার। তোমার প্রার্থনা শুনে তিনি যখন আসেন, তখন সঙ্গে ক'রে প্রচুর আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। তিনি হলেন সেই নদী *যার নানা স্রোতস্বিনী আনন্দিত করে তোলে ঈশ্বরের পবিত্র বাসস্থান।*

তিনি এসে যদি তোমাকে বিনম্র ও নীরব আর বাণীভীরু দেখতে পান, তবে তোমার উপর অধিষ্ঠান করে তোমার কাছে সেই সবকিছু প্রকাশ করবেন, পিতা ঈশ্বর যা এজগতের জ্ঞানবান ও সুবিবেচক মানুষের কাছ থেকে লুক্কায়িত রেখেছেন। তবেই তুমি সেই সমস্ত কথা বুঝতে শুরু করবে যা ঐশপ্রজ্ঞা পৃথিবীতে থাকতেও শিষ্যদের বলতে পারতেন, অথচ শিষ্যেরা তা সহ্য করতে অক্ষম হলেন যতক্ষণ না সেই সত্যময় আত্মা এলেন যিনি পূর্ণ সত্য তাঁদের শিখিয়ে দেবার কথা। স্বয়ং সত্য যিনি, তিনি যা বলে দিতে পারেননি, সেই সত্য বাণী মানুষেরই কাছ থেকে শিখব, তেমন আশা রাখতে পারি না, কারণ তিনি নিজে বললেন, *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ।* যেমন *যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,* তেমনিভাবে যারা তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে, তাদের পক্ষে কেবল পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বুঝতে ও তার সূক্ষ্ম সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা দরকার।

এজীবনের অন্ধকারময় অজ্ঞতার মধ্যে পবিত্র আত্মা হলেন সেই আলো যা যারা আত্মায় দীনহীন তাদের আলোকিত করে, তিনি হলেন সেই ভালবাসা যা তাদের প্রেরণা দেয়, সেই মাধুর্য যা তাদের আকর্ষণ করে, তিনি হলেন ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রবেশপথ, তিনি হলেন প্রেমিকের প্রেম। পবিত্র আত্মা হলেন ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা। বিশ্বাসের ধাপ বেয়ে আত্মা বিশ্বাসীদের কাছে ঐশধর্মময়তা প্রকাশ করেন; এর ফলে উত্তরোত্তর অনুগ্রহধারা আসে, এবং উপলব্ধি-আলোকিত বিশ্বাস শ্রবণজনিত বিশ্বাসের স্থান দখল করে।

শ্লোক মথি ১৩:৫২; প্রবচন ১৪:৩৩ দ্রঃ

প্° যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি একজন গৃহস্বামীর মত:
উ° তিনি নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনেন।
প্° সদ্বিবেচক হৃদয়ে প্রজ্ঞা বসবাস করে, তাতে তিনি জ্ঞানহীনদের শিক্ষা দিতে পারবেন:
উ° তিনি নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনেন।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, ঐশপ্রকাশ বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান ঈশ্বরের বাণী ৭-৮

ঐশপ্রকাশ-হস্তান্তর

খ্রীষ্ট প্রভু, যাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের গোটা আত্মপ্রকাশ সিদ্ধিলাভ করে, তিনি প্রেরিতদূতদের আজ্ঞা দিলেন তাঁরা যেন সকলের কাছে সেই সুসমাচার প্রচার করেন যা আগে নবীদের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুত হলে তিনি নিজে যার পূর্ণতা সাধন করলেন ও নিজের ওষ্ঠেই যা গোটা ও পরিত্রাণদায়ী সত্যের ও নৈতিক নিয়মের উৎস বলে জারি করলেন: এতে তাঁরা সকলকে ঐশদানগুলোতে সহভাগী করবেন।

আর তেমন কিছু বিশ্বস্তভাবে পালিত হল সেই প্রেরিতদূতদের দ্বারা যাঁরা খ্রীষ্টের মুখ থেকে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের সাহচর্য থেকে ও তাঁর কর্মকাণ্ড থেকে যা পেয়েছিলেন, আবার পবিত্র আত্মার উদ্দীপনা দ্বারাও যা জানতে পেরেছিলেন, তা মৌখিক প্রচারে, জীবনাদর্শে ও নানা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রদান করলেন; এবং সেই প্রেরিতদূতদের ও প্রৈরিতিক ব্যক্তিদের দ্বারাও বিশ্বস্তভাবে পালিত হল, যাঁরা একই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় পরিত্রাণের সংবাদ লিখিত আকারে সম্প্রদান করলেন।

মণ্ডলীতে সুসমাচার যেন সর্বদাই অক্ষুণ্ণ ও জীবন্ত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে থাকে, এ উদ্দেশ্যে প্রেরিতদূতেরা নিজেদের উত্তরাধিকারী হিসাবে ধর্মপালদের রেখে গেলেন, ও তাঁদের হাতে তাঁদের নিজেদের শিক্ষাদান-অধিকার হস্তান্তর করলেন। আর প্রেরিতদূতদের দ্বারা যা সম্প্রদান করা হয়েছে, তাতে সেসব কিছুই উপস্থিত যা ঈশ্বরের জনগণকে পুণ্যজীবন যাপন করাতে ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ঘটাতে উপযোগী। এতে মণ্ডলী, নিজে যা আছে ও যা বিশ্বাস করে, সেই সব বিষয় আপন ধর্মশিক্ষা, জীবন ও উপাসনার মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী অবস্থায় রক্ষা করে ও সকল যুগের মানুষের কাছে তা সম্প্রদান করে।

প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে আগত এ পরম্পরা পবিত্র আত্মার সহায়তা গুণেই মণ্ডলীতে অগ্রসর হয়ে থাকে: কেননা পরম্পরাগত বিষয়েরও উপলব্ধি ক্রমবৃদ্ধি পায়, পরম্পরাগত বাণীরও উপলব্ধি ক্রমবৃদ্ধি পায়—হয় সেই বিশ্বাসীদের ধ্যান ও অধ্যয়নের ফলে যারা নিজেদের হৃদয়ে তা ধ্যান করে, হয় অভিজ্ঞতা-জনিত আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর গভীরতর উপলব্ধির ফলে, হয় তাঁদেরই প্রচারের ফলে যাঁরা ধর্মপাল পদে উত্তরাধিকারী হবার অধিকারের সঙ্গে সত্য সংক্রান্ত নিশ্চিত অনুগ্রহদানও পেয়েছেন। অর্থাৎ কিনা, শতাব্দীর পর শতাব্দী মণ্ডলী ঐশসত্যের পূর্ণতার দিকে অবিরতই ধাবিত হতে থাকে যতদিন না ঈশ্বরের বাণী তার মধ্যে সিদ্ধি লাভ করে।

পুণ্য পিতৃগণের উক্তিগুলো এ পরম্পরার জীবন্ত উপস্থিতি বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে, যে পরম্পরার ধন-ঐশ্বর্য বিশ্বাসী ও প্রার্থনারত মণ্ডলীর কর্মকাণ্ডে ও তার জীবনে হস্তান্তরিত হয়।

এই একই পরম্পরার মধ্য দিয়ে পবিত্র পুস্তকগুলোর নির্ভুল তালিকা পূর্ণসংখ্যায় মণ্ডলীর কাছে প্রকাশিত হয়, এমনকি পবিত্র শাস্ত্র নিজেই তার মধ্যে গভীরতর উপলব্ধি ও অবিরত কার্যকারিতা লাভ করে। তাতে ঈশ্বর, যিনি অতীতে কথা বলেছিলেন, তিনি আপন প্রিয় পুত্রের কনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবেই কথা বলে থাকেন, এবং সেই পবিত্র আত্মা, যাঁর দ্বারা সুসমাচারের জীবন্ত কণ্ঠ মণ্ডলীতে ধ্বনিত হয় ও মণ্ডলী দ্বারা জগতেও ধ্বনিত হয়, তিনি পূর্ণ সত্যের দিকে বিশ্বাসীদের চালিত করেন ও খ্রীষ্টের বাণীকে তার অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তাদের অন্তরে বসবাস করান।

শ্লোক ১ পি ১:২৫; লুক ১:২ দ্রঃ

℣ প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী;
℟ তা হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।
℣ যাঁরা প্রথম থেকে ছিলেন বাণীর সেবক, তাঁরা আমাদের কাছে যে বাণী সম্প্রদান করেছেন,
℟ তা হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।

প্রথম পাঠ - আদি ১২:১-৪ক,৬-৮

তোমার দেশ ও পিতৃগৃহ ছেড়ে আমার কাছেই এসো

প্রভু আব্রামকে বললেন, ‘তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব। আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব, তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব; তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ! যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব; যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে অভিশাপ দেব; এবং পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।’

তখন আব্রাম প্রভুর সেই বাণী অনুসারে রওনা হলেন। আব্রাম সেই দেশের মধ্য দিয়ে সিখেম স্থান পর্যন্ত, মোরের ওক্ গাছের কাছে গেলেন। সেসময়ে সেই দেশে কানানীয়েরাই ছিল।

আব্রামকে দেখা দিয়ে প্রভু তাঁকে বললেন, ‘আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব।’ তখন আব্রাম সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, যিনি তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বেথেলের পুব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে তাঁবু খাটালেন—এর পশ্চিমে ছিল বেথেল, ও পুবে ছিল আই। তিনি সেখানে প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও প্রভুর নাম করলেন। পরে আব্রাম নানা জায়গা হয়ে নেগেবের দিকে এগিয়ে চললেন।

শ্লোক আদি ১৫:১,৭

প্র প্রভুর বাণী আব্রামের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: আব্রাম, ভয় করো না।
উ আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে!
প্র আমিই সেই প্রভু, যিনি কাল্‌দীয়দের উর্ থেকে তোমাকে বের করে এনেছি।
উ আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে!

বিকল্প

প্রথম পাঠ - পরম গীত ২:৮-১৪,১৬

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।
আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন;
আমাকে বলছেন:
‘ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,

আনন্দগানের সময় এসেছে, আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।
তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,
আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।'
আমার প্রেমিক আমারই, আর আমি তাঁরই:
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।

শ্লোক পরম গীত ৫:১৬; গা ২:২০ দ্রঃ

℣ সব দিক দিয়ে মনোহর, তেমনই আমার প্রেমিক!
℟ আহা, যেরুসালেমের কন্যারা, তেমনই আমার সখা!
℣ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।
℟ আহা, যেরুসালেমের কন্যারা, তেমনই আমার সখা!

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ফিলি ৩:৮-১৪

খ্রীষ্টকে লাভ করার জন্য আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি

ভ্রাতৃগণ, আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি, ও শেষে তঁরই মধ্যে একটা স্থান পেতে পারি—কিন্তু আমার নিজের ধর্মময়তার ফলে যা বিধান থেকে আগত, তা নয়, বরং এমন ধর্মময়তার ফলে, যা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া, বিশ্বাসমূলক সেই ধর্মময়তা যা ঈশ্বরেরই দেওয়া। ফলে আমি যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি, এই প্রত্যাশায় যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারব। আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি, তা নয়; কিন্তু তা জয় করার জন্য দৌড়তে আপ্রাণ চেষ্টা করি, কারণ আমাকেও খ্রীষ্টযীশু দ্বারা জয় করা হয়েছে। ভাই, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি; কিন্তু এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ শিমানার দিকে ছুটে দৌড়তে থাকি যেন খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি।

শ্লোক ফিলি ৩:৭,৯,১০; সাম ৮৪:১১ দ্রঃ

℣ আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রীষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম,
℟ যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হয়ে আমি বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণে তাঁর মধ্যে স্থান পেতে পারি।
℣ দুর্জনের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে আমি বরং দাঁড়াব আমার পরমেশ্বরের গৃহের দুয়ারপ্রান্তে,
℟ যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হয়ে আমি বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণে তাঁর মধ্যে স্থান পেতে পারি।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৩:১১-১২,১৯-২২

দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি

আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুসালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব।

যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

শ্লোক সাম ১১৯:১১৬; ৭৩:২৬

প্ তোমার কথামত আমায় ধারণ করে রাখ, তবে জীবন পাব,
উ আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।
প্ আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিতও হতে পারে, পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল:
উ আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের নিয়মাবলি **৪৩:১,২**

সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও

এ আবশ্যক যে, *সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও* প্রেরিতদূতের এ বাণী স্মরণ করে মঠের পরিচালক আপন জীবনকে প্রভুর আজ্ঞাগুলো-পালনের এমন উজ্জ্বল আদর্শ করেন, যেন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউই এমন সূত্র না ধরে যাতে বলতে পারে যে, প্রভুর আদেশগুলোর মধ্যে এমন কয়েকটা রয়েছে যা পালন করা সম্ভব নয় বা তত গুরুত্বপূর্ণও নয়। সর্বপ্রথমে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সদ্‌গুণ তাঁর পালন করা উচিত, তা হল খ্রীষ্টপ্রেমে বিনম্রতা, যাতে তিনি কথা না বললেও তাঁর আচরণের আদর্শই যে কোন ভাষণের চেয়ে কার্যকর উপদেশ হয়। কেননা খ্রীষ্টধর্মের মূলনিয়ম হল খ্রীষ্টানুকরণ; সুতরাং মানবস্বরূপের পক্ষে যতখানি সম্ভব হয় ও প্রত্যেকের আহ্বানের পক্ষে যতখানি কল্যাণকর হয়, যাঁদের হাতে অপরের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে, তাঁদের কর্তব্যই খ্রীষ্টানুকরণে দুর্বলদের অগ্রসর করা, যেমনটি ধন্য পল বলেন: *তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রীষ্টের।* এবং আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মত অনুসারে বিনম্রতার অনুশীলন ক্ষেত্রে পরিচালকদের প্রথমই হওয়া উচিত, যাতে তাঁরা নিজেরাই এ সদ্‌গুণের নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। তিনি বললেন: *তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়।* অতএব, কোমলতা ও হৃদয়ের বিনম্রতা পরিচালকের বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই। প্রভু তো কনিষ্ঠদের সেবা করতে কুণ্ঠিত হননি, এমনকি তিনি এ মাটি ও কাদার দাস হতে চাইলেন—যে মাটি ও কাদা তিনি নিজে গঠন করে মানব আকারে পরিবৃত করেছিলেন: *আমি তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত, যে সেবাই করে।* তবে যারা আমাদেরই সমান, তাদের জন্য আমাদের কী না করতে হবে যাতে মনে করতে পারি, আমরা তাঁর অনুকরণ করছি?

সুতরাং বিনম্রতাই সেই গুণ যা সর্বোচ্চ মাত্রায় পরিচালকের থাকা আবশ্যক। উপরন্তু তাঁকে তাদের প্রতি দয়া দেখাতে হবে ও ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সহ্য করতে হবে যারা অজ্ঞতাবশত দোষত্রুটি করে: নীরব থেকেই দোষত্রুটি সহ্য না ক'রে বরং সমস্ত মঙ্গলভাব ও সদ্বিবেচনা দেখিয়েই তিনি শিষ্যদের আত্মসংস্কারের দিকে

চালিত করবেন। তাঁর এমন নৈপুণ্য থাকা চাই, যেন প্রত্যেকটা অনিষ্টের জন্য উপযোগী প্রতিকার বের করতে পারেন, ফলে তিনি কঠোরভাবে কাউকে তিরস্কার করবেন না, বরং যেমনটি লেখা আছে, তিনি কোমলভাবেই চেতনা ও শিক্ষা দেবেন।

তাঁকে হতে হবে পার্থিব বিষয়ে সতর্ক, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূরদর্শী, শক্তিশালীদের রোধ করতে সক্ষম, শক্তিহীনদের দুর্বলতা সহ্য করতে ধৈর্যশীল; এবং সেই সবকিছু বলবেন ও করবেন যা আপন সঙ্গীদের নিখুঁত জীবনের দিকে চালিত করার জন্য প্রয়োজন।

যিনি তেমন আবশ্যক গুণের অধিকারী, তিনি মঠের শাসনভার নিতে পারেন; তবে ভ্রাতৃজীবনের শৃঙ্খলার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, ও প্রতিটি ভাইয়ের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা অনুসারে সমস্ত কাজের নানা দায়িত্ব বিতরণ করবেন।

শ্লোক কল ৩:১২,১৪,১৫

প্র ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর;

উ খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

প্র সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন;

উ খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

চিরকুমারী

প্রথম পাঠ - ১ করি ৭:২৫-৪০

খ্রীষ্টীয় চিরকৌমার্য পালন

ভ্রাতৃগণ, কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি। তাই আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ ভাল, অর্থাৎ মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার পক্ষে সেই অবস্থায় থাকা ভাল। তুমি কি কোন স্ত্রীতে আবদ্ধ? নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রী থেকে মুক্ত? স্ত্রী নিতে চেষ্টা করো না। তবু বিবাহ করলেও তোমার পাপ হবে না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তারও পাপ হবে না। তথাপি তেমন বিবাহিত লোকেরা সংসারে যথেষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করবে; আর আমি তোমাদের রেহাই দিতে চাচ্ছি!

ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে; এতে সে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে; কিন্তু বিবাহিতা নারী চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্বামীকে তুষ্ট করতে পারে। তোমাদের ভালোর জন্যই আমি এই কথা বলছি; গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের বেঁধে রাখবার জন্য নয়, কিন্তু যা সমীচীন, তোমরা যেন তাই করে একাগ্র মনে প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট থাক।

কিন্তু অধিক যৌন প্রবণতার কারণে কেউ যদি মনে করে, সে নিজ বাগদত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না, সুতরাং যা করার তা করা-ই উচিত, তাহলে সে যা ভাল মনে করে তা-ই করুক; তার পাপ হবে না—অর্থাৎ তারা বিবাহ করুক। কিন্তু নিজের মনে যে মানুষ স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ—সে তো কোন দিকে বাধ্যও নয়, তার ইচ্ছাও তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে—সে যদি নিজের মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, সে তার নিজের বাগদত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে, তাহলে সে ভালই করে। এক কথায়, যে নিজের বাগদত্তা বধূকে বিবাহ করে, সে ভাল করে; এবং যে তাকে বিবাহ করে না, সে আরও ভাল করে।

যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে, সে যাকে ইচ্ছা করে তার সঙ্গে বিবাহ করতে স্বাধীনা: কিন্তু এ যেন প্রভুতেই ঘটে। তবু আমার মতে, সে যদি সেই অবস্থায় থাকে, তবে আরও সুখী হবে। আর আমি মনে করি, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছি।

শ্লোক সাম ৪৫:১২ দ্রঃ

প্র রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন—যে সৌন্দর্যের তিনি নিজেই স্রষ্টা।
উ তিনিই তোমার বর ও তোমার ঈশ্বর।
প্র তাঁরই কাছ থেকে কান্তি, পবিত্রতা ও মুক্তি পেয়েছ তুমি!
উ তিনিই তোমার বর ও তোমার ঈশ্বর।

চিরকুমারীদের সংখ্যা যতখানি বৃদ্ধি পায়
মাতা মণ্ডলীর আনন্দও ততখানি বৃদ্ধি পায়

আমরা এখন চিরকুমারীদের উদ্দেশ করেই কথা বলব: তাঁদের গৌরব যত উৎকৃষ্ট, আমাদের তৎপরতাও তত মহত্তর হওয়া চাই। তাঁরা হলেন মণ্ডলী-বৃক্ষে প্রস্ফুটিত ফুল, অনুগ্রহের রত্ন ও মণিমুক্তা, সঞ্জীবনী সুখ, প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পাত্র, ঈশ্বরের অক্ষুণ্ণ ও অকলুষিত দান, প্রভুর পবিত্রতার প্রতিবিম্ব, খ্রীষ্টের পালের সেরা অংশ। মাতা মণ্ডলী তাঁদের নিয়ে অতিশয় আনন্দিতা, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে আপন আত্মিক উর্বরতা প্রকাশ করে। চিরকুমারীত্ব যতখানি বৃদ্ধি পায়, মাতার আনন্দও ততখানি বৃদ্ধি পায়।

আমাদের ধর্মপাল পদের দায়িত্বের চেয়ে তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধারই দ্বারা ধাবিত হয়ে আমরা তাঁদের উদ্দেশ করে চেতনা দান করতে ইচ্ছা করি। আমরা কনিষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ায় ও আমাদের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হওয়ায় তাঁদের আচরণের বিচারক রূপে দাঁড়াতে ইচ্ছা করি না, বরং পালক হিসাবে আমাদের যত্নপূর্ণ মনোভাব দেখাতে, ও শয়তান যে কতগুলো চাতুরি খাটাতে পারে এর জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করতে বাসনা করি।

নিজেদের পরিত্রাণ সাধন করার ব্যাপারে ও স্বয়ং প্রভুর দেওয়া জীবনদিশা রক্ষা করার ব্যাপারে সমস্ত দূরদর্শিতা দেখানো বৃথা নয়, সমস্ত ভয় বোধ করাও অসার চিন্তা নয়, যাতে যাঁরা দাম্পত্যের আমোদ ত্যাগ করে খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন ও দেহ-মনে ঈশ্বরের কাছে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যেন তত মহা পুরস্কারের যোগ্য কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারেন ও কেবল তাঁদের সেই প্রভুরই জন্য নিজেদের অলঙ্কৃতা ও প্রীতিকর করেন যাঁর হাত থেকে চিরকুমারীত্বের প্রতিদান প্রত্যাশা করছেন।

হে চিরকুমারী সকল, আপনারা যা হতে শুরু করেছেন, তা রক্ষা করুন! আপনারা যা হবেন, তাও রক্ষা করুন। আপনাদের প্রতিদান মহৎ, আপনাদের কুমারীত্বের পুরস্কারও মহৎ, ও শুচিতার প্রতিদানে অমূল্যই আপনাদের উপহার। আমরা যা একদিন হব, আপনারা এখন তা হতে শুরু করেছেন। পুনরুত্থানের গৌরব ইতিমধ্যে আপনাদের হাতে রয়েছে, আপনারা সংসারের মধ্য দিয়ে অকলুষিতা হয়ে থেকেই যাত্রা করেন: কুমারীত্বে নিষ্ঠাবান হয়ে থেকে আপনারা ঈশ্বরের দূতদের সমতুল্য। আপনাদের কুমারীত্ব দৃঢ়, বলবান ও অক্ষুণ্ণ থাকুক, আর শুরুতে যেমন শক্ত ছিল, আগামীতেও উত্তরোত্তর শক্ত থাকুক—মণিমুক্তা বা পোশাক নয়, আপনাদের পুণ্যাচরণই হোক তার ভূষণ।

প্রভু যাঁকে *মনোনীত পাত্র* বলে অভিহিত করে তাঁর স্বর্গীয় আদেশ প্রচার করতে প্রেরণ করেছিলেন, সেই প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনুন: *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়ের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।* তেমন প্রতিমূর্তিকেই কুমারীত্ব ধারণ করে; অক্ষুণ্ণতা, পবিত্রতা ও সত্যও ধারণ করে।

শ্লোক ১ করি ৭:৩৪; সাম ৭৩:২৬,২৫

প্র পরমেশ্বরই আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল:
উ তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।
প্র চিরকুমারী চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে।
উ তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, ধর্মীয় জীবনের নবায়ন বিষয়ক নির্দেশনামা

সিদ্ধ প্রেম ১,৫,৬,১২,২৫

মণ্ডলী তার অনন্য বর সেই খ্রীষ্টের অনুসরণ করে

মণ্ডলীর শুরু থেকে এমন নর-নারী ছিলেন যাঁরা সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী সাধনার মধ্য দিয়ে মহত্তর স্বাধীনতার সঙ্গে খ্রীষ্টের অনুসরণ করতে ও গভীরতর ভাবে তাঁর অনুকরণ করতে প্রয়াসী হলেন, আর প্রত্যেকে নিজ নিজ পন্থা অনুসারে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র বলে নিবেদিত জীবন ধারণ করলেন। তাঁদের অনেকে, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, হয় বিজনাশ্রমী জীবন যাপন করলেন, না হয় এমন ধর্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন যা মণ্ডলী আপন অধিকার সূত্রে সানন্দে গ্রহণ করল ও অনুমোদন করল। তাতে ঐশসঙ্কল্প অনুসারে এমন প্রশংসনীয় ও বিচিত্র ধর্মসঙ্ঘগুলোর উদ্ভব ঘটেছে, যা যথেষ্ট অবদান রেখেছে, যাতে মণ্ডলী *সমস্ত সৎকর্মের জন্য* সুসজ্জিতা হতে পারে এর জন্য শুধু নয়, *খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে* আবশ্যক সেবাকর্মগুলোতে প্রস্তুত হতে পারে এর জন্যও শুধু নয়, কিন্তু আপন সন্তানদের নানা দানের মাধ্যমেও অলঙ্কৃতা হয়ে মণ্ডলী যেন *নিজের বরের জন্য সুসজ্জিতা কনের মত* প্রতীয়মান হয় ও তার মধ্য দিয়ে যেন *ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা* প্রকাশিত হয়।

তেমন বহুবিচিত্র দানগুলির মধ্যে, যাঁরা ঈশ্বর দ্বারা সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী সাধনায় আহূত ও তা বিশ্বস্তভাবে পালন করে থাকেন, তাঁরা প্রভুর কাছে বিশেষ ব্রতের বন্ধনে ব্রতী হন, সেই খ্রীষ্টের অনুসরণে যিনি চিরকুমার ও দরিদ্র হয়ে *ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই* বাধ্যতা স্বীকার করে মানুষকে মুক্ত করলেন ও পবিত্রিত করলেন। এইভাবে, তাঁদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা যে ভালবাসা সঞ্চার করেন, সেই ভালবাসা দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে তাঁরা খ্রীষ্টের জন্য ও *তাঁর দেহ সেই মণ্ডলীর জন্য* অধিকতর আত্মনিবেদনে জীবন যাপন করেন। অতএব, তেমন আজীবন আত্মোৎসর্গে তাঁরা যতখানি ভক্তির সঙ্গে খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হন, মণ্ডলীর জীবন ততখানি সমৃদ্ধি লাভ করে ও তার প্রৈরিতিক কাজ ততখানি প্রাণবন্ত উর্বরতা দেখায়।

যে কোন সঙ্ঘের সদস্য সর্বপ্রথমে স্মরণে রাখুন যে, সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী ব্রত গ্রহণ করে তাঁরা ঐশআহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, যেন পাপের কাছে ম'রে শুধু নয়, কিন্তু সংসারকেও ত্যাগ ক'রে তাঁরা কেবল ঈশ্বরেরই জন্য জীবনযাপন করেন। কেননা তাঁরা তাঁদের গোটা জীবনকে তাঁরই সেবায় নিবেদন করেছেন, আর এ হচ্ছে বিশেষ এক পবিত্রীকরণ যা দীক্ষাস্নানের পবিত্রীকরণে গভীরভাবে রোপিত ও সেই পবিত্রীকরণেরও পূর্ণতর প্রকাশ।

যাঁরা সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী ব্রত নেন, তাঁরা সবকিছুর আগে সেই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করবেন ও ভালবাসবেন যিনি প্রথম আমাদের ভালবেসেছেন, এবং যে কোন পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত জীবন ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট থাকবেন, কেননা এ জীবন-ই হল জগতের পরিত্রাণের জন্য ও মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার উৎস ও উদ্দীপনা স্বরূপ। তেমন ভালবাসাই সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী সাধনারও অনুপ্রেরণা ও তার অবলম্বন।

ধর্মব্রতী-ব্রতিনী *স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশে* যে শুচিতাব্রত গ্রহণ করেন, তা অনুগ্রহের উৎকৃষ্ট দান বলে গণ্য হওয়া উচিত, কেননা মানুষের হৃদয়কে এমন অনন্যরূপে মুক্ত করে, যেন হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি ও সকল মানুষের প্রতি ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে; আর এজন্য তেমন শুচিতা হল স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর একটা বিশেষ চিহ্ন আর সেইসঙ্গে অত্যন্ত উপযোগী একটা উপায় যা দ্বারা ধর্মব্রতী-ব্রতিনী ঈশ্বরের সেবায় ও প্রৈরিতিক কাজে সদাগ্রহের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন। তাতে তাঁরা সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর কাছে সেই অপরূপ মিলনের কথা তুলে ধরেন, ঈশ্বর নিজেই যা স্থাপন করেছেন ও যা ভাবী যুগে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবার কথা—সেই যে মিলন দ্বারা মণ্ডলী আপন অনন্য বর সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিতা।

শ্লোক

প্র হে খ্রীষ্টের চিরকুমারী, আমরা তোমার কান্তিতে মুগ্ধ :

উ তুমি প্রভুর হাত থেকে উজ্জ্বল মালা গ্রহণ করেছ।

প্র তোমার কুমারীত্বের মর্যাদা থেকে তুমি বঞ্চিতা হবে না, ঈশ্বরের পুত্রের ভালবাসা থেকেও তোমাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না।

উ তুমি প্রভুর হাত থেকে উজ্জ্বল মালা গ্রহণ করেছ।

সাধু

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৫:১-১৬

ধার্মিকেরাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান

ধার্মিকজন মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবে,
যারা তাকে অত্যাচার করল,
যারা তার সমস্ত লাঞ্ছনা হেয়জ্ঞান করল।
তাকে দেখে এরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হবে,
তার অপ্রত্যাশিত পরিত্রাণ লাভে অবাক হয়ে পড়বে।
তখন অনুতপ্ত হয়ে তারা নিপীড়িত আত্মায়
হাহাকার ক'রে পরস্পরের মধ্যে বলবে :
'এই যে সেই লোক, যাকে আমরা একসময় উপহাস করতাম,
নির্বোধ হয়ে যাকে আমাদের বিদ্রূপের লক্ষ্য-বস্তু করতাম ;
আমরা তার জীবন ক্ষিপ্ততাই বলে গণ্য করতাম,
তার পরিণাম সম্মান-বিহীন যেনই গণনা করতাম।
এখন সে কেমন করে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত?
কেমন করেই বা পবিত্রজনদের নিয়তির সহভাগী?
তবে আমরা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রষ্টই হয়েছি,
ধর্মময়তার আলো উদ্ভাসিত হয়নি আমাদের উপর,
আমাদের উপরে সূর্যও কখনও উদিত হয়নি।
আমরা অধর্ম ও বিনাশ পথে তৃপ্তি পেয়েছি,
অগম্য মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়েই হেঁটে বেড়িয়েছি,
কিন্তু প্রভুর পথ যে জানতে পারলাম না!
আমাদের তত দর্পে আমাদের কী লাভ হয়েছে?
আমাদের ঐশ্বর্য ও স্পর্ধা আমাদের কী ফল দিয়েছে?
এসব কিছু ছায়ার মত কেটে গেছে,
দ্রুতগামী সংবাদের মত অতীত হয়েছে,
হ্যাঁ, তা এমন তরণির মত চলে গেছে, যা উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়,
যার গমনপথের কোন লক্ষণও পাওয়া সম্ভব নয়,
ঊর্মিমালার উপরে যার তলির রেখাও অদৃশ্য হয়ে থাকে ;
কিংবা, তা আকাশে উড়ন্ত এমন পাখির মতই চলে গেছে,
যার দৌড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নয় ;
তার পালকের স্পর্শে লঘুভার হাওয়া আঘাতগ্রস্ত হয়,
তার প্রচণ্ড ভরবেগে বিভক্ত হয়,
তবু এর পরে সেই পাখির গমনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।
কিংবা, তা এমন তীরের মতই চলে গেছে, যা লক্ষ্যের দিকে ছোড়া হলে
হাওয়া বিভক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার একীভূত হয়,
যার ফলে তীরের গমনপথ নির্ণয় করা অসাধ্য।
তেমনি আমরাও জন্ম নিতে না নিতেই অতীত হয়েছি,
দেখানোর মত তেমন সদ্‌গুণের চিহ্ন আমাদের ছিল না ;
আমরা হয়েছি আমাদের নিজেদের অধর্মের গ্রাস!'

হ্যাঁ, ভক্তিহীনের প্রত্যাশা বাতাসে বয়ে যাওয়া তুষের মত,
ঝড়ে তাড়িত লঘুভার ফেনার মত;
হাওয়ায় ধূমের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে
তা মাত্র একদিনেরই অতিথির স্মৃতির মত উবে যায়।
কিন্তু ধার্মিকেরা জীবিত থাকে চিরকাল,
তাদের মজুরি প্রভুর কাছে রয়েছে,
পরাৎপর নিজেই তাদের প্রতি যত্নশীল।
এজন্য তারা পাবে মহিমময় এক মুকুট,
প্রভুর হাত থেকে সুন্দর এক কিরীট,
কারণ তাঁর ডান হাত হবে তাদের আশ্রয়,
তাঁর বাহু হবে তাদের ঢাল।

শ্লোক ১ যোহন ৩:৭,৯,১০

প্ কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে: যে ধর্মাচরণ করে, সে ধর্মময়, তিনি নিজে যেমন ধর্মময়।
উ যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না, কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে (আল্লেলুইয়া)।
প্ এতেই ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের সন্তান নির্ণিত হয়:
উ যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না, কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ফিলি ১:২৯–২:১৬

খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল
তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর; কেননা তোমরা সেই একই সংগ্রাম বহন করছ যা আমাকে বহন করতে দেখেছ, ও যা বিষয়ে এখনও শুনছ, আমি তা বহন করছি।

সুতরাং, খ্রীষ্টে যদি কোন প্রেরণা, যদি ভালবাসার কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, তবে আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অসার অহঙ্কারের বশে কিছুই করো না; বরং বিনম্রভাবে একে অপরকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর। তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ। খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন; আকারে প্রকারে মানুষের মত আবির্ভূত হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন। আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন, ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম, *যেন যীশু-নামে প্রতিটি জানু নত হয়*—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে—এবং পিতা ঈশ্বরের গৌরবে *প্রতিটি জিহ্বা ঘোষণা করে*, 'যীশুখ্রীষ্টই প্রভু।'

সুতরাং, হে আমার প্রিয়জনেরা, তোমরা সবসময় যেমন বাধ্য হয়ে আসছ, তেমনি আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালেই তোমরা যেভাবে ছিলে শুধু সেভাবে নয়, বরং এখন আমি যে দূরে আছি আরও বেশিই ক'রে তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল। কেননা তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন। গজগজ না ক'রে, কোন তর্ক না করেই সবকিছু কর যেন নিখুঁত ও সরল মানুষ হতে পার; কুটিল ও ভ্রষ্ট এক প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে যেন হতে পার ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তান; ওদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হও, ওদের সামনে জীবনের বাণী উচ্চ করে ধরে রাখ। তবেই খ্রীষ্টের দিনে আমি গর্ব করতে পারব যে, বৃথা দৌড়ইনি, বৃথা

পরিশ্রমও করিনি।

শ্লোক ফিলি ২:১২-১৩; যোহন ১৫:৫

℟ তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল।
℣ প্রভু একথা বলছেন: আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না (আল্লেলুইয়া)।
℟ ঈশ্বর নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন।
℣ প্রভু একথা বলছেন: আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - কল ৩:১-১৭

আমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত

ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

অতএব, সেই সবকিছু নিপাত কর যা তোমাদের মধ্যে পার্থিব, যথা, যৌন অনাচার, অশুচিতা, দেহলালসা, অসৎ কামনা আর সেই লোলুপতা যা পৌত্তলিকতার নামান্তর; এসব কিছু এমন, যা অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনে। একসময় তোমরা যখন তেমন লোকদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে, তখন তোমরাও এসব কিছুতে নিমজ্জিত ছিলে। কিন্তু এখন তোমরাও ত্যাগ কর এই সবকিছু, যথা, ক্রোধ, রোষ, শঠতা, পরচর্চা ও অশ্লীল ভাষা; পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কেননা তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে। এখানে আর গ্রীক বা ইহুদী, পরিচ্ছেদিত বা অপরিচ্ছেদিত, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই, কিন্তু খ্রীষ্টই সব, আর তিনি সবকিছুর মধ্যে।

তাই ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অপরকে ক্ষমা কর। যেহেতু প্রভু নিজে তোমাদের ক্ষমা করেছেন, সেজন্য তোমরাও সেইমত ক্ষমা কর। আর সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

খ্রীষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল। কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই যেন প্রভু যীশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

শ্লোক গা ৩:২৭-২৮; এফে ৪:২৪

℟ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই:
℣ খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলেই এক (আল্লেলুইয়া)।
℟ তোমাদের সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট:

℟ খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলেই এক (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - রো ১২:১-২১

খ্রীষ্টীয় জীবন ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত আত্মিক উপাসনা

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি নবীয় অনুগ্রহদান হয়, তবে এসো, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখে নবী-ভূমিকা অনুশীলন করি; তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহদান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি; তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, তা যদি উপদেশ-দান হয়, তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

ভালবাসা অকপট হোক: যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক; পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক, পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও, অতিথি-সেবায় রত থাক। যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না; যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর; নিজেদের তত জ্ঞানী মনে করো না।

অন্যায়ের প্রতিদানে কারও অন্যায় করো না। *সকল মানুষের চোখে যা উত্তম, তোমরা তাই করতে সচেষ্ট থাক।* সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাক। প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, *প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু।* বরং *তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। কেননা তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে।* অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, কিন্তু সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

শ্লোক রো ১২:২; এফে ৪:২৩-২৪

℣ মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর,
℟ যেন বিচার করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত (আল্লেলুইয়া)।
℣ তোমাদের মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে,
℟ যেন বিচার করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প (পাস্কাকাল)

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৪:১-৫; ১৯:৫-৯

সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত

আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ, যাদের কপালে লেখা রয়েছে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রচন্ড এক বজ্রধ্বনি। যে স্বর আমি শুনলাম, তা যেন এক দল বীণকার যারা নিজেদের বীণা বাজাচ্ছে। তারা সিংহাসনের সাক্ষাতে ও সেই চার প্রাণী ও প্রবীণদের সাক্ষাতে এক নতুন বন্দনাগান গাইছিল; আর সেই বন্দনাগান শেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ পারে, পৃথিবী থেকে যাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। এরা নারীদের সংসর্গে কলুষিত হয়নি—বস্তুত এরা চিরকৌমার্য বজায় রেখেছে, আর মেষশাবক যেইখানে যান, সেখানে তারা তাঁর অনুসরণ করতে থাকে। মানবজাতির মধ্য থেকে, ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রথমফসল রূপে তাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। তাদের মুখে কোন মিথ্যা কখনও শোনা যায়নি—তারা কলঙ্কহীন।

সিংহাসন থেকে জেগে উঠে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল:

‘আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,
তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা।’

আর আমি শুনতে পেলাম যেন বিরাট এক জনতার কণ্ঠস্বর, যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রকান্ড বজ্রনাদ ঘোষণা করছে:

‘আল্লেলুইয়া!
আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান।
কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে,
তাঁর কনে নিজেকে সজ্জিতা করেছে।
তাকে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসন পরিধান করতে দেওয়া হয়েছে।’

আসলে ক্ষোম-বসন হল পবিত্রজনদের সৎকর্ম।

তখন স্বর্গদূত আমাকে বললেন: ‘লেখ, সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত!’ তিনি এও বললেন, ‘এই সমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকৃত বাণী।’ তখন আমি তাঁর আরাধনা করার জন্য তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, ‘সাবধান, এমনটি করো না; আমি তোমার সহদাস, ও তোমার সেই ভাইদের সহদাস, যারা যীশুর সাক্ষ্য বহন করে। ঈশ্বরেরই সম্মুখে প্রণিপাত কর।’ যীশুর যে সাক্ষ্য, তা হল নবীয় বাণীর প্রেরণা।

শ্লোক প্রত্যা ১৪:২; ১২:১০; ১৯:৫,৬ দ্রঃ

℟ আমি শুনতে পেলাম, আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি: আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন:
℣ তাঁর খ্রীষ্টের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া!
℟ সিংহাসন থেকে জেগে উঠে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা!
℣ তাঁর খ্রীষ্টের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া!

ধর্মব্রতী-ব্রতিনী

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১-২৪

খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার জন্য
প্রত্যেককে নিজ নিজ অনুগ্রহদান বিতরণ করা হয়েছে

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

সুতরাং আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যীশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

শ্লোক মথি ১৯:২৯,২৭

℣ যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে,
℟ সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)।
℣ দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি; তবে আমরা কী পাব?
℟ সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)।

ধর্মব্রতিনী

শ্লোক লুক ১০:৪২,৩৯ দ্রঃ

প্র আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে:
উ সাধ্বী ··· সেই উত্তম অংশ বেছে নিয়েছেন যা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া যাবে না (আল্লেলুইয়া)।
প্র যীশুর পায়ের কাছে বসে তিনি তাঁর বাণী শুনতেন:
উ সাধ্বী ··· সেই উত্তম অংশ বেছে নিয়েছেন যা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া যাবে না (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ফিলি ৩:৭–৪:১,৪-৯

প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক

ভ্রাতৃগণ, আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রীষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। এমনকি, আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি, ও শেষে তাঁরই মধ্যে একটা স্থান পেতে পারি—কিন্তু আমার নিজের ধর্মময়তার ফলে যা বিধান থেকে আগত, তা নয়, বরং এমন ধর্মময়তার ফলে, যা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া, বিশ্বাসমূলক সেই ধর্মময়তা যা ঈশ্বরেরই দেওয়া। ফলে আমি যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি, এই প্রত্যাশায় যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারব। আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছেছি, তা নয়; কিন্তু তা জয় করার জন্য দৌড়তে আপ্রাণ চেষ্টা করি, কারণ আমাকেও খ্রীষ্টযীশু দ্বারা জয় করা হয়েছে। ভাই, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি; কিন্তু এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ শিমানার দিকে ছুটে দৌড়তে থাকি যেন খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি। সুতরাং এসো, আমাদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ যারা, তাদের সকলের যেন এই ধারণা থাকে; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য ধারণা থাকে, তবে তোমাদের জন্য ঈশ্বর তাও স্পষ্ট করবেন। আপাতত এসো, আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে একই ধারায় চলতে থাকি।

ভাই, সকলে মিলে তোমরা আমার অনুকারী হও, এবং আমাতে তোমাদের যে আদর্শ আছে, যারা সেইমত চলে, তাদেরই দিকে তোমাদের চোখ নিবদ্ধ রাখ; কেননা অনেকে আছে—তাদের বিষয়ে তোমাদের বারবার বলেছি, এখনও চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছি—যারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রুর মত চলছে: তাদের শেষ পরিণাম কিন্তু বিনাশ, কেননা পেটকেই নিজেদের ঈশ্বর ব'লে মেনে তারা যা তাদের লজ্জা পাবার বিষয় তা-ই নিয়ে গর্ব করে; তারা পার্থিব চিন্তায়ই ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

তাই, হে আমার প্রিয় ভাই যাদের দেখতে আমি একান্ত বাসনা করছি, তোমরাই যে আমার আনন্দ ও আমার মুকুট, তোমরা এইভাবেই প্রভুতে স্থিতমূল থাক।

এভোদিয়াকে আবেদন জানাচ্ছি, সিন্তিখেকেও আবেদন জানাচ্ছি, যেন প্রভুতে একমন হয়। তোমাকেও, হে আমার যথার্থ সহকর্মী, অনুরোধ করছি, এঁদের সাহায্য কর, কারণ এঁরা সুসমাচারের জন্য আমার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, যেমনটি ক্লেমেণ্টও এবং আমার আরও আরও সহকর্মীও করেছিলেন, যাঁদের নাম জীবনগ্রন্থে লেখা আছে।

তোমরা প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক। তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক। প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও

মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তোমাদের সকল যাচ্‌না ঈশ্বরের কাছে জানাও। তবে ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা করবে।

শেষ কথা, ভাই : যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। আমার কাছে যা কিছু শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সবই কর ; তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

শ্লোক লুক ১২:৩৫-৩৬; মথি ২৪:৪২

℣ তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক,
℟ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহ-ভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন (আল্লেলুইয়া)।
℣ জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না :
℟ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহ-ভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন (আল্লেলুইয়া)।

ধর্মব্রতিনী

শ্লোক সাম ৪৫:২

℣ রাজ্য বা পার্থিব বিষয়ের চেয়ে আমার পক্ষে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ভালবাসাই মূল্যবান :
℟ তাঁরই দিকে আমি চোখ নিবদ্ধ রেখেছি, তাঁকেই ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি, আকাঙ্ক্ষা করেছি (আল্লেলুইয়া)।
℣ মধুর বাণী ফুটে ওঠে আমার হৃদয়ে, রাজাকে শোনাব আমার কাব্য :
℟ তাঁরই দিকে আমি চোখ নিবদ্ধ রেখেছি, তাঁকেই ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি, আকাঙ্ক্ষা করেছি (আল্লেলুইয়া)।

বিবাহজীবন যাপন করেছেন এমন সাধু

প্রথম পাঠ - এফে ৫:২১-৩২

খ্রীষ্টীয় দাম্পত্য-জীবনের পবিত্রতা

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হও।

বধূরা প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি তাদের স্বামীর প্রতি যেন অনুগত হয় ; কারণ স্বামী স্ত্রীর মাথা, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীর মাথা—তিনিই তার দেহের পরিত্রাতা। এবং মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অনুগত, বধূরাও তেমনি সব ক্ষেত্রে যেন তাদের স্বামীর অনুগত হয়। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী। তেমনিভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য, কেননা স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউই তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সকলে তার পুষ্টিসাধন করে, তার প্রতি যত্নবান থাকে—খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীর প্রতি করে থাকেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ। *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।* এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম। তবে তোমরাও প্রত্যেকে তোমাদের স্ত্রীকে নিজেরই মত ভালবাস ; এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

শ্লোক ১ পি ১:১৫; লেবীয় ১১:৪৪

℣ যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে
℟ তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও (আল্লেলুইয়া)।

ℛ আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; সুতরাং তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র;
℟ তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ১ পি ৩:৭-১৭

হৃদয়ে খ্রীষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর

হে স্বামীরা, নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব'লে তাদের সঙ্গে সদ্বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার কর; তাদের সম্মান কর, যেহেতু তারাও তোমাদের সঙ্গে জীবনের অনুগ্রহের উত্তরাধিকারিণী। তবেই তোমাদের প্রার্থনার পথে কোন বাধা দেখা দিতে পারবে না।

শেষ কথা: তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত; অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ। কারণ: *জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত রাখুক, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ। কেননা প্রভু ধার্মিকদের উপর দৃষ্টি রাখেন, তাদের মিনতি কান পেতে শোনেন; কিন্তু অপকর্মাদের প্রতি প্রভু বিমুখ।*

আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী! *ওদের ভয়ে ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না,* বরং হৃদয়ে খ্রীষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর; এবং যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক। তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও, যেন যারা তোমাদের খ্রীষ্টীয় সদাচরণের নিন্দা করে, তোমাদের নিন্দা করতে করতে তারা নিজেরাই লজ্জায় পড়ে। কেননা, ঈশ্বর যদি এমনটি ইচ্ছা করেন, তবে অসদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে সদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করাই শ্রেয়।

শ্লোক ১ পি ১:১৫; লেবীয় ১১:৪৪

ℛ যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে
℟ তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও (আল্লেলুইয়া)।
ℛ আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; সুতরাং তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র;
℟ তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও (আল্লেলুইয়া)।

দুঃখীজনদের সেবাব্রতী-ব্রতিনী

প্রথম পাঠ - ১ করি ১২:৩১–১৩:১৩

সবকিছুর চেয়ে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ

ভ্রাতৃগণ, তোমরা সবচেয়ে মহত্তর দানগুলির জন্যই আগ্রহী হও! আর আমি তোমাদের এমন পথ দেখাব, যা সবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে কর্‌তালমাত্র। আমি নবীয় বাণীর অধিকারী হলেও, ও সমস্ত রহস্য ও সমস্ত ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলেও, আমার পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই। আর আমি আমার সমস্ত সম্পদ ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও, এবং নিজের দেহকে পোড়াবার জন্যও নিবেদন করলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না।

ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয়

না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ; ভালবাসা সবই ক্ষমা করে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে। ভালবাসার কখনও শেষ হবে না। নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা লোপ পাবে; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে। কারণ আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যা পূর্ণ তা এলে, যা অসম্পূর্ণ তা লোপ পাবে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর মত কথা বলতাম, শিশুর মত চিন্তা করতাম, শিশুর মত বিচার করতাম; এখন যে মানুষ হয়েছি, শিশুর সেই সবকিছু বাদ দিয়েছি। এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব। এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত। তবে এখন তিনটে জিনিস থেকে যাচ্ছে—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা; এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ১ যোহন ৪:১৬,৭

প্ আমরা সেই ভালবাসা বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
উ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন (আল্লেলুইয়া)।
প্ এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।
উ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ১ যোহন ৪:৭-২১

এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি
কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত

প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,
কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।
যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।
এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে:
ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন
তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।
আর এতেই ভালবাসার অর্থ:
আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়,
কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন
এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন,
তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।
ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি;
আমরা যদি ঈশ্বরকে ভালবাসি,
তাহলে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রয়েছেন
এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে সিদ্ধি লাভ করে।
এতেই আমরা জানি যে,
আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন,
কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।
আর আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।

যে কেউ স্বীকার করে, 'যীশু ঈশ্বরের পুত্র',
ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।
আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,
—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
ঈশ্বর ভালবাসা; ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
এতেই আমাদের অন্তরে ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে:
বিচারের দিনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারব,
কারণ তিনি যেভাবে আছেন, আমরাও সেইভাবে আছি, এই জগতে।
ভালবাসায় কোন ভয় নেই,
বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়,
কারণ ভয় বলতে শাস্তি বোঝায়,
আর যে ভয় করে, ভালবাসায় সে এখনও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়নি।
আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।
যদি কেউ বলে,
আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর তবু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
তবে সে মিথ্যাবাদী।
বাস্তবিক, নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না,
সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।
আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি:
ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে।

শ্লোক ১ যোহন ৫:৩; সিরা ২৩:২৭ দ্রঃ

প্র ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি;
উ আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয় (আল্লেলুইয়া)।
প্র ঈশ্বরের আজ্ঞা-পালনের চেয়ে মধুর কিছু নেই:
উ আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয় (আল্লেলুইয়া)।

দ্বিতীয় পাঠ - শিষ্যচরিতে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ২০:৪**

খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আলো গোপন থাকতে পারে না

যে খ্রীষ্টভক্ত পরের পরিত্রাণের জন্য চিন্তিত নয়, তার চেয়ে পাষণ্ড আর কেউ নেই।

এক্ষেত্রে তুমি তো দরিদ্রতার কথা উত্থাপন করতে পার না; কেননা যে বৃদ্ধা নারী দু'পয়সা দান করেছিল, সে-ই তোমাকে অভিযুক্ত করবে। পিতরও বলতেন: *রুপো বা সোনা আমার নেই।* একই প্রকারে পল এতই দরিদ্র ছিলেন যে, প্রায়ই ক্ষুধায় ভুগছিলেন ও প্রয়োজন মত খাদ্যও তাঁর ছিল না।

তোমার নিজের হীনাবস্থার কথাও উত্থাপন করতে পার না, কেননা তাঁরা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। তোমার অজ্ঞতার কথাও তুলতে পার না, কেননা তাঁরাও নিরক্ষর ছিলেন। তুমি যে দুর্বল, এ ছুতাও খাটে না, কেননা সেই তিমথিও এমন দুর্বল ছিলেন যে, প্রায়ই তাঁর অসুখ হত।

যে কেউ নিজের অংশ পূরণ করতে ইচ্ছা করে, সে পরের উপকার করতে নিশ্চয়ই সক্ষম।

তোমরা কি দেখতে পাও না নিষ্প্রয়োজন গাছগুলো কতই না সতেজ, কতই না সুন্দর, সমৃদ্ধ, উচ্চ? অথচ আমাদের যদি একটা বাগান থাকত, তবে সেগুলোর চেয়ে আমরা জলপাইগাছ বা আমগাছের মত ফলদায়ী গাছই লাগাতাম; আর বাস্তবিকই সেগুলো হচ্ছে সৌন্দর্যের জন্য, উপযোগিতার জন্য নয়, বা যদি কোন উপযোগিতা থাকে তা তো মুষ্টিমেয়।

যারা কেবল নিজের স্বার্থ দেখে, তারা ঠিক তাই; এমনকি, ঠিক তাই-ও নয়, বরং কেবল দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য; কেননা সেই গাছগুলো কমপক্ষে গৃহের পক্ষেই উপযোগী, ছায়াও দেয়। আর সেই কুমারীরাও ঠিক তাই ছিল: শুচি, শালীন, বিনম্রই ছিল বটে, কিন্তু কারও পক্ষে উপযোগী না হওয়ায় তাদের আগুনে ফেলে দেওয়া হল। হ্যাঁ, যারা খ্রীষ্টকে খাদ্য দেয় না, তারা ঠিক তাই।

উপরন্তু এ কথাও লক্ষ কর: তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে পাপের কারণেই অভিযুক্ত: তারা যে ব্যভিচার করেছে, শপথ লঙ্ঘন করেছে বা এপ্রকার কোন পাপ করেছে এমন নয়, পরের পক্ষে উপযোগী ছিল না বলেই তারা অভিযুক্ত। সেই যে লোকটা টাকাটা গর্তে পুরে রেখেছিল, সে ঠিক তাই ছিল: ত্রুটিহীন জীবন দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু পরের পক্ষে সেই জীবন উপযোগী ছিল না।

জিজ্ঞাসা করি: তেমন মানুষ কেমন করে খ্রীষ্টান হতে পারে? ময়দার সঙ্গে মেশানো খামির যদি গোটা পিণ্ডটা না গাঁজিয়ে তোলে, তা কি প্রকৃত খামির? আর কী বলব সেই সুগন্ধির বিষয়ে যা সুগন্ধ ছড়ায় না? তা কি সুগন্ধি নামের যোগ্য?

তুমি এ কথাও বলো না: 'আমি অপরকে উদ্দীপিত করতে পারি না,' কেননা তুমি খ্রীষ্টান হলে তা না ঘটে পারবে না; বস্তুতই একই স্বরূপের বস্তু যেমন নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী নয়, তেমনি আমরা যা যা বলছি তা খ্রীষ্টীয় স্বরূপের স্বাভাবিক অংশ।

ঈশ্বরকে অপমান করো না। তুমি যদি বল, সূর্য উজ্জ্বল হতে পারে না, তুমি তাঁর নিন্দাই কর; আর যদি একথা সমর্থন কর যে, খ্রীষ্টান উপকার করতে অক্ষম, তবে ঈশ্বরকে অপমান কর ও তাঁকে মিথ্যাবাদীও কর। কেননা একজন খ্রীষ্টান যে উজ্জ্বল হবে না, এর চেয়ে এ সম্ভব যে, সূর্যই উত্তাপ ও আলো ছড়াবে না; একজন খ্রীষ্টান নিস্তেজ হওয়ার চেয়ে আলো অন্ধকার হবে, এ অধিক সম্ভব।

তুমি এ কথাও বলো না যে, তা অসম্ভব, কেননা তার বিপরীত-ই আসলে অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বরকে অপমান করো না। আমরা আমাদের অংশ উত্তমরূপে সম্পাদন করলে এসব কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে, এমনকি, স্বাভাবিক ব্যাপারের মতই ঘটবে। না! খ্রীষ্টভক্তের আলো গোপন থাকতে পারে না; তেমন উজ্জ্বল মশাল গোপন থাকতে পারে না।

শ্লোক এফে ৫:৮-৯; মথি ৫:১৪,১৬ দ্রঃ

℟ প্রভুতে তোমরা আলো: আলোর সন্তানের মত চল।
℣ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায় (আল্লেলুইয়া)।
℟ তোমরা জগতের আলো: তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক।
℣ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায় (আল্লেলুইয়া)।

ধর্মব্রতী

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' ২:৩৬,১১-১৩

জগতে, কিন্তু জগতের নয়

সবকিছু পরিত্যাগ কর—তেমন চেতনাই তোমাদের দিতে চাই, কিন্তু সাহস করি না। সুতরাং তোমরা যখন জগতের সব বিষয় পরিত্যাগ করতে পার না, কমপক্ষে তা এমনভাবেই ব্যবহার কর যাতে জগৎ তোমাদের না ধরে রাখে, যাতে তোমরাই পার্থিব বিষয়ের মালিক হও, জগৎ তোমাদের মালিক এমনটি যেন না হয়; আরও, তোমাদের যা যা আছে তা যেন তোমাদের আত্মার কর্তৃত্বাধীন থাকে, তোমাদের আত্মা পদার্থের দাস হবে এমনটি যেন না হয়, পাছে তোমাদের আত্মা পার্থিব বিষয়ের আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

অতএব, পার্থিব বিষয় আমাদের ব্যবহারেই থাকুক, চিরস্থায়ী বিষয় আমাদের বাসনায়ই থাকুক; পার্থিব বিষয় যাত্রার জন্য উপযোগী হোক, চিরস্থায়ী বিষয় যাত্রা-শেষের দিনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হোক। এজগতে যা কিছু করি তা গৌণ বলে পরিগণিত হোক। আমাদের মনশ্চক্ষু যেন সামনের দিকেই নিবদ্ধ থাকে, একদিন যা

পাবার কথা, যেন তারই দিকে একনিষ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। আমাদের উচিত, আমাদের কাজকর্ম থেকে শুধু নয়, হৃদয়ের চিন্তা থেকেও যত রিপু নির্মূল করা। দেহের কামনা বা অর্থলালসা বা অভিমানের আগুন যেন প্রভুর ভোজ থেকে আমাদের দূরে না রাখে; আর এজগতে সৎ যা কিছু করি, তাও যেন হাত হালকা রেখেই স্পর্শ করি, পার্থিব যা কিছু আমাদের আকর্ষণ করে, তা যেন আমাদের দেহের জন্য এমনভাবেই উপযোগী হয় যাতে আমাদের হৃদয়কে কোন প্রকারে বিঘ্নিত না করতে পারে।

এজন্য, ভাইবোনেরা, 'সবকিছু পরিত্যাগ কর' তেমন কথা তোমাদের বলতে সাহস করি না; কিন্তু তোমাদের সদিচ্ছা থাকলে তোমরা পার্থিব বিষয় রেখেও পরিত্যাগ করবে যদি তা এমনভাবেই ব্যবহার কর যাতে সমস্ত অন্তর দিয়ে চিরস্থায়ী বিষয়ের দিকেই লক্ষ কর। কেননা সেই ব্যক্তিই জগৎকে এমনভাবেই ভোগ করছে ঠিক যেন করছে না, যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যবহার করেও তথাপি তা তার নিজের আত্মার উপরে কর্তৃত্ব চালাতে দেয় না, যাতে পার্থিব বিষয় তার অধীন হয়ে থেকে স্বর্গমুখী আত্মার উদ্দীপনা ভাঙতে না পারে। যারা এভাবে আচরণ করে, পার্থিব সবকিছু তাদের সামনে উপস্থিত—লালসার জন্য নয়, ব্যবহারেরই জন্য। তাই, এমন কিছু যেন না থাকে যা তোমাদের অন্তরের বাসনা রোধ করে, এমন কিছুর অভিলাষ যেন না থাকে যা এজগতের সঙ্গে তোমাদের আবদ্ধ রাখে।

যা মঙ্গল, তা-ই যখন আমাদের প্রেমের বস্তু, তখন অন্তর যেন সেই সর্বোচ্চ ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানেই তৃপ্তি পায়। যা অনিষ্ট, তা যখন ভয় করি, তখন আমাদের মনের সামনে যেন অনন্ত শাস্তির দৃশ্য থাকে, যাতে আমাদের হৃদয় এ দে'খে যে, সেইখানে আমাদের ভালবাসা বা ভয়ের বস্তু রয়েছে, ইহলোকের বস্তুর দিকে যেন কোন প্রকারেই আসক্ত না হয়।

তেমন সঙ্কল্প বাস্তবায়নের জন্য, সহায় রূপে আমাদের আছেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই মধ্যস্থ, যিনি তৎপরতার সঙ্গে আমাদের সবকিছুই প্রদান করবেন—অবশ্য, আমরা প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে যদি তাঁকে ভালবাসি, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক ১ করি ৭:২৯,৩০,৩১; ২:১২ দ্রঃ

℣ সময় আর বেশি নেই, এখন থেকে, যারা আনন্দিত, তারা এমনভাবে চলুক তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়:
℟ এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে (আল্লেলুইয়া)।
℣ আমরা তো সংসারের আত্মা পাইনি:
℟ এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে (আল্লেলুইয়া)।

দুঃখীজনদের সেবাব্রতী-ব্রতিনী

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৫:৬**

খ্রীষ্টের দয়া-মমতার বাণী

ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রকে দান করেছেন, আর তুমি একটা রুটিও তাঁকে দাও না যাঁকে তোমার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ও হত্যা করা হয়েছে!

খ্রীষ্ট তাঁর নিজেরই পুত্র হলেও পিতা তোমার খাতিরে পুত্রকে রেহাই দেননি; আর তুমি যখন যা তাঁরই তা গ্রহণ করে কেবল নিজেই ভোগ কর, তখন তাঁর ক্ষুধায় তাঁকে অবজ্ঞাই কর।

তেমন নির্মমতার চেয়ে জঘন্য কী থাকতে পারে? তাঁকে তোমারই জন্য ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমারই জন্য হত্যা করা হয়েছে, তোমারই জন্য তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; আর তুমি যা তাঁরই, অর্থলাভের জন্য তা দান কর—তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'দান করা' বলা চলে না।

এরা, যারা তত বিষয় দ্বারা আকর্ষিত হয়ে শয়তানসুলভই নির্মমতায় অমানুষ, এরা কি পাথরের চেয়েও অনুভূতিবিহীন নয়? তাঁর পক্ষে ক্রুশ ও মৃত্যু ভোগ করা যথেষ্ট হয়নি, বরং গরিব, প্রবাসী, যাযাবর, উলঙ্গ,

কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও রোগপীড়িতও হতে চাইলেন যেন তেমন উপায়ে তোমাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করতে পারেন।

তোমার জন্য যন্ত্রণাভোগ করেছেন এমন ব্যক্তির মতও আমাকে যদি প্রতিদান না দিতে চাও, কমপক্ষে আমার দরিদ্রতার জন্যই মমতা দেখাও। দরিদ্রতার জন্য যদি আমার প্রতি মমতা দেখাতে না চাও, কমপক্ষে কারাগার ও পীড়ার জন্যই নত হও। আর এসব কিছুও যদি তোমার অন্তরে মানবতা সৃষ্টি না করে, তবে যাচ্না‌র ক্ষুদ্রতার প্রতিই কমপক্ষে সম্মতি দাও: তোমার কাছে দামী দামী কিছু চাচ্ছি না—কেবল একটা রুটি, একটু আশ্রয়, সান্ত্বনাদায়ী একটা কথা।

আর এখনও তুমি উদাসীন হলে, তবে স্বর্গরাজ্যের চিন্তায় বা আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের প্রত্যাশায়ই কমপক্ষে সদ্ব্যবহার কর। হয় তো তোমার কাছে এসব কিছুও কি মূল্যহীন?

বস্ত্রহীনকে দে'খে মানবতার খাতিরেই কমপক্ষে আনত হও, আর এ কথা স্মরণ কর যে, তোমার জন্য আমি ক্রুশের উপরে বস্ত্রহীন ছিলাম।

এ কথাও যদি তোমার মমতা না জাগায়, তবে আমার এ বর্তমান বস্ত্রহীন অবস্থার জন্যই মমতাপূর্ণ হও, কেননা তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে আমিই তো গরিব ও বস্ত্রহীন।

সেসময়ে আমি তোমারই জন্য কারাগারে ছিলাম, আর এখনও তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে আমি কারাগারে আছি যাতে তুমি, আমার প্রথম অবস্থার জন্য হোক বা আমার এ বর্তমান অবস্থার জন্য হোক আমাকে একটু করুণা দেখাতে পার।

তোমার জন্য আমি না খেয়ে ছিলাম, তোমার জন্য আমি এখনও ক্ষুধায় ভুগছি। ক্রুশে ঝুলে আমার পিপাসা পেয়েছিল, গরিবদের মধ্যে এখনও আমি পিপাসিত। হায় হায়, এ বুদ্ধি বা সে বুদ্ধি দ্বারাই আমি যদি তোমাকে আকর্ষণ করতে পারতাম যাতে তোমার নিজের পরিত্রাণের জন্যই তোমাকে মমতাপূর্ণ করতে পারতাম!

এজন্য, আমি তোমাকে ততগুলো উপকারে ঘিরে রাখার পর, তুমি আমাকে দাও আমি যেন প্রতিদানের কথা উত্থাপন করতে পারি। তোমাকে ঋণী জ্ঞান করি বিধায়ই যে তা চাই এমন নয়; বরং তোমাকে দাতা বলেই পরিগণিত করে তোমাকে পুরস্কার দিতে চাই। আর যে মুষ্টিমেয় বিষয় তুমি আমাকে দেবে, তার প্রতিদানে আমি তোমাকে রাজ্যই পুরস্কার স্বরূপ দান করব।

যদিও আমি তোমার প্রেমের খাতিরে দরিদ্র, তবু তোমাকে বলছি না: 'আমার দরিদ্রতার চরম ব্যবস্থা কর,' এ কথাও বলছি না, 'তোমার ধন আমাকেই দাও;' না, আমি একটা রুটি, একটা কাপড়, ও আমার ক্ষুধায় একটু সান্ত্বনাই মাত্র চাচ্ছি।

আমি যদি কারাগারে নিক্ষিপ্ত থাকি, তবে এমন দাবি রাখি না যে, তুমি আমার বেড়ি খুলে দিয়ে আমাকে পালাতে সাহায্য করবে; না, একটা মাত্র জিনিস চাচ্ছি: তুমি যেন জান যে তোমার জন্যই আমি কারারুদ্ধ রয়েছি; এ প্রকার দয়া আমাকে দেখালে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে, আর প্রতিদানে আমি তোমাকে স্বর্গই দান করব। যদিও আমি ভারী বেড়ি থেকেই তোমাকে মুক্ত করেছি, তবু তুমি কারারুদ্ধ এই আমাকে দেখতে এলে তা আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

এ ছাড়াও আমি তোমাকে মাল্যভূষিত করতে পারব বটে, আমি কিন্তু তোমার প্রতি ঋণী হতে চাই, যাতে তুমি মহত্তর ভরসার সঙ্গেই পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে পার।

শ্লোক মথি ২৫:৩৫,৪০; প্রবচন ১৯:১৭

℣ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে:
℟ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ (আল্লেলুইয়া)।
℣ দরিদ্রকে যে ভিক্ষা দান করে, সে প্রভুকে ধার দেয়।

ট আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ (আল্লেলুইয়া)।

শিক্ষাব্রতী

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫৯**

আমাদের উচিত বালকদের সেবাযত্ন করা

যখন প্রভু বলেন, *এদের দূতেরা স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন;* এবং, *এইজন্য আমি এসেছি, ও আমার পিতা এ চান,* তখন তিনি তাঁদেরই তৎপরতা উদ্দীপিত করতে অভিপ্রেত, যাঁদের ভূমিকা হবে বালকদের সেবাযত্ন করা।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, তিনি কেমন রক্ষাবেষ্টনীতে তাদের ঘিরে রেখেছেন, এবং যারা তাদের পতন ঘটাবে তাদের কেমন অসহ্য অমঙ্গলের হুমকি দিয়েছেন ও যাঁরা তাদের সেবাযত্ন করবেন তাঁদের কেমন মহাপুরস্কার প্রতিশ্রুত হয়েছেন? এ সমস্ত বিষয় তিনি নিজের ও পিতার দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করেন। সুতরাং এসো, আমাদের ভাইদের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে ও তাদের জন্য সমস্ত প্রকার নিম্ন ও ভারী পরিশ্রম বহন করতে অস্বীকার না ক'রে আমরাও তাঁর অনুকরণ করি। তারা যে ছোট বা নিম্নশ্রেণীর বালক, একথা যেন তাদের প্রতি আমাদের যত্ন কখনও শিথিল না করে। যদিও আমাদের পক্ষে তেমন সেবা অত্যন্ত কষ্টকর, এমনকি—কথার কথা—যদিও তাদের জন্য পাহাড়পর্বত অতিক্রম করা বা অথৈই জল পার হওয়া দরকার, তবু ভাইদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের সবকিছুর আগেই দাঁড়ানো উচিত। বাস্তবিকই ঈশ্বর একটিমাত্র আত্মার জন্যও এত চিন্তিত যে, তার জন্য তিনি নিজের পুত্রকেও রেহাই দেননি।

এজন্য আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, সকালে আমরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি, তখন আমাদের যেন একটামাত্র লক্ষ্য ও চিন্তা থাকে, তথা যারা বিপদাপন্ন তাদের ত্রাণ করা।

কেননা একটা আত্মার চেয়ে অধিক মূল্যবান আর কিছু নেই, *বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারিয়ে ফেলে, তাতে তার কী লাভ হবে?* সত্যি, অর্থলালসা সবকিছু বিকৃত ও কলুষিত করে, ও স্বৈরশাসক যেমন নিজ দুর্গ দখলে রাখে, অর্থলালসাও তেমনি আত্মাকে দখল করে ঈশ্বরভয়কে তলিয়ে দেয়। তাই আমরা একবার ধনী হলে কেমন করে অপরের হাতে আমাদের সম্পদ ছেড়ে দেব ও এরা কাকেই বা সেই সম্পদ হস্তান্তর করবে, আবার এরাও যে উত্তরপুরুষদের হাতে তা হস্তান্তর করবে ইত্যাদি প্রকার চিন্তায় বসে থেকে আমরা আমাদের নিজেদের ও আমাদের সন্তানদের পরিত্রাণ অবহেলা করি ও সম্পদের অধিকারী নয়, অর্থবিতরণকারীর পর্যায়েই পড়ি। এই তো আমাদের বিরাট নির্বুদ্ধিতা! আর এর ফলে দাসদের চেয়েও সন্তানেরা মূল্যহীন হয়। কেননা আমরা দাসদের সংশোধন করি, যদিও তাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য নয় বরং আমাদের স্বার্থেরই জন্য; অপর দিকে সন্তানেরা তেমন চিন্তার পাত্রও নয়, আর এজন্যই দাসদের চেয়েও তারা মূল্যহীন।

দাসদের কথা বলছি কেন! আমরা তো পশুদের চেয়েও সন্তানদের কম যত্ন করি। সন্তানদের চেয়ে গাধা ও ঘোড়ার জন্যই আমরা উৎকণ্ঠিত। মানুষ ধনবান হওয়া মাত্রই পশুপালনের জন্য সবচেয়ে উত্তম কর্মী পাবার চিন্তায় অতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে; অপদার্থ, মদখোর, চোর এমন কর্মী লাগাতে সে তো রাজি নয়; কিন্তু সন্তানের জন্য যখন অবধায়ক-ব্যবস্থা করা দরকার, তখন আমরা যেই প্রথম এসে উপস্থিত হয় তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই গ্রহণ করি—অথচ অবধায়ক-ভূমিকার মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই।

যে নিপুণ কাজের উদ্দেশ্য হল আত্মাদের পরিচালনা ও যুবকদের মন ও চরিত্র গঠন, সেই কাজের সঙ্গে আর কোন্ কাজ তুলনার যোগ্য? তেমন কাজে যারা নিয়োজিত, অন্য শিল্পীদের চেয়েও তাদের অধিক তৎপরতার সঙ্গে কাজে মন দিতে হবে। অথচ আমরা চিন্তাটুকু করি না; আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ছেলেটির কথা ফুটুক! এমনকি এতেও আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অধিক অর্থ সঞ্চয় করা। কেননা ছেলেটি সুবক্তা হবার উদ্দেশ্যেই যে শিখবে এমন নয়, কিন্তু একদিন সে যেন টাকা করতে পারে, এই তো চিন্তা; ফলে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, ছেলেটি বোবা হলেও যদি টাকা করা যেতে পারত, তবে অবধায়ককেও লাগাতাম না!

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, অর্থের স্বৈরাচার কেমন করে সবকিছুতেই প্রবেশ করে ও তার যেখানে ইচ্ছে সেখানে মানুষকে শেকলে বাঁধা দাসের মতই চালায়?

কিন্তু আমার নিজের কাছে এ প্রশ্ন রাখছি: আমার এ সমস্ত অনুযোগ প্রকাশে কী লাভ হবে? আমি হয় তো স্বৈরাচার কথায় আক্রমণ করি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমার কথা নয়, আবার স্বৈরাচার-ই জয়ী হবে। যাই হোক, আমি এ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হব না, কেননা ভাবি যে, আমার এ উপদেশের মধ্য দিয়ে যদি কোন ফল পাই, তাতে আমারও লাভ হবে, তোমাদেরও লাভ হবে। আর আমার প্রচেষ্টার পরেও তোমরা যদি নিজেদের ধারণায় বসে থাকতে চাও, তবে আমি কমপক্ষে এ জানব যে, আমার কর্তব্য আমি সম্পন্ন করেছি। ঈশ্বর কিন্তু যেন এ দুর্দশা থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দেন, আর আমাদের এমনটি দেন যেন তোমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারি, যাতে তিনিই গৌরবান্বিত হন, যাঁর গৌরব ও পরাক্রম যুগে যুগে চিরস্থায়ী। আমেন।

শ্লোক প্রবচন ২৩:২৬; ১:৯; ৫:১ দ্রঃ

℣ সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক:
℟ তবেই সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠবে (আল্লেলুইয়া)।
℣ আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও:
℟ তবেই সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠবে (আল্লেলুইয়া)।

সাধ্বী

'সাধু' সাধারণ ব্যবস্থার উপযোগী পাঠগুলো ব্যবহারযোগ্য :

বিকল্প

বিবাহজীবন যাপন করেছেন এমন সাধ্বী

প্রথম পাঠ - প্রবচন ৩১:১০-৩১

প্রভুভীরু নারীর প্রশংসা

গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?
 মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি।
তার স্বামীর হৃদয় তার উপরে ভরসা রাখে,
 সেই স্বামীর লাভের অভাব হবে না।
তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে
 সে স্বামীর মঙ্গল করে, তার অমঙ্গল নয়।
সে পশম ও ক্ষোম যোগাড় করে,
 তার দু'হাত উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করে।
সে এমন বাণিজ্য-তরণির মত,
 যা দূর থেকে যত খাদ্য-সামগ্রী তার ঘরে আনে।
সে রাত থাকতেই উঠে তার ঘরের সকলের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে,
 এবং দাসীদের উপযুক্ত নির্দেশ দেয়।
সে একখন্ড জমির কথা বিচার-বিবেচনা করে তা কিনে নেয়,
 কাজ করে অর্থ যোগাড় করেই সে সেই জমিতে আঙুরগাছ পোঁতে।
সে তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধে,
 কাজে ব্যস্ত থেকে দেখায় তার বাহুর কেমন শক্তি।
সে দেখতে পায়, তার কাজকর্ম সফলতা পাচ্ছে,
 রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না।
সুতাকাটার যন্ত্র হাতে নিয়ে
 সে আঙুল দিয়ে টাকু চালায়।
দরিদ্রের প্রতি সে হাত বাড়ায়,
 নিঃস্বের প্রতি বাহু প্রসারিত করে।
তুষারপাত হলেও তার ঘরের কারও জন্য সে ভয় পায় না,
 কারণ সকলে গরম কাপড় পরে আছে।
সে নিজে নিজের বিছানার কম্বল বুনে তৈরি করে,
 তার পরন সূক্ষ্ম ক্ষোম ও বেগুনি দামী কাপড়।
তার স্বামী নগরদ্বারে সম্মানের পাত্র,
 সেখানে সে দেশের প্রবীণদের সঙ্গেই আসন গ্রহণ করে।
সে নিজে ক্ষোমের কাপড় তৈরি করে তা বিক্রি করে,
 বণিকের জন্য কোমর-বন্ধনী সরবরাহ করে।
শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন,
 সে হাসিমুখেই আগামী দিনের অপেক্ষায় থাকতে পারে।
সে প্রজ্ঞার সঙ্গে মুখ খোলে,

তার জিহ্বায় সহৃদয় নির্দেশবাণী উপস্থিত।
বাড়ির সকলের আচরণের দিকে সে লক্ষ রাখে,
তার অন্ন অলসতার ফল নয়।
তার সন্তানেরা উঠে তাকে সুখী ঘোষণা করে,
তার স্বামীও উঠে তার প্রশংসাবাদ করে বলে,
'অনেক নারী আপন কর্মে নিজেদের গুণবতী দেখিয়েছে,
কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠা।'
কমনীয়তা প্রবঞ্চক, সৌন্দর্য অসার,
কিন্তু যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসনীয়া।
তার কর্মের ফল তাকে দেওয়া হোক,
নগরদ্বারে তার নিজের কর্মই তার প্রশংসাবাদ করুক।

শ্লোক প্রবচন ৩১:১০,১৭,১৮; সাম ৪৬:৬ দ্রঃ

প্ ইনিই গুণবতী নারী, যিনি ঈশ্বরের শক্তিতে পরিবৃতা;
উ রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না (আল্লেলুইয়া)।
প্ ঈশ্বর আপন শ্রীমুখের আলোতে তাঁকে সুস্থির রাখেন: তিনি টলবেন না,
উ রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ১ পি ৩:১-৬,৮-১৭

হৃদয়ে খ্রীষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর

হে বধূরা, তোমরাও তোমাদের স্বামীর অনুগত হও; তাদের কেউ কেউ যদিও বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হতে অসম্মত হয়, তবু যখন বধূর নির্মল ও সম্ভ্রমশীল আচার-ব্যবহার দেখবে, তখন ঠিক সেই আচার-ব্যবহার, বিনা কথায়, তার মন জয় করবে। তোমাদের ভূষণ যেন চুল বাঁধার কায়দা, সোনার গয়না বা সাজসজ্জার মত বাহ্যিক ব্যাপার না হয়, কিন্তু কোমলতা ও শান্তিতে পূর্ণ আত্মার অক্ষয় শোভায় হৃদয়ের গুপ্ত স্থান ভূষিত কর: ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এ-ই মহামূল্যবান। কেননা আগেকার যে পবিত্রা নারীরা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখতেন, তাঁরাও সেইভাবে নিজেদের ভূষিতা করতেন; তাঁরা স্বামীদের অনুগত ছিলেন; যেমন সেই সারা, যিনি আব্রাহামকে প্রভু বলে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি বাধ্য ছিলেন। তোমরা তো সেই সারার সন্তান হয়ে উঠেছ—অবশ্য যদি সদাচরণ কর ও কোন ভয়ে ভীত না হও।

শেষ কথা: তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত; অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ। কারণ: *জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত রাখুক, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ। কেননা প্রভু ধার্মিকদের উপর দৃষ্টি রাখেন, তাদের মিনতি কান পেতে শোনেন; কিন্তু অপকর্মাদের প্রতি প্রভু বিমুখ।*

আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী! *ওদের ভয়ে ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না,* বরং হৃদয়ে খ্রীষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর; এবং যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক। তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও, যেন যারা তোমাদের খ্রীষ্টীয় সদাচরণের নিন্দা করে, তোমাদের নিন্দা করতে করতে তারা নিজেরাই লজ্জায়

পড়ে। কেননা, ঈশ্বর যদি এমনটি ইচ্ছা করেন, তবে অসদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে সদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করাই শ্রেয়।

শ্লোক ফিলি ২:৫,৩,৪; ১ থে ৫:১৪,১৫

প্° তোমাদের অন্তরে যেন খ্রীষ্টের ভালবাসা বিরাজ করে: বিনম্রভাবে একে অপরকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর,

উ° তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ (আল্লেলুইয়া)।

প্° দুর্বলদের সুস্থির কর, সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও, সবসময় পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর;

উ° তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ (আল্লেলুইয়া)।

পাস্কাকালে, শ্লোক শেষে 'আল্লেলুইয়া' যোগ করা যেতে পারে।

প্রথম পাঠ - ১ করি ১৫:১২-৩৪

বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা সেই পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্ট বিষয়ে যখন একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু নেই? মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রীষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। আবার, আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যাসাক্ষী, একথাই প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন আসলে তাঁকে পুনরুত্থিত করেননি—অবশ্য, যদি একথা সত্য যে, মৃতদের পুনরুত্থান হয় না। কেননা মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, খ্রীষ্টও পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ। আর যারা খ্রীষ্টে নিদ্রা গেছে, তারাও একেবারে বিলুপ্ত। আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

আসলে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে—অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রীষ্ট, প্রথমফসল যিনি, তারপর, খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। এরপর সমাপ্তি আসবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন। কেননা যতদিন না তিনি *সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন,* ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, কারণ *তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে।* কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।

অন্যথা, মৃতদের হয়ে যারা দীক্ষাস্নাত হয়, তারা কী করবে? মৃতেরা যদি আদৌ পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে ওদের হয়ে তারা আবার কেন দীক্ষাস্নাত হয়? আর আমরাই বা কেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপদের সামনে দাঁড়াব? ভাই, আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে তোমাদের নিয়ে আমার যে গর্ব, তারই দোহাই দিয়ে বলছি: আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন! এফেসসে সেই হিংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে যে লড়াই করেছিলাম, আমি যদি জাগতিক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তা করে থাকি, তবে তাতে আমার কী লাভ হয়েছে? মৃতেরা যদি পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে *এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ আগামীকাল মরব!* নিজেদের ভোলাতে দিয়ো না, 'কুসংসর্গ সৎচরিত্রকে নষ্ট করে।' সজ্ঞান হও, যেমন উচিত! আর পাপ নয়। আসলে তোমাদের কেউ কেউ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকতে চায়; তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি কথাটা বললাম।

শ্লোক ১ করি ১৫:২৫-২৬; প্রত্যা ২০:১৩,১৪ দ্রঃ

℟ যতদিন না ঈশ্বর সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন খ্রীষ্টকে রাজত্ব করতে হবে;
* সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।
℣ মৃত্যু ও পাতাল, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দেবার পর অগ্নিহ্রদে ছুড়ে ফেলা হবে:
* সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ১ করি ১৫:৩৫-৩৭

মৃতদের পুনরুত্থান ও প্রভুর আগমন

ভ্রাতৃগণ, য় তো কেউ বলবে: মৃতেরা কীভাবে পুনরুত্থিত হয়? কীভাবেই বা দেহে ফিরে আসে? নির্বোধ! তুমি নিজে যা বোন, তা না মরলে তাতে জীবন আসে না। আর যা বোন, যে গাছ উৎপন্ন হবে তা তো তুমি বোন না; বরং গমেরই হোক বা অন্য কোন কিছুরই হোক, তুমি নিতান্ত একটা দানাই মাত্র বুনেছ; আর ঈশ্বর তাকে যে দেহ দেবেন বলে স্থির করলেন, তা-ই দেন; প্রতিটি জীবকে তিনি তার নিজ নিজ দেহ দেন। সব মাংস একই মাংস নয়; মানুষের এক রকম, পশুর মাংস অন্য রকম, পাখির মাংস অন্য রকম, ও মাছের মাংস অন্য রকম। আছে স্বর্গীয় দেহ, আবার আছে পার্থিব দেহ; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলোর দীপ্তি এক রকম, ও পার্থিব দেহগুলোর দীপ্তি অন্য রকম। সূর্যের দীপ্তি এক রকম, চাঁদের দীপ্তি আর এক রকম, ও তারাগুলোর দীপ্তি আর এক রকম, কারণ দীপ্তির দিক দিয়ে একটা তারার চেয়ে অন্য তারা ভিন্ন। তেমনি মৃতদের পুনরুত্থান: ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়, অক্ষয়শীলতায় পুনরুত্থান হয়; হীনতায় বোনা হয়, গৌরবে পুনরুত্থান হয়; দুর্বলতায় বোনা হয়, পরাক্রমে পুনরুত্থান হয়; প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়। যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে, কেননা লেখা আছে, প্রথম মানুষ সেই আদম *সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল*; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন। যা আত্মিক, তা প্রথম নয়, বরং যা প্রাণিক, তা-ই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরেই এল। প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়ের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

ভাই, আমি তোমাদের যা বলছি, তা এ: রক্তমাংস ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম নয়; ক্ষয়শীলতা যে অক্ষয়শীলতার উত্তরাধিকারী হবে, তাও সম্ভব নয়। দেখ, আমি তোমাদের এক রহস্য জানাচ্ছি: আমরা সকলে নিদ্রাগত হব এমন নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হব এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে। হ্যাঁ, তুরি বাজবেই, আর তখন মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব; কারণ আমাদের এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে। আর এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: *মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে। ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন!

শ্লোক যোব ১৯:২৫,২৬,২৭ দ্রঃ

প্র আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন; জানি, সেই চরমদিনে ধুলা থেকে পুনরুত্থান করে
উ আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।
প্র আমি, আমি নিজেই তাঁকে দেখতে পাব; আমারই চোখ তাঁর দর্শন পাবে:
উ আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ২ করি ৪:১৬–৫:১০

আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে চিরস্থায়ী একটা আবাস পাব
যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত

ভ্রাতৃগণ, আমরা নিরুৎসাহ হই না; আর যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে। বস্তুত আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য

গৌরবের অপরিমেয় ও অতি গুরুভার সঞ্চয় জমিয়ে রাখছে, যেহেতু আমরা দৃশ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।

আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত। বাস্তবিকই আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন এই বর্তমান দেহের উপরে স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি—অবশ্য যদি দেখা যায় যে, আমরা ইতিমধ্যে একেবারে বস্ত্রহীন না হয়ে বরং পরিবৃত অবস্থায়ই আছি। আর আসলে এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি, কারণ চাচ্ছি না, আমাদের এই সজ্জা ফেলে দেওয়া হোক, কিন্তু চাচ্ছি, তার উপরে ওই অন্য সজ্জাটা পরিয়ে দেওয়া হোক, যেন যা মরণশীল তা জীবনেই কবলিত হয়। এমনটি হবার জন্য ঈশ্বর নিজেই আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। তাই সর্বদাই গভীর ভরসা রেখে এবং একথা জেনে যে, যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়।

শ্লোক সাম ৫১ দ্রঃ

℣ হে ঈশ্বর, আমার কর্ম অনুসারে আমার বিচার করো না: তোমার সামনে আমি ভাল কিছুই করিনি। তোমার ঐশমর্যাদা অনুনয় করি:
℟ তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।
℣ আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর, আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায়:
℟ তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।

দ্বিতীয় পাঠ - আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু আনাস্তাসিওসের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫**

খ্রীষ্ট আমাদের হীনাবস্থার এই দেহকে রূপান্তরিত করবেন

এ উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যাতে তিনি মৃত ও জীবিত সকলেরই প্রভু হতে পারেন। কিন্তু *ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর।* এজন্য যে মৃতদের উপরে সেই পুনরুত্থিতজন প্রভুত্ব করেন, তারা আর মৃত নয়, জীবিতই আছেন; আর তারা যেন মৃত্যুকে আর কখনও ভয় না ক'রে জীবিত থাকে এজন্যই তাদের উপর স্বয়ং জীবন প্রভুত্ব করেন, *ঠিক যেমনটি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রীষ্টের আর মৃত্যু নেই।*

তাই পুনরুত্থিত হয়ে ও অবক্ষয় থেকে মুক্ত হয়ে তারা মৃত্যুকে আর দেখবে না, কিন্তু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে সহভাগী হবে খ্রীষ্ট যেভাবে তাদের মৃত্যুতে সহভাগী হয়েছিলেন।

কেননা তিনি কেবল এ উদ্দেশ্যেই প্রাচীন বেড়িতে আবদ্ধ পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, যেন মৃত্যুর *ব্রঞ্জের অর্গল ভাঙতে পারেন ও লোহার বেড়ি ছিন্ন করতে পারেন,* এবং অবক্ষয়ের হাত থেকে নিজের দিকে আমাদের জীবন বের করে এনে দাসত্বের স্থানে স্বাধীনতাই দান করতে পারেন।

আর এই দিব্য সঙ্কল্পের কাজ যদি এখনও সম্পন্ন বলে প্রতীয়মান না হয়—বাস্তবিকই মানুষ এখনও মরতে থাকে ও দেহ মৃত্যুতে বিলুপ্ত হয়—এর জন্য ব্যাপারটা যেন সন্দেহের বিষয় না হয়! কেননা আমরা ভাবী মঙ্গলদানের একটা পণ আগে থেকেই আমাদের সেই প্রথমফসলেরই মধ্য দিয়ে পেয়ে গেছি, যা দ্বারা স্বর্গে উপনীত হয়েছি ও তাঁরই সঙ্গে আসন নিয়েছি যিনি নিজের সঙ্গে আমাদেরও ঊর্ধ্বলোকে তুলে নিয়েছেন, যেমনটি পল বলেন: *তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রীষ্টযীশুতে।*

আমরা সিদ্ধির নাগাল তখনই পাব, যখন পিতার নিরূপিত সময় আসবে, যখন আমরা শিশুকাল ছেড়ে সিদ্ধপুরুষেরই পর্যায়ে উন্নীত হব। কেননা সর্বযুগের পিতা এ সমীচীন জ্ঞান করলেন, যাতে প্রতিশ্রুত দান স্থায়ী হয় ও আমাদের অন্তরের শিশুসুলভ আচরণের ফলে পুনরায় অস্থায়ী না হয়।

প্রভুর দেহ যে আত্মিক দেহরূপে পুনরুত্থিত হল, এবিষয়ে আমরা আর কী বলব, যখন পল পুনরুত্থিত দেহের সম্বন্ধে একথা বলেন যে, *প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়,* অর্থাৎ এমন দেহ যা পথদিশারী রূপে অগ্রগামী সেই খ্রীষ্টের গৌরবময় রূপান্তরের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত দেহ।

উপরন্তু প্রেরিতদূত বলেন যে এ ঘটনা—যার সম্বন্ধে তাঁর সঠিক জানা ছিল—গোটা মানবজাতির জন্য সেই খ্রীষ্ট দ্বারাই ঘটবে, *যিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।*

সুতরাং, যখন রূপান্তরটি হল আত্মিক দেহে এক পরিবর্তন আর এ আত্মিক দেহ খ্রীষ্টের গৌরবময় দেহের সমরূপ হয়, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই আত্মিক দেহে পুনরুত্থান করেছেন; তেমন দেহ হচ্ছে সেই একই দেহ যা অনাদরে বপন করা হওয়ার পর পরবর্তীতে গৌরবময় দেহে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর তিনি পিতার কাছে আমাদের মানবস্বরূপের প্রথমফসল এনে দেওয়ার পর গোটা বিশ্বকেও এনে দেবেন, যেমনটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন: *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।*

শ্লোক যোহন ৫:২৮-২৯; ১ করি ১৫:৫২

প্ যারা সমাধিতে নিদ্রিত রয়েছে, তারা সকলে ঈশ্বরের পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে; যারা অসৎ কর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে বিচারের উদ্দেশে;
উ্ যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে।
প্ এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে মৃতেরা পুনরুত্থান করবে:
উ্ যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে।